জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ৭ # ১৬ অক্টোবর ২০২৪ # ৩১ আশ্বিন ১৪৩১

নারীদের টি-২০ বিশ্বকাপে অনেক প্রতীক্ষার জয়

নারীদের টি-২০ বিশ্বকাপে অনেক প্রতীক্ষার জয় ৬

নারীদের টি-২০ বিশ্বকাপে ১০ বছর পর জয়ের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৩ অক্টোবর উদ্বোধনী ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ১৬ রানে হারিয়েছে নিগার সুলতানার দল। প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন ঋতু মণি। তবে টুর্নামেন্টে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে যাওয়ায় একটি জয় নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ২০১৪ সালে স্বাগতিক হিসেবে নারীদের টি-২০ বিশ্বকাপের চতুর্থ আসরে প্রথম খেলে বাংলাদেশ। সেই আসরে রুমানা আহমেদের নৈপুণ্যে শ্রীলঙ্কাকে ৩ রানে হারিয়ে প্রথম জয়ের দেখা পায়। এরপর ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার চারটি আসরে ১৬ ম্যাচে অংশ নিয়ে কোনো ম্যাচেই জিততে পারেনি বাংলাদেশ।

অবসর নিলেন মাহমুদউল্লাহ..............২২

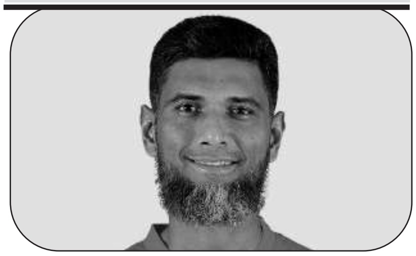

বিরুদ্ধ স্রোতের লড়াকু নাবিক ২৮

দেশের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার.......৩২

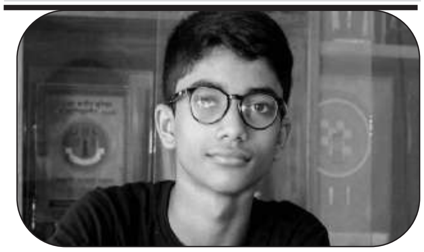

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক
ক্রীড়াজগত
বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ৭ # ১৬ অক্টোবর ২০২৪
৩১ আশ্বিন ১৪৩১ # মূল্য ২০ টাকা

দুই মেয়াদের বেশি একই পদে ২
সম্পাদকীয় ৩
আমরা ক্রীড়ামোদী ৪
নারীদের টি-২০ বিশ্বকাপে ৬
খেলার ইতিহাসে এই জয়ের ৮
ওয়াদিফার নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার ৯
শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ ১০
এবারো রানার্সআপেই ১২
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৪
প্রোটিয়াবধের সুবর্ণ সুযোগ ১৬
টি-টোয়েন্টি সিরিজেও ১৮
টেস্টের মরু দেখা ২০
টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর ২২
আরব আমিরাতের মাঠে ২৪
একান্ত ব্যক্তিগত ২৫
বিশ্বপরিসরে নিজেকে ২৬
ফটোফিচার ২৭
বিরুদ্ধ স্রোতের লড়াকু ২৮
নাহিদা আক্তারের উইকেটের ৩০
দেশের সর্বকনিষ্ঠ ৩২
তহুরার লড়াই চলছেই ৩৪
৩০০ উইকেটের মাইলফলকে ৩৫
বাংলাদেশের ‘দুঃস্বপ্নের’ অন্য নাম ৩৬
এভাবেও টেস্ট হারা যায় ৩৮
হাঙ্গেরিতে ফাহাদ ৪০
অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় পুরুষ ৪১
এশিয়ান যুব আর্চারিতে ৪২
দুই হাজারে নিগার সুলতানাই ৪৩
মাহমুদউল্লাহ ও সাকিবের ৪৪
সালমা ও রুমানা কি ৪৫
কুইজমালা ৪৬
চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রিমিয়ারে ৪৭
ইমার্জিং এশিয়া কাপে ৪৮
এ ছবি কার ৪৯
জিম আফ্রো টি-টেন লিগে ৫০
শব্দজট ৫১
বিতর্কিত সাকিব ৫২
ফের অনূর্ধ্ব-২০ দলের ৫৪
তরুণদের খেলাধুলা ৫৬
ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা ৫৮
এই প্রথম বাংলাদেশে ৬০
‘বিশ্বকাপ আইকন’ শিলাচির ৬১
ক্রীড়া ফেডারেশন থেকে ৬২
ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়করা ৬৪

দুই মেয়াদের বেশি একই পদে কেউ থাকতে পারবেন না : ক্রীড়া উপদেষ্টা

মোরসালিন আহমেদ

ক্রীড়াঙ্গনের সার্বিক উন্নয়নে ক্রীড়া সংগঠক, খেলোয়াড়, কোচ, রেফারিসহ ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, ক্রীড়াঙ্গনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রতিবছর আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট ও প্রগ্রেস রিপোর্ট জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে জমা দিতে হবে। এমনকি, দুই মেয়াদের বেশি একই পদে কেউ থাকতে পারবেন না। এদিকে দুর্নীতিমুক্ত ও রাজনীতিমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন গড়তে সংস্কারপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সার্চ কমিটি দীর্ঘদিনের বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করছে। শুধু তা-ই নয়, খুব

সেখানে গঠনতন্ত্র সেভাবে ফলো করা হচ্ছে না। ফলে যাঁরা সরাসরি খেলাধুলার মধ্যে রয়েছেন, এমন খেলোয়াড়ও কমিটি আসছেন। শুধু সিস্টেম পরিবর্তনের লক্ষ্যেই আপাতত কমিটি গঠন করা হচ্ছে। তবে যখন নির্বাচন হবে, তখন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ স্বীকৃত আদর্শ গঠনতন্ত্র মেনেই ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অ্যাডহক কমিটি সংশ্লিষ্ট ফেডারেশন বা অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রে যদি কোনো বৈষম্য কিংবা অসঙ্গতি খুঁজে পায়, তাহলে সেগুলো নীতিনির্ধারকদের মাধ্যমে সংশোধনের প্রস্তাব রাখার সুযোগ পাচ্ছে। সবার ধারণা সর্বজনগ্রহণযোগ্য ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে অ্যাডহক কমিটি হচ্ছে।

শিগগির সভাপতি মনোনয়নের পাশাপাশি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনগুলোর ধাপে ধাপে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হবে। অন্যদিকে ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনগুলোর অভিভাবক হিসেবে বিবেচিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অভ্যন্তরেও সংস্কারপ্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। সবকিছু মিলিয়ে জোরেশোরে এগোচ্ছে সংস্কারপ্রক্রিয়া, যা দিন দিন আরও বেশি দৃশ্যমান হচ্ছে। ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার মধ্যে আস্থা ফিরছে। দেশবাসীর বিশ্বাস ক্রীড়াঙ্গনে এবার প্রকৃত সংগঠকেরাই স্থান পাবেন। ক্রীড়াবিদরা মূল্যায়িত হবেন। দেশের ক্রীড়ায় প্রাণ ফিরবে।

বিশেষ করে বিগত সরকারের আমলে ঝিমিয়ে পড়া ক্রীড়াঙ্গনকে সচল করে তুলতে সার্চ কমিটি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা, খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি ও প্রবীণ সংগঠকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে অ্যাডহক কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মতবিনিময় সভায় সার্চ কমিটি গুরুত্ব সহকারেই সংশ্লিষ্ট সবার মতামত শুনছেন। যেখানে ক্রীড়াঙ্গনের প্রকৃত হালহকিকত উঠে আসছে। ফলশ্রুতিতে সার্চ কমিটির কাজগুলো আরও সহজ হয়ে যাচ্ছে। কোথায় কোন সমস্যা রয়েছে এবং সমস্যা সমাধানে গতি পাচ্ছে। একাধিক সূত্র জানিয়েছে অক্টোবর মাসের শেষ দিকে ধাপে ধাপে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হবে। শুধু তা-ই নয়, গত ১০ সেপ্টেম্বর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে একসঙ্গে যে ৪২টি ফেডারেশন এবং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল তাদের পরিবর্তে সেসব ফেডারেশন এবং অ্যাসোসিয়েশনে শিগগিরই নতুন সভাপতি দেওয়া হবে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ক্রীড়াঙ্গনের সুদিন ফিরিয়ে আনতে এমন মতবিনিময় কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলে ক্রীড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞমহল মনে করছেন।

সার্চ কমিটি ১ অক্টোবর হকি, দাবা, বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার; ২ অক্টোবর অ্যাথলেটিকস, কাবাডি, স্কোয়াশ; ৩ অক্টোবর টেনিস, ফেন্সিং, ব্রিজ; ৬ অক্টোবর বাস্কেটবল, টেবিল টেনিস, ভারোত্তোলন, ৭ অক্টোবর ক্যারম, সাঁতার, উশু, বক্সিং; ৮ অক্টোবর খো খো, ভলিবল, শুটিং, রোলার স্কেটিং, ৯ অক্টোবর চুকবল, জুডো, কারাতে, তায়কোয়ানডো, ১০ অক্টোবর থ্রো বল, রোইং, কুস্তি, বডি বিল্ডিং অর্থাৎ এ প্রতিবেদন লেখাকালীন ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত সার্চ কমিটি ২৮টি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে। ১৫ অক্টোবর থেকে ধারাবাহিকভাবে অবিশিষ্ট ২৭টি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের মতবিনিময় সভা করবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সার্চ কমিটির এক সদস্য বলেন, বিভিন্ন ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সভাপতির নাম চূড়ান্ত পর্যায় রয়েছে। অপর এক প্রশ্নে বলেন, আশা করছি, অক্টোবর মাসের শেষ দিকে কিছু কিছু ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডহক কমিটি হয়ে যাবে। সূত্র জানায় ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের আকারভেদে ৯, ১৫ কিংবা ১৭ সদস্যের কমিটি হতে পারে। এসব কমিটির মেয়াদ ৩ থেকে ৬ মাস মেয়াদি হতে পারে বলে জানা গেছে।

সার্চ কমিটি মতবিনিময়কালে অবশ্য সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে গঠনতন্ত্র চেয়ে নিচ্ছেন। সেই গঠনতন্ত্রে নির্বাচন আয়োজনে কি ধরনের গাইডলাইন দেওয়া আছে তা-ও পরখ করে নিচ্ছেন। তবে সূত্র আরও জানায়, আগামী দিনগুলোয় যেসব অ্যাডহক কমিটি আসছে,

এদিকে গত ২ সেপ্টেম্বর ক্রীড়াঙ্গনের সার্বিক উন্নয়নে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের ক্রীড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছিলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। সেখানে তিনি ক্রীড়াঙ্গনের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরতে ক্রীড়া সাংবাদিকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে ২৭ সেপ্টেম্বর ক্রীড়াঙ্গনের সার্বিক উন্নয়নে ক্রীড়া সংগঠক, খেলোয়াড়, কোচ, রেফারিসহ ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। উপদেষ্টা বলেন, দীর্ঘদিনের বৈষম্য দূরীকরণ ও বিরাজনৈতিকীকরণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজাতে সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরু করেছে। যেখানে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রতিবছর ক্রীড়া সংস্থাকে তাদের আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সেই সঙ্গে প্রগ্রেস রিপোর্টও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে পাঠাতে হবে। শুধু তা-ই নয়, দুই মেয়াদের বেশি একই পদে কেউ থাকতে পারবেন না। এ মর্মে একটি সাধারণ নীতিমালা খুব শিগগির প্রণয়ন করা হবে। তিনি আরও বলেন, বিগত সরকারের সময় ক্রীড়াঙ্গনকে রাজনৈতিকীকরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে ক্রীড়াঙ্গনকে রাজনীতি প্রভাবমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ক্রীড়ার মান উন্নয়নে বাজেট বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এমনকি, ক্রীড়াঙ্গনের সার্বিক উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সার্চ কমিটি গঠন করে দিয়েছি। ইতিমধ্যে এ কমিটি কাজ শুরু করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে তৃণমূলের ক্রীড়াঙ্গন থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় সমান তালে প্রয়োজনীয় সংস্কারপ্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক
মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার
মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক
মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার
মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন
এ টি এম শরিফুল ইসলাম রুবেল

কম্পিউটার গ্রাফিকস
মো. শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর
মো. ফরিদুল ইসলাম

প্রুফ রিডার
মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

প্রচ্ছদ ও কালার ডিজাইন
আবির মাহমুদ

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক
ক্রীড়াজগত
৪৮ বর্ষ • ৭ সংখ্যা • ১৬ অক্টোবর ২০২৪ • ৩১ আশ্বিন ১৪৩১

পল্টন ময়দান কি ফিরিয়ে আনা সম্ভব?

সেই ব্রিটিশ আমল থেকে পল্টন ময়দানকে ঘিরে সরগরম হয়ে উঠে ক্রীড়াঙ্গন। এ মাঠকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয় বিভিন্ন ক্লাব ও ক্রীড়া সংস্থা। ক্লাবগুলোর মধ্যে উল্লেখনীয় ওয়ারী, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং, ইস্ট এন্ড, ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ইত্যাদির মতো পুরোনো ও বনেদি ক্লাব। এরই ধারাবাহিকতায় কত কত ক্লাব ও সংগঠন বিস্তার লাভ করে। শুরুতে ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগের জন্য জমজমাট হয় পল্টন ময়দান। এরপর ক্রিকেট, হকিসহ বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হয়। পাকিস্তান আমল থেকে ক্রীড়াঙ্গনের কেন্দ্রবিন্দু পল্টন ময়দান। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি নির্মিত হয় ঢাকা স্টেডিয়াম। এ স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এ কারণে বৃদ্ধি পায় পল্টন ময়দানের আকর্ষণ।

তবে স্টেডিয়াম নির্মাণের কারণে পল্টন ময়দানের পরিসর সংকুচিত হয়ে যায়। কিন্তু আউটার স্টেডিয়াম খ্যাত পল্টন ময়দানের খোলা চত্বরটি উন্মুক্ত থাকায় সারাক্ষণই থাকত প্রাণচঞ্চল। ফুটবল, ক্রিকেট, হকিসহ বিভিন্ন খেলার নানা রকম আসর বসার পাশাপাশি শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবকেরা কোনো না কোনো খেলা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। আশপাশের এলাকা থেকে ছুটে আসতেন তাঁরা। এমনকি সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলেও মাঠ সহসা নিস্তব্ধ হতো না। বেশির ভাগের পায়েই ঘুরত ফুটবল। তখন তো ফুটবল ছিল তুমুল জনপ্রিয় খেলা। পল্টন ময়দান থেকে উঠে এসেছেন অসংখ্য ক্রীড়াবিদ। মূলত প্রতিভাবান, উঠতি কিংবা সৌখিন খেলোয়াড়দের পদচারণে গুলজার হয় পল্টন ময়দান। তবে কখনো কখনো বিশাল জনসভার কারণে বিকেলবেলা রাজনীতিবিদদের জ্বালাময়ী ভাষণে মুখরিত হয় 'ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান'।

বাংলাদেশ আমলেও পল্টন ময়দানে খেলার আকর্ষণে দূর-দূরান্তর থেকেও আসতেন বিভিন্ন বয়সীরা। যেন এই চত্বরে না এলে বড় মাপের ক্রীড়াবিদ হওয়ার স্বপ্ন অপূরণীয় হয়ে থাকে! সর্বক্ষণ খেলোয়াড়দের ছোটাছুটিতে কল্লোলিত থাকত পল্টন ময়দান। একটা পর্যায়ে এই ময়দানের পরিসর সীমিত হয়ে পড়তে থাকে। ধাপে ধাপে গড়ে তোলা হয় বিভিন্ন ক্রীড়া অবকাঠামো। এখন উন্মুক্ত চত্বর নেই বললেই চলে। খর্ব হয়ে গেছে অসংখ্য নবীনের খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন। মজার ব্যাপার, পল্টন চত্বরে যেসব খেলার অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, এক বক্সিং ছাড়া আর কারোরই দক্ষিণ এশিয়ান গেমসেই স্বর্ণপদক জয়ের ইতিহাস নেই। আর এখন বক্সিংসহ পল্টন ময়দান দখল করে রাখা খেলাগুলোর অবস্থান দিনে দিনে তলানিতে নামছে। সে ক্ষেত্রে ক্রীড়াঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ প্রাঙ্গণকে এই খেলাগুলোর কাছে জিম্মি করে রাখার কি কোনো যৌক্তিকতা আছে?

এ অবস্থায় অবকাঠামোগুলো সরিয়ে পুরো চত্বর উন্মুক্ত করে দেওয়া হলে অসংখ্য নবীন ক্রীড়াবিদের উপস্থিতিতে সরগরম হয়ে উঠবে পল্টন ময়দান, তা ছাড়া প্রাণভরে শ্বাস নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত চত্বর না থাকায় হাঁসফাঁস করে পল্টন, গুলিস্তান, দিলকুশা, মতিঝিলসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা। খেলাধুলার পাশাপাশি পরিবেশগত কারণেও কি পল্টন ময়দানকে আগের রূপে ফিরিয়ে আনা যায় না?

সম্পাদকীয় কার্যালয় : ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫ ০৫ ৩৭ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৪১০৫ ০৫ ৫৭
e-mail : krirajagat@gmail.com ও krirajagat@yahoo.com

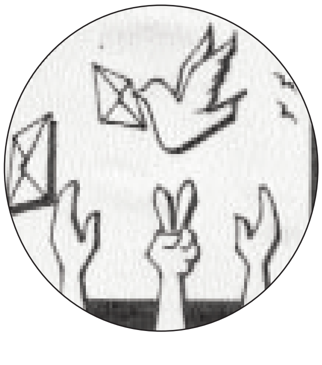

আবারও ভুটান ট্র্যাজেডি

আবারও ভুটানের কাছে পরাজিত হলো জাতীয় ফুটবল দল। একসময় ভুটান, নেপাল ও মালদ্বীপকে ৩, ৫, ৮ গোলে পরাজিত করত বাংলাদেশ। তারা একসময় বাংলাদেশকে অনুরোধ করত, কম গোল দেওয়ার জন্য। ভুটানের সঙ্গে ভাগ্যক্রমে প্রথম ম্যাচের জয়, পরের ম্যাচের পরাজয়। এর আগে বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাইপর্বে ভারতের কাছে ৮৭ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকেও ড্র করে। পাঁচ জাতি গোয়া সাফ ফুটবলে নেপালের সঙ্গে ডু অর ডাই ম্যাচে ৮৭ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকেও ১-১ গোলে ড্র করে ফাইনালে ওঠা হয়নি। এবার সেই একই পুনরাবৃত্তি শেষ দিকে এসে গোল খেয়ে পরাজয় ভুটানের সঙ্গে। এক সময়ে সেট পিচ হতে গোল খেয়ে খেলায় হেরে যেত বাংলাদেশ। এখন সেই ধারা হতে বেরিয়ে এসেছে। শেষ পাঁচ মিনিট মনোসংযোগের অভাবে গোল খেয়ে হয় ড্র, না হয় পরাজিত হতে হয় জাতীয় দলকে। এই অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে জাতীয় দলকে। এখন প্রশ্ন স্ট্রাইকাররা গোল করে খেলার জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে। কিন্তু কয়েক মৌসুম যাবৎ স্বীকৃত স্টাইকার ব্যতীত জাতীয় দল খেলে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ম্যাচে। বিশ্ব ফুটবলে আর্জেন্টিনা, ইতালি, জার্মানি, ব্রাজিল ও নেদারল্যান্ডসের মতো দলগুলো দুই গোল, তিন গোল করে এগিয়ে থেকেও জয়ের ভরসা পায় না, সেখানে বাংলাদেশ কীভাবে এক দুই গোলের ভরসা করে? স্ট্রাইকার সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত, শেষ পাঁচ মিনিটে গোল খাওয়ার অভ্যাস পরিবর্তন না করলে জাতীয় ফুটবল দলের আগামীতে আরও পরাজয়ের শঙ্কা থাকবে।

মো. জাকির উল্লাহ পাতা
সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত, পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা।

১ অক্টোবর ২০২৪ সংখ্যার প্রচ্ছদ

আর কত ব্যর্থতা চোখে পড়বে আমাদের

দেখতে দেখতে কয়েক যুগ পার হয়ে গেল আমাদের ক্রিকেটের বয়স, কি টেস্ট, কি টি-টুয়েন্টি, কি ওয়ানডে বলুন সবকিছুর বয়স অনেক হয়ে গেল। তারপরও দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানের খেলাগুলো খেললে মনে হয় ২০-২৫ বছর আগে বাংলাদেশ দল যেভাবে খেলেছিল, ঠিক এখনো সে সময়ের মতো খেলা খেলে যাচ্ছে। সেখানে উন্নতি এখনো লক্ষ করা যাচ্ছে না। যেখানে নতুন দল যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস ও আফগানদের বিপক্ষে ম্যাচ হারতে হয় আমাদের। অথচ সে দলগুলো আমাদের তুলনায় আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার বয়স অনেক কম। তাই বিভিন্ন দেশের সাবেক খেলোয়াড়রা আমাদের দল নিয়ে সব সময় বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা করার সুযোগ পান। খেলায় হারজিত রয়েছে। তাই বলে নবীন দলগুলোর বিপক্ষে বড় আসরে ম্যাচ হারলে তা তো আর সহ্য হয় না জাতির। কখনো কখনো টাইগারদের খেলা দেখলে মনে হয় আমরা এখনো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে খেলছি। আশা রাখি, ক্রিকেটের উন্নতির জন্য সবাই একটু চিন্তা করবেন ও ভাববেন।

মোহাম্মদ রাফিউল আলম
মোহাম্মদ নগর সোসাইটি
বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

লড়াকু বাংলাদেশ

সেরা চিঠি

২টি টেস্ট ও ৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভারত রওনা হয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ে মুখোমুখি হয় প্রথম টেস্টে। 'পরাশক্তি, তবে আনপ্রেডিক্টেবল' পাকিস্তানকে পরপর দুটো টেস্টে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ করার জ্বলজ্বলে সুখস্মৃতিতে বহুদূর এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ভারতে খেলছে নাজমুল হোসেন শান্তর বাহিনী। রাওয়ালপিন্ডির প্রথম টেস্টে ১০ উইকেটে বাংলাদেশের জয়ে 'ক্রীড়াজগত' ৪৮ বর্ষ, ০৪ সংখ্যা সময়োচিত এবং প্রেরণাদায়ক সম্পাদকীয়টি লিখেছিল- 'বিজয়কে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে' শিরোনামে। লিটন কুমার দাস আর মেহেদী হাসান মিরাজের ১৬৫ রানের ৭ম উইকেটে বিশ্বরেকর্ড জুটি এবং হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানার পেস অ্যাটাকে পরবর্তী টেস্টও জিতে বাংলাদেশ ধন্য করেছে সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে ক্রীড়াজগতকে। তবে 'বিজয়ের অভ্যাস' প্রমাণ করতে হলে 'ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ ভালো খেলবে'– এটাই প্রত্যাশা সবার। ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকায় নাঈমুর রহমান দুর্জয় আর সৌরভ গাঙ্গুলির মধ্যকার টসের মাধ্যমে শুরু হওয়া বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেট যাত্রার ১৪৩তম ম্যাচে এসে ১০ উইকেটে জয়ের দেখা পায় রাওয়ালপিণ্ডিতে। দেশের টেস্ট ক্রিকেট ২০ ও ২১তম জয়ের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবেই পাকিস্তানের চাইতে ভালো খেলেছে। দেশের বাইরে অনুষ্ঠিত টেস্টে বাংলাদেশ এই ৭ম ও ৮ম জয় দুটো পায় অনেকটা অনায়াসেই। অথচ আগের ১৩টি মোকাবিলায় পাকিস্তান জেতে ১২ বার এবং ১ বার ড্র করে। সেই পরিসংখ্যান বদলে ১৫তম টেস্টে এসে পাকিস্তান ১২তে আটকা পড়লেও, 'বাংলাদেশ ০ থেকে ২ হয়ে গেল কোন ম্যাজিকে?' ম্যাজিক একটাই- 'বাংলাদেশ ভালো খেলেছে, পাকিস্তান খারাপ খেলেছে। তাই বাংলাদেশ জয় পেয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাটিং সামর্থকে অবমূল্যায়ন করে অথবা 'জয়ের ক্ষুধায় জুয়া' হিসেবে পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংস খেলতে নেমে ৬ উইকেটে মাত্র ৪৪৮ রানে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেন। জবাবে মুশফিকুর রহিমের ৩৪১ বলে ১৯১ এবং মেহেদী হাসান মিরাজের ১৮৯ বলে ৭৭ রানের বদৌলতে ৫৬৫ রানের পাহাড় গড়ে তোলে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ইনিংসে অতি আত্মবিশ্বাসী পাকিস্তানের সবাই মিলে বাংলাদেশের বোলার-ফিল্ডার-কিপারদের কাছ থেকে আদায় করতে পারেন মাত্র ১৪৬ রান। ফলে যা হওয়ার তাই হলো, বাংলাদেশ মাত্র ৩০ রানের লক্ষ্য পেয়ে ৬.৩ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে জয়ের বন্দরে নোঙ্গর করে। লড়াকু ব্যাটসম্যান আর লড়াকু বোলারদের সুদুরপ্রসারি লক্ষ অর্জনের শারীরিক ও মানসিক ভাষায় বাংলাদেশকে রঙিন উৎসবের উপলক্ষ এনে দিয়েছে। এই ভাষায় তারুণ্যের উন্মাদনা এবং অভিজ্ঞতার জয়গান সমানভাবে মুগ্ধ করেছে সবাইকে। তারুণ্যের প্রতীক ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং অভিজ্ঞতার প্রতীক বিসিবির নতুন সভাপতি ফারুক আহমেদের যুগল নেতৃত্বে বাংলাদেশের ক্রিকেট আরও নতুন আনন্দদায়ক চমক দেবে আমাদের- এটাই প্রত্যাশা করি।

দেশবাসীর প্রত্যাশার কথা শোনা গেছে ক্রীড়া উপদেষ্টার বক্তব্যেও। তিনি বলেছেন- 'দুর্নীতি ও রাজনীতিমুক্ত থাকলে আরও ট্রফি আসবে। জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে যে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে, তারই সুফল পাওয়া যাচ্ছে ক্রীড়াঙ্গনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। পাকিস্তানকে প্রথমবার হোয়াইটওয়াশ করা সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা জেতা, সবকিছুই নতুন বাংলাদেশের প্রতিফলন। আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার এ বক্তব্য যথার্থ হোক– দেশবাসী তাই চান মনেপ্রাণে। আমরা লড়াকু এই বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানাই।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ
প্রযত্নে- ওবায়েদ উল হক ভবন (২য় তলা), গ্রাম- জামালপুর, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম -৪৩২৬।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটের নতুন উচ্চতা

বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটে খুব বেশি জয় না পেলেও ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যতীত প্রতিটি টেস্ট খেলুড়ে দেশকে হারাতে পেরেছে। বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটকে তাই নতুন উচ্চতার মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায়। পাকিস্তানকে তাদের মাটিতে হারিয়ে বাংলাদেশ টেস্টে যে উচ্চতায় উঠেছিল ভারত সিরিজেই আবার নেমে যায়। তারপরও বাংলাদেশের কিছু ক্রিকেটার নিজেদের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছে। আর ভারত গড়েছে জটিল সব রেকর্ড। বিগত দুটি আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ তলানিতে থাকলেও তৃতীয়টিতে এমন সম্ভাবনা খুব কম। পাকিস্তানের মাটিতে টেস্টে তাদের হোয়াইটওয়াশ করে সিরিজ নিশ্চিত করার পর ধরে নেওয়া হয়েছিল বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের টেস্ট জয়ের ধারাবাহিকতা শুরু করেছে। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও ৪ নম্বরে উঠে এসেছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ওপরে ছিল পূর্বের আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলা তিন দেশ। বাংলাদেশ এখন আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ৭ নম্বরে আছে। বাংলাদেশের নিচে আছে পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাংলাদেশকে সামনে টেস্ট ম্যাচগুলো ভালো খেলে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে হবে। টেস্টে ভারত সিরিজে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা ছিলেন নিষ্প্রভ। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু মমিনুল হক। কানপুরের গ্রিন পার্কে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা করেন। তিনি এক প্রান্তে ব্যাটসম্যানরা উইকেট বিলিয়ে দিলেও অপরপ্রান্ত আগলে রাখলেন এই ব্যাটসম্যান। দেশের হয়ে করলেন সর্বোচ্চ ১৩টি সেঞ্চুরি। টেস্টে দেশের বাইরে এটি মুমিনের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। ২০২১ সালের এপ্রিলে শ্রীলঙ্কার প্রথমবার শতক করেন তিনি। এরই মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশ বিদেশের মাটিতে নিজেদের মেলে ধরতে শুরু করেছে। কানপুরে দ্বিতীয়বারের মতো বিদেশি কোন ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরি করলেন। বিদেশের মাটিতে টেস্ট জয়ের যোগ্যতা অর্জন করেছে টেস্ট খেলা প্রতিটি দেশকে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে হারাতে পারবে আইসিস টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ তলানিতে না থেকে ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলবে এসবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ টেস্টে নতুন উচ্চতায় পৌছাবে।

তোহা বকর, প্রবাহ ভবন (টি এন্ড টি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত) উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া।

জাতিকে যেন আর নিরাশ না করে

দেখতে দেখতে সময়টা বেশ পার হয়ে গেছে আমাদের ক্রিকেটের। সেই ১৯৮৬ সাল থেকে ওয়ানডে খেলে আসতেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়ে টেস্ট খেলা শুরু করেছে ২০০০ সাল থেকে। আর টি-টোয়েন্টি তো একেবারে প্রথম থেকে শুরু করেছে সেই ২০০৭ থেকে। সবকিছুর বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, আমাদের ক্রিকেট খেলাটার বয়স মূলত অনেক বছর হয়ে গেছে। সে হিসাবে বর্তমান আমাদের অবস্থানটা কোথায় রয়েছে তাই দেখার বিষয়। কেননা, আমাদের বর্তমান টিমের খেলা দেখলে এখনো মনে হয় বিশ বছর আগে যে রকম বাংলাদেশ টিম খেলা খেলে ছিল, ঠিক সে সময়ের মতোই রয়েছে বর্তমানের টিমটি। এখনো টি-টোয়েন্টি বলুন, ওয়ানডে বলুন কি টেস্ট ক্রিকেট বলুন কোনোটাতেই উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্য তো নেইই আমাদের, তার ভেতর এখনো আমাদের ক্রিকেটারদের ধারাবাহিকতার বড্ড অভাব পরিলক্ষিত হয়। যার কারণে আফগানিস্তান, যুক্তরাষ্ট্রের মতো দলগুলোর বিপক্ষে হারতে হচ্ছে এখনো আমাদের। অথচ বাংলাদেশ দলের অভিজ্ঞতার তুলনায় তারা এখনো বেশ নবীন দল। তারপরও আমাদের লজ্জাজনকভাবে তাদের বিপক্ষে এখনো হারতে দেখা যাচ্ছে, যা কখনো কেউ কামনা করে না। সবকিছুর পেছনে রয়েছে আমাদের ক্রিকেটারদের ধারাবাহিকতাটার বড্ড অভাব। তা না হলে এরকম কখনো হওয়ার কথা নয়। আমাদের ক্রিকেটারদের মধ্যে এখনো অতীতের মতো দেখা যায় যে তারা এক ম্যাচ ভালো পারফরম্যান্স করলে ২য় ম্যাচে ধরে রাখতে পারে না। সেটাও এক। একটা ম্যাচ না জেতার বড় কারণ হতে পারে। অথচ আফগানিস্তানের ক্রিকেটারদের দেখা যায় তারা প্রতিটি ম্যাচে ভালো ফলাফল করতে চেষ্টা করে এবং তারা বেশ সফলও হয়। প্রতি বারই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ওয়ানডে বিশ্বকাপ এসে চলে যায় কিন্তু আমাদের ফলাফল হয় শূন্য। এখন সামনের বছরে আসতেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, যেটা হবে দীর্ঘ অনেক বছর পর। সে হিসেবে আমাদের সে কাপকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে এখন থেকেই। অতীতে আমরা এ ট্রফিটিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখেনি, জাতি হিসেবে এবার দেশবাসীর প্রত্যাশা বেশি রয়েছে এ ট্রফি নিয়ে। যেহেতু এটি ওয়ানডে ফরম্যাটে হবে সেহেতু বাংলাদেশ দল ভালো কিছু করার চান্সও রয়েছে এবার। কেননা সব ফরম্যাটের খেলা থেকে ওয়ানডে ফরম্যাটে বাংলাদেশ দল মোটামুটি ভালো পারফরম্যান্স করতে পারে, যেটা অতীতে আমরা দেখে এসেছি। তাই এ ট্রফিটি তে এবার ভালো পারফরম্যান্স করে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রইল জাতির। আশা রাখি এই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিটিতে এবার আর জাতিকে নিরাশ করবে না সাকিব আল হাসানের উওরসূরিরা।

মোহাম্মদ রাসেদুল আলম রাসেল প্রযত্নে- কালাম উল্লাহ বাড়ি, আলম মঞ্জিল, মাইজভান্ডার, আমতলী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ৪৩৫২।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে গুডবাই বললেন রবীন্দ্র জাদেজা

এবারের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ যেন হয়ে উঠেছে ক্রিকেটারদের গুডবাই বলার মঞ্চ। বিশ্বকাপ ২০২৪ সুপার এইট থেকে বিদায় হয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে নিজের অবসরের ঘোষণা দেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। আর আইসিসি এই মেগা ইভেন্টে শিরোপা জিতে একসঙ্গে অবসরের ঘোষণা দিলেন ৩ ভারতীয় ক্রিকেটার, ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলি, সংবাদ সম্মেলনে রোহিত শর্মা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের অবসরের ঘোষণা দিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। বার্বাডোজে সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়ে ইন্ডিয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের এক দিন পর ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে অবসরের ঘোষণা দেন। ভারতের হয়ে ৭৪টি টি-টোয়েন্টি খেলেছে ৩৫ বছর বয়সী এই গ্রেট। অবসর ঘোষণার স্ট্যাটাস জাদেজা লিখেছেন-'কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানাচ্ছি। গৌরবের সঙ্গে দ্রুতবেগে ছুটে চলা ঘোড়ার মতো আমি সব সময়ই দেশের জন্য সেরাটা দিয়েছি এবং অন্যান্য সংস্করণে সেটা করে যাব। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ অর্জন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, যেটা জয়ের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। সব স্মৃতি, উল্লাস আর বিরামহীন সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।' জাদেজা এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পারফর্ম তার নামের সঙ্গে মানানসই হয়নি, মানে খুব বেশি আলো ছড়াতে পারেননি। ৫ ইনিংসে ব্যাট করে দুটিতে অপরাজিতসহ করেন ৩৫ রান। আর ৭ ইনিংসে বল করে উইকেট নেন মাত্র একটি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৭৪ ম্যাচের ৪১ ইনিংসে ব্যাট করে ১২৭.১৬ স্ট্রাইক রেটে ৫১৫ রান করেছেন জাদেজা। আর ৭১ ইনিংসে বল হাতে নিয়ে ৭.১৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন তিনি ৫৪ উইকেট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে অবসরের বার্তা দিয়ে ইতি টানেন এই গ্রেট ১৫ বছরের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের।

তবে জাদেজা গ্রেট ক্রিকেটের ইন্টারন্যাশনাল এই ছোট ফরম্যাট থেকে অবসর নিলেও তিনি খেলে যাবেন আইপিএল, ওডিআই ও টেস্ট। ক্রিকেটে বরাবরই তরুণদের দিকে থাকে একটা আলাদা নজর বা ক্রেজ, ৩৫ পেরোনো নিঃসন্দেহে জাদেজা সেই তরুণদের সুযোগ করে দিতেই ঘোষণা দিলেন নিজের অবসরের। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে- ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম সেরা বাঁহাতি ফিল্ডার জাদেজা। জাদেজার ক্যারিয়ারের সামনের পারফর্ম সাফল্যমণ্ডিত হোক- এই প্রত্যাশায়।

মাইনুল হক (পাপ্পু)
হালিশহর, চট্টগ্রাম

● মো. মুলতানুর রহমান ●

জয়ে রাঙানো শুরু, তারপর তিন হার। তাতেই সেমিফাইনালে ওঠার আশার সমাধি। সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত এবারের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও শেষ পর্যন্ত হতাশার অন্য নাম হয়ে থাকল বাংলাদেশের জন্য। বোলারদের নৈপুণ্যে স্কটল্যান্ডকে ১৬ রানে হারিয়ে দুর্দান্তভাবে শুরুর পর নিগার সুলতানা জ্যোতির দলকে নিয়ে মেলতে শুরু করেছিল স্বপ্নের ডালপালা। দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ড নারী দলকে ১১৮ রানে আটকে রাখার পরও ব্যাটিং ব্যর্থতায় জিততে পারেনি বাংলাদেশি মেয়েরা। পরের দুই ম্যাচে টাইগ্রেসরা করেছে স্রেফ অসহায় আত্মসমর্পণ! উভয় ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে পুরো ২০ ওভার উইকেট 'পাহারা' দিলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে করতে পারে ১০৩ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ১০৬ রান! এমন দৈন্য স্কোরকার্ড নিয়ে তো আর কিছু করার থাকে না, বাংলাদেশের বোলাররা অবিশ্বাস্য কিছু করতে পারেওনি। তবু কিছুটা ফাইট দেওয়ার উপলক্ষ হয়তো বা তৈরি হতে পারত, সেটি নস্যাৎ হয়েছে হাস্যকর ফিল্ডিংয়ের কারণে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টানা ১৬ ম্যাচ হারার পর ১০ বছরের জয়খরা কাটিয়ে এবার স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে জয় পেয়ে উদ্বেলিত বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল

নারীদের টি-২০ বিশ্বকাপে অনেক প্রতীক্ষার জয়

বোলারদের সৌজন্যে একটা ম্যাচ জয়ের সান্ত্বনা এবং ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হতাশার বোঝা ভারী করেই দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ নারী দল।

আহ, কত দিন পর নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে 'সোনার হরিণ' হয়ে ওঠা জয়ের মুখ দেখল বাংলাদেশ! সেই যে ২০১৪ সালে ঘরের মাঠের টুর্নামেন্টে সিলেটে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ১৭ রানে শেষবার জিতেছিল বাংলাদেশি মেয়েরা, তারপর কেটে গেছে পাক্কা ১০টা বছর। এর মাঝের টানা চার আসরে 'চারের নামতা' গুনে কেবল হেরেই গেছে টাইগ্রেসরা। উপর্যুপরি ১৬ ম্যাচ হেরে সত্যিকার অর্থেই 'পরাজয়ের ষোলকলা' পূর্ণ করেছে বাংলাদেশ নারী দল। নিগার সুলতানাদের প্রায় ভুলতে বসা অনেক অপেক্ষার জয় এসেছে এবার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে, তুলনামূলক দুর্বল স্কটিশ মেয়েদের বিপক্ষে। শারজায় টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিং বেছে নেওয়া বাংলাদেশ সোবহানা মোস্তারির ৩৮ বলে ৩৬, সাথী রানীর ৩২ বলে ২৯, নিগার সুলতানার ১৮ বলে ১৮, মুর্শিদা খাতুনের ১৪ বলে ১২ ও ফাহিমা খাতুনের ৫ বলে অপরাজিত ১০ রানের ওপর ভর করে স্কোরবোর্ডে জমা করে ৭ উইকেটে ১১৯ রান। স্কটিশ অফস্পিনার সাস্কিয়া হর্লি ১৩ রান দিয়ে তুলে নেন ৩ উইকেট। জবাবে ১২ রানের মাথায় উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে স্কটল্যান্ড শেষ পর্যন্ত করতে পারে ৭ উইকেটে ১০৩ রান। বাংলাদেশের প্রত্যেক বোলারই ভালো বল করেন। রিতু মনি ৪ ওভারে ১৫ রান খরচে শিকার করেন ২ উইকেট এবং ১টি করে উইকেট পান মারুফা আক্তার, নাহিদা আক্তার, ফাহিমা খাতুন ও রাবেয়া খান। ১৬ রানে জয় পাওয়া ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার ওঠে রিতু মনির হাতে।

সর্বোচ্চ ৫টি করে উইকেট পেয়েছেন রিতু মনি ও ফাহিমা খাতুন

প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩৩ রানে হারার পর পাকিস্তানের সঙ্গে ২৩ রানে জিতে উদ্দীপ্ত বাংলাদেশি মেয়েরা মূল পর্বে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে কাঙ্ক্ষিত জয় পাওয়ার পর মনে হয়েছিল এবারের বিশ্বকাপ স্মরণীয় করে রাখতে পারবে তাঁরা। দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন বোলাররা। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটাররা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছেন। ৪৮ রানের দারুণ সূচনার পর লেগ স্পিনার ফাহিমা খাতুন (২/১৮), মিডিয়াম পেসার রিতু মনি (২/২৪), বাঁহাতি স্পিনার নাহিদা আক্তার (২/৩২) ও তরুণ লেগ স্পিনার রাবেয়া খানের (১/১৫) দুর্দান্ত বোলিংয়ে ইংলিশ মেয়েদের ইনিংস থমকে যায় ৭ উইকেটে ১১৮ রানে। সর্বোচ্চ ৪১ রান আসে ওপেনার ড্যানি ওয়াট-হজের ব্যাট থেকে, তাঁর পার্টনার মাইয়া বৌচার করেন ২৩ এবং অ্যামি জোন্স অপরাজিত ১২ ছাড়া আর কেউ দুই অঙ্কের কোটায় যেতে পারেননি। আগের ম্যাচের মতো ১১৯ রান করলেই জয়, কিন্তু দুর্বল স্কটল্যান্ড আর শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বোলিংয়ে তো আকাশ-

পাতাল পার্থক্য; সেটিই যেন তুলে ধরলেন বাংলাদেশি ব্যাটাররা। দলীয় ১৭ রানে দুই ওপেনার দিলারা আক্তার (৬) ও সাথী রানীর (৭) বিদায়ের পর সোবহানা মোস্তারি ও নিগার সুলতানা তৃতীয় উইকেটে জুটিতে ৩৫ রান যোগ করে বিপর্যয় সামাল দিলেও ৪৪ বল লাগিয়ে ফেলায় তৈরি হয় চাপ, যা থেকে আর বেরুতে পারেনি বাংলাদেশ। ২০ বলে ১৫ রান করা নিগারের রান আউটের পর তিন রানের ব্যবধানে স্বর্ণা আক্তারও (২) প্যাভেলিয়নে ফিরলে টাইগ্রেসদের ব্যাটিং লাইনআপ পরিণত হয় তাসের ঘরে। একপ্রান্ত আগলে রেখে ৪৮ বলে সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেছেন মোস্তারি। পুরো ২০ ওভার খেললেও ৭ উইকেটে ৯৭ রানের বেশি করতে পারেনি বাংলাদেশ। বাঁহাতি স্পিনার লিন্সে স্মিথ ১১ রানে ২টি এবং অফস্পিনার চার্লি ডিন ২২ রানে ২ উইকেট দখল করে ইংল্যান্ডকে ম্যাচ জেতান ২১ রানের ব্যবধানে।

তৃতীয় ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে ১২ ওভারে ২ উইকেটে ৭১ রানের মোটামুটি শক্ত ভিত পেয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ নারী দল। দ্রুত রান তোলার কথা যখন, মোমেন্টাম হারিয়ে এরপরই আচমকা ধসের শুরু। দিগভ্রান্ত টাইগ্রেসরা টেনেটুনে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে করতে পারে ১০৪ রান। ৪৪ বলে ৩৯ রান করা অধিনায়ক নিগার সুলতানা কিংবা ১৮ বলে ১৯ রান করা ওপেনার দিলারা আক্তার, কেউই সময়ের দাবি মেটাতে পারেননি। অফব্রেক বোলার কারিশমা রামহারাক ৪ ওভারে ১৭ রানে ৪ উইকেট পান। মামুলি রান তাড়ায় লক্ষ্যে পৌঁছাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লেগেছে ১২.৫ ওভার, হারাতে হয় ২ উইকেট। ২২ বলে ৩৪ রান করেন ওপেনার হেইলি ম্যাথুজ, ২৯ বলে ২৭ রানে রিটায়ার আউট হন স্টেফানি টেইলর। নাহিদা ও মারুফা তুলে নেন ১টি করে উইকেট।

বাংলাদেশ নারী দল শেষ ম্যাচে কী পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে এবং ব্যাটিংয়ে ঠিক কী করতে চেয়েছে; তা কারও মাথায় আসা দুঃসাধ্য! দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে 'টুকটুক ব্যাটিং' করে টাইগ্রেসরা সাকুল্যে তোলে ১০৬ রান, অথচ অক্ষত রেখে দেয় জ্বলজ্যান্ত ৭টা উইকেট! ইনিংসের দ্বিতীয় বলে শূন্য রানে দিলারা আক্তারের বিদায়ের পর সেই যে খোলসবন্দী হয়ে যায় বাংলাদেশ, এরপর বোঝার উপায় ছিল না ম্যাচটা টি-টোয়েন্টি, ওয়ানডে নাকি টেস্ট! সোবহানা মোস্তারি (৪৩ বলে

সোবহানা মোস্তারির ব্যাট থেকে এসেছে সবচেয়ে বেশি ১৩৪ রান

৩৮), নিগার সুলতানা (৩৮ বলে অপরাজিত ৩২) ও সাথী রানী (৩০ বলে ১৯); তিনজনই বলের পর বল নষ্ট করে মনের সুখে ব্যাটিং করে গেছেন উইকেট আগলে রেখে, সিঙ্গেল নিয়ে স্কোরবোর্ড সচল রাখা কিংবা মেরে খেলার কোনো প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেননি তাঁরা! এমনকি শেষ দিকে নেমে স্বর্ণা আক্তারও ৪ রান করতে লাগিয়েছেন ৭ বল! ফলে ২০ ওভারে ১০৬/৩, এমন হতশ্রী স্কোর লেখা হয় বাংলাদেশের নামের পাশে। মারিজান্নি কাপ, অ্যানেরি ডের্কসেন ও এন এমলাবা ১টি করে উইকেট পান। পরে তাজমিন ব্রিটস (৪১ বলে ৪২), অ্যানেকি বোস (২৫ বলে ২৫) ও ক্রোয়ে ট্রিয়নের অপরাজিত ১৪ রানের সুবাদে ১৬ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২টি উইকেট শিকার করেন ফাহিমা খাতুন, রিতু মনি ১টি।

মূলত ব্যাটারদের দায়িত্বহীনতায় বাংলাদেশ নারী দলের ব্যর্থতার পাল্লা ভারী হয়েছে। ১১৯, ৯৭, ১০৩ ও ১০৬- চার ইনিংসে একবারও অন্তত বলে বলে রান অর্থাৎ দলীয় স্কোর ১২০ স্পর্শ করেনি। ফিফটির দেখা পাননি একজন ব্যাটারও। টি-টোয়েন্টির চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়ে প্রচুর ডটবল দিয়েছেন ব্যাটাররা, উইকেটে সেট হয়েও মারতে পারেননি এবং সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইক রোটেট করার মতো 'কমনসেন্সের' প্রয়োগও ঘটাতে দেখা যায়নি। সোবহানা মোস্তারি ও নিগার সুলতানা ছাড়া ব্যাট হাতে বলার মতো পারফরম্যান্স করতে পারেননি একজনও। টপ অর্ডার ব্যাটার মোস্তারির ব্যাট থেকে ৪ ইনিংসে ৩৩.৫০ গড়ে এসেছে সর্বোচ্চ ১৩৪ রান, স্ট্রাইকরেট মাত্র ৮৮.৭৪! অধিনায়ক জ্যোতি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০৪ রান করেছেন ৮৬.৬৬ স্ট্রাইকরেটে। তাজ নেহার (৩ ইনিংসে ৮), স্বর্ণা আক্তার (৪ ইনিংসে ১১), দিলারা আক্তার (৩ ইনিংসে ২৫) ও সাথী রানী (৪ ইনিংসে ৬৪)- অন্য ব্যাটারদের অবস্থা ছিল করুণ। বোলিংয়ে সর্বোচ্চ ৫টি করে উইকেট পেয়েছেন রিতু মনি ও ফাহিমা খাতুন। এ ছাড়া নাহিদা আক্তার নিয়েছেন ৪ উইকেট, মারুফা আক্তার ও রাবেয়া খান ২টি করে। প্রথম ম্যাচের জয় ছাড়া কোনো ম্যাচে তেমন একটা লড়াই জমেনি। সব মিলিয়ে দলে অনেক ঘাটতি দেখতে পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। সামনে তাকিয়ে সেসব ঘাটতি পূরণের পথ খুঁজছেন টাইগ্রেস অধিনায়ক।

এক নজরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশি মেয়েদের ৪টি ম্যাচ

ম্যাচ	ভেন্যু	প্রথমে ব্যাটিং	পরে ব্যাটিং	ফল	প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ
প্রথম	শারজা	বাংলাদেশ ১১৯/৭ (২০)	স্কটল্যান্ড ১০৩/৭ (২০)	বাংলাদেশ নারী দল ১৬ রানে জয়ী	রিতু মনি (বাংলাদেশ)
দ্বিতীয়	শারজা	ইংল্যান্ড ১১৮/৭ (২০)	বাংলাদেশ ৯৭/৭ (২০)	ইংল্যান্ড নারী দল ২১ রানে জয়ী	ড্যানি ওয়াট-হজ (ইংল্যান্ড)
তৃতীয়	শারজা	বাংলাদেশ ১০৩/৮ (২০)	ও.ইন্ডিজ ১০৪/২ (১২.৫)	ও.ইন্ডিজ নারী দল ৮ উইকেটে জয়ী	কারিশমা রামহারাক (ও.ইন্ডিজ)
চতুর্থ	আবুধাবি	বাংলাদেশ ১০৬/৩ (২০)	দ.আফ্রিকা ১০৭/৩(১৭.৩)	দ.আফ্রিকা নারী দল ৭ উইকেটে জয়ী	তাজমিন ব্রিটস (দ.আফ্রিকা)

খেলার ইতিহাসে এই জয়ের আলাদা গুরুত্ব

ইকরামউজ্জমান

ক্রিকেট বলেন আর ফুটবল বলেন, জনপ্রিয় এই খেলাগুলোতে বিশ্ব পর্যায়ের আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে দেশের বাইরে প্রথম জয়ের গুরুত্ব এবং এটি নিয়ে সরব আলোচনা সব সময় চির জাগরূপ ও আনন্দদায়ক। খেলার ইতিহাসে এই জয়গুলোর আলাদা গুরুত্ব বহন করে। যেমন ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলতে নেমে ১১ জনের পুরুষ বাঙালি জাতীয় দল ১৭ মে পরাজিত করেছে স্কটল্যান্ডকে। গত ৩ অক্টোবর ২০২৪ মধ্যপ্রাচ্যের শারজায় নবম টি-টোয়েন্টি নারী বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টে (শারজায় খেলা অনুষ্ঠিত হলেও আইসিসি কিন্তু অফিসিয়ালী বাংলাদেশকে স্বাগতিক দেশ বলছে। এবার প্রথম দেশের বাইরে বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ নারী দল স্কটল্যান্ডকে ১৬ রানে পরাজিত করে বিজয়ের আনন্দ দেশবাসীকে উপহার দিয়েছে। অবসান হয়েছে লম্বা প্রতীক্ষার। গত দশ বছরে দেশের বাইরে চারটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ১৬টি খেলায় তো নারী দল বিজয় উদযাপনের সুযোগ পায়নি আইসিসির বৈশ্বয়িক টুর্নামেন্টে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নারী দল জিতেছিল শ্রীলঙ্কা এবং আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। সেই জয়ের গুরুত্ব ছিল এক রকম আর এবারের জয়ের ওজনটা যে অনেক বেশি। বাংলাদেশ নারী টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা। ইতিবাচক মানসিকতার এই ক্রিকেটার সেই ২০১৫ সাল থেকে খেলছেন টি-টোয়েন্টি। শারজায় স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের শততম টি-টোয়েন্টি। সতীর্থদের নিয়ে খেলতে নেমে সবার সম্মিলিত 'কন্ট্রিবিউশনে' দেশের জন্য জয় নিশ্চিত করণ। নতুন বাংলাদেশ, বদলে ফেলার প্রতিশ্রুতিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর চেয়ে বড় তো আর কিছু হতে পারে না। সারা বিশ্ব দেখছে বাংলাদেশ একটি নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। আত্মবিশ্বাস, সাহস, সামর্থ্যের প্রতিফলন সম্মিলিতভাবে ঘটানো–মাঠের লড়াইয়ে তো এটাই কাম্য। বিশ্বাস করতে হবে নিজকে। আস্থা রাখতে হবে নিজ সামর্থ্যের ওপর। বিদেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি নারী বিশ্বকাপের প্রথম জয়ের কথা যখন আলোচিত হবে তখন বাঁ হাতি স্পিনার নাহিদা আক্তার নামটিও উচ্চারিত হবে কেননা তিনি এই ম্যাচে ১০০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন। এর আগে কোনো বাংলাদেশি নারী বোলার এই কৃতিত্বের অধিকারী হননি। নাহিদা দেশের জয়ের খেলার দিনে ইতিহাসে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছেন।

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ জয়লাভ করায় উল্লসিত ক্রিকেটাররা

খেলায় ম্যাচ সেরা হয়েছেন রিতু মনি। মাত্র ১৫ রানে দু'টি উইকেট নিয়েছেন। বল করেছেন মাপা লেন্থ বজায় রেখে উইকেট টু উইকেট। নারী টি-টোয়েন্টি দলকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যস্ততার মধ্যে শারজায় ছুটে গেছেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। 'প্রেজেনটেশন' শিরোমণিতে মাঠে এসে রিতু মনির হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন তিনি। ইতিহাসের সাক্ষী হওয়া তাঁর জন্যও অত্যন্ত সম্মান এবং গৌরবের বিষয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : টসে জিতেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ : ২০ ওভারে ১১৯/৭ (সোবহানা মোস্তারি ৩৬, সাথী রাণী ২৯, নিগার সুলতানা ১৮, মুর্শিদা খাতুন ১২, সাস্কিয়া হর্লি ৩/১৩, ক্যাথেরিন ফ্লেজার ১/২৩, অলিভিয়া বেন ১/২৩।

স্কটল্যান্ড : ২০ ওভারে ১০৩/৭ (সারা ব্রাইস ৪৯ অপরাজিত, ক্যাথেরিন ফ্লেজার ১১, আনিসা লিস্টার ১১, রিতু মনি ২/১৫, মারুফা আক্তার ১/১৭, নাহিদা আক্তার ১/১৯।

ফল : বাংলাদেশ ১৬ রানে জয়ী। ম্যাচ সেরা রিতু মনি। স্বাধীনতার পর আমরা যে অবস্থায় ছিলাম তখন ভাবতেও পারিনি বাঙালি নারীরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবেন। খেলবেন বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্ট। দেশের বাইরে যেয়ে বিশ্ব পর্যায়ের কম্পিটিশন থেকে জয় নিশ্চিত করে দেশকে পরিচিত করবেন, দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবেন। স্বাধীনতা প্রতিভা বিকাশ এবং সুপ্ত প্রতিভাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর অধিকার নিশ্চিত করেছে। পুরুষদের পাশাপাশি আমাদের নারী খেলোয়াড় ও ক্রীড়াবিদরা এখন পারছেন দেশের জন্য কার্যকরী অবদান রাখতে। তারা সব সময় চান দেশের জন্য ক্রীড়াঙ্গন থেকে কিছু করতে।

ন্যায়ভিত্তিক, সমতা এবং বৈষম্যহীন ক্রীড়াঙ্গন আমরা এখনো পাইনি এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। পাইনি মানবিক ক্রীড়াঙ্গন। তবে সময় বদলে যাচ্ছে। আর সেটা সবাই দেখছেন। ক্রীড়াঙ্গনকে ঘিরে মন মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জোর বাতাস এখন বইছে। আওয়াজ উঠছে ক্রীড়াঙ্গনে বাস্তবধর্মী সংস্কার সাধনের। মানুষ চাইছে নতুন ক্রীড়াঙ্গন দেখতে। চাইছে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যহীন নতুন ক্রীড়াঙ্গন। কাজের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি অপপ্রচার, নৈরাজ্য থাকবে এগুলো মোকাবেলা করতে হবে। কেননা সম্মিলিত মানুষ কখনো হারে না।

ক্রিকেট খেলাটাকে ঘিরে বৃহত্তর নারী সমাজ একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উৎসাহ আছে। এই উৎসাহটাকে কাজে লাগানো সম্ভব বাস্তবধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। মেয়ে এবং নারীদের শুধু ঘরে এবং ঘরের বাইরে খেলা দেখাটা সব নয়–সমাজের একটি উত্খেযোগ্য অংশ যাতে মাঠের খেলার বিষয়ে উৎসাহিত হন–সেই সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। নারী ক্রিকেট যখন সীমাবদ্ধ গণ্ডি থেকে বের হবে তখন সম্ভব হবে ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে আলোকিত পথ ধরে হাঁটা। ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি উঠে এসেছে সেটি হলো ক্রিকেটের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য। নারী ক্রিকেটে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীদের 'পার্টিসিপেশন' কেনো থাকবে না? নারীরা তো যোগ্যতার ভিত্তিতেই দায়িত্ব নিতে আগ্রহী। তারা শুধু চাচ্ছেন পুরুষদের কাছ থেকে সহযোগিতা।

ওয়াদিফার নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার নর্ম অর্জন

মোরসালিন আহমেদ

নারী ফিদেমাস্টার (ডব্লিউএফএম) খেতাবের পর উদীয়মান তারকা ওয়াদিফা আহমেদ এবার নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার (ডব্লিউআইএম) হওয়ার পথে এগোতে শুরু করেছেন। প্রয়োজনীয় তিনটি নর্মের মধ্যে ইতোমধ্যে একটি নর্ম অর্জন করেছেন। সামনে আরও দু'টি নর্ম আর ২২০০ রেটিং ক্রস করতে পারলেই এ কৃতি খেলোয়াড় বিশ্ব দাবা সংস্থা থেকে নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার উপাধি লাভ করবেন। তবে বর্তমানে ওয়াদিফার রেটিং ২০০৮। এদিকে নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার খেতাবের পাইপলাইনে রয়েছেন ২০২৩ সালে ঢাকায় ৩.২ জোনের চ্যাম্পিয়ন নারী ফিদেমাস্টার জান্নাতুল ফেরদৌস। বর্তমানে তাঁর রেটিং ১৮৭১। তিনি ২০০০ রেটিং ক্রস করতে পারলে কাঙ্ক্ষিত উপাধি লাভে সক্ষম হবেন। তাদের মতো আরও চার নারী ফিদেমাস্টার পাইপলাইনে রয়েছেন। এর মধ্যে নাজরানা খান ইভা ২০১৫ ও ২০১৭ সালে নেপালের কাঠমান্ডুতে এশিয়ান ৩.২ জোন চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে পরপর দু'টি ডব্লিউআইএম নর্ম অর্জন করেন। এ ছাড়া ঢাকায় ২০১৯ সালে এশিয়ান ৩.২ জোন চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে তনিমা পারভীন ও নোশিন আঞ্জুম এবং ২০০২ সালে স্লোভেনিয়ায় ৩৫তম দাবা অলিম্পিয়াড থেকে জাকিয়া সুলতানা -এই তিন জন ১টি করে ডব্লিউআইএম নর্ম অর্জন করেছেন।

ওয়াদিফা হাঙ্গেরিতে ৪৫তম দাবা অলিম্পিয়াডে ডব্লিউআইএম নর্ম প্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু প্রথমবারের মতো ইউরোপে খেলতে নেমে চৌষট্টি খোপের দাবার জমিনে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। তবে অলিম্পিয়াড শেষে দেশে না ফেরে তিনটি টুর্নামেন্ট খেলতে তিনি বুদাপেস্টে থেকে যান। সেখানে ২৪-২৯ সেপ্টেম্বর সিক্স ডে বুদাপেস্ট আইএম 'এ' টুর্নামেন্ট থেকে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে ৯ ম্যাচের একটি ডব্লিউআইএম নর্ম লাভ করেন। ৫ পয়েন্ট পেয়ে নর্মের পাশাপাশি এ টুর্নামেন্টে চতুর্থ হয়েছেন। সেই সঙ্গে এ আসর থেকে ১৩০ রেটিং বৃদ্ধি করেন। ওয়াদিফা ৯ ম্যাচে ৫ জয় পেয়েছেন। কিন্তু হেরেছেন ৪ ম্যাচ। টুর্নামেন্টে তিনি দ্বিতীয় শীর্ষবাছাই ছিলেন। নর্ম অর্জনের মিশনে নেমে তিনি ভারতের আমেচার ফিদেমাস্টার পবন কার্তিকেয় ভার্মা গুনটুরি (২০৫৬), হংকংয়ের কাও জেমিসন এড্রিচ (২১২৫), ডেনমার্কের ফিদেমাস্টার রামসডাল জেমস্ আলবার্ট (২৩২৮), দক্ষিণ কোরিয়ার

ওয়াদিফা

ফিদেমাস্টার কওন সেহিউন (২২৪৮) ও ইউক্রেনের ফিদেমাস্টার বশিরভ কামালকে (২৩২৮) পরাজিত করেন। দুর্ভাগ্যবশত : চার ম্যাচ হেরে গেলেও প্রতিটি ম্যাচেই দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি স্লোভাকিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার প্যাচার মিলান (২৩৪৩), জার্মানির নারী ফিদেমাস্টার বাশিলিনা লুইসা (২১২৪), ভারতের আন্তর্জাতিকমাস্টার সি আর জি কৃষ্ণা (২৪২৫) ও ফ্রান্সের আন্তর্জাতিকমাস্টার বোয়ার মাহেলের (২৪৮৯) কাছে পরাজিত হন।

বিশ্বদাবায় বাংলাদেশ এখনো নারী গ্র্যান্ডমাস্টার (ডব্লিউজিএম) পায়নি। পেয়েছে ৩ জন নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার। তারা হলেন রানী হামিদ, শামীমা আক্তার লিজা ও শারমিন সুলতানা শিরিন। বাস্তবতার নিরিখে রানী হামিদ এখন ৮১ বছরের ঘরে পা রেখেছেন। লিজা ইংল্যান্ড প্রবাসী। বলতে গেলে খেলা ছেড়ে দিয়েছেন। শিরিনের বয়স বাড়ছে। ফলে তাদের পক্ষে এ মুহূর্তে ডব্লিউজিএম হওয়া অনেক কঠিন। এদিকে নাজরানা খান ইভার দু'টি, তনিমা পারভীন ও জাকিয়া সুলতানার ১টি করে ডব্লিউআইএম নর্ম রয়েছে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি তারা কেউই তেমন একটা ফর্মে নেই। সেই সঙ্গে দাবা বোর্ডে অনেকটা অনিয়মিতও বটে। ফলে তাদেরও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা ক্রমশ : সংঙ্কোচিত হয়ে আসছে। তবে বাস্তবতার নিরিখে একটি করে নর্ম পাওয়া ওয়াদিফা আহমেদ ও নোশিন আঞ্জুমের বয়স, রেটিং ও পারফরম্যান্স বিবেচনায় বিদেশের টুর্নামেন্টগুলো থেকে নর্ম অর্জনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছা কঠিন নয়। অন্যদিকে ডব্লিউআইএম খেতাবের শর্ত পূরণ করলেও জান্নাতুল ফেরদৌস ২০০০ রেটিং ক্রস করতে পারছেন না বলে উপাধি পেতে বিলম্ব হচ্ছে। কাজেই বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের কর্মকর্তারা যদি তাদের ব্যাপারে একটু বিশেষ উদ্যোগ আর নেকনজর দিতেন তাহলে দ্রুত সময়ে আরও তিনটি নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার উপাধি পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল ছিল।

উল্লেখ্য যেকোনো টুর্নামেন্ট থেকে নর্ম অর্জন করা কষ্টসাধ্য। সেক্ষেত্রে এশিয়ান ৩.২ জোন চ্যাম্পিয়নশিপ নারী খেলোয়াড়দের জন্য একটি আদর্শ টুর্নামেন্ট হতে পারে। যেখানে ততটা শক্ত প্রতিপক্ষ নেই। নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার উপাধি বেশ সহজসাধ্য। কেননা এখানে সরাসরি চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে কাঙ্ক্ষিত উপাধি পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে পারলে হয়তো আসন্ন এশিয়ান ৩.২ জোন থেকে নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার উপাধি পাওয়া যেতে পারে।

ঘরোয়া দাবায় নারীদের যত উপাধি

নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার : ৩ জন

১. শামীমা আক্তার লিজা (২১১৪)
২. শারমিন সুলতানা শিরিন (১৯৬০)
৩. রানী হামিদ (১৯৫৬)

নারী ফিদেমাস্টার : ৮ জন

১. সৈয়দা শাবানা পারভীন নীপা (২০৪৮)
২. নোশিন আঞ্জুম (২০৩২)
৩. ওয়াদিফা আহমেদ (২০০৮)
৪. আফরোজা খানম বাবলী (১৯২১)
৫. তনিমা পারভীন (১৮৯৯)
৬. জান্নাতুল ফেরদৌস (১৮৭১)
৭. ৬. জাকিয়া সুলতানা (১৮৫২)
৮. নাজরানা খান ইভা (১৮৪০)

নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার : ১০ জন

১. নুশরাত জাহান আলো (১৯৮৯)
২. ওয়ারসিয়া খুশবু (১৯৫৯)
৩. আহমেদ ওয়ালিজা (১৯৩০)
৪. কাজী জারিন তাসনিম (১৮৯৩)
৫. শারমিন সামিহা সিম্মি (১৮৮২)
৬. নীলাভা চৌধুরী (১৮৭৪)
৭. ওমনিয়া বিনতে ইউসুফ লুবাবা (১৮৬৭)
৮. ইসরাত জাহান দিবা (১৮৫৮)
৯. মাহমুদা হক চৌধুরী (১৮৩৭)
১০. ডা. সাবিকুন নাহার তনিমা (১৭০৫)

দেশের সেরা ৫ নারী রেটেড দাবাড়ু

১. শামীমা আক্তার লিজা (২১১৪)
২. সৈয়দা শাবানা পারভীন নীপা (২০৪৮)
৩. নোশিন আঞ্জুম (২০৩২)
৪. ওয়াদিফা আহমেদ (২০০৮)
৫. নুশরাত জাহান আলো (১৯৮৯)

*বর্তমানে নারী রেটেড দাবাড়ু : ১৯৯ জন

সূত্র: ফিদে, ৫ অক্টোবর। বন্ধনীতে স্ট্যান্ডার্ড রেটিং সংযুক্ত।

নেপালে নারীদের সাফ ফুটবলে অংশগ্রহণের আগে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বাঁ থেকে অধিনায়ক সাবিনা খাতুন, হেড কোচ পিটার জেমস বাটলার ও সহকারী অধিনায়ক মারিয়া মান্দা

শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ নারী ফুটবল দলের

● রফিকুল ইসলাম ●

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল এখন নেপালে। হিমালয়ের দেশটির রাজধানী কাঠমান্ডুতে ১৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ। দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলের সবচেয়ে বড় ও মর্যাদার আসরে এবার বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জটাও বেশি। এবার যে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ হাতে থাকা ট্রফি ধরে রাখার। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ অংশ নিচ্ছে টপ ফেবারিট হয়ে, শিরোপধারী হিসেবে।

সাবিনা-মারিয়াদের শিরোপা ধরে রাখার এই চ্যালেঞ্জের ভেন্যু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশে। আয়োজক হওয়ার তালিকায় যে নামগুলো ছিল সেখানে বাংলাদেশই ছিল সবার ওপরে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম খেলার জন্য প্রস্তুত না থাকায় এবং অন্য সম্ভাব্য ভেন্যুগুলো সাফের কাছে যুতসই মনে না হওয়ায় আবারও মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ চলে যায় নেপালে। টানা তৃতীয়বারের মতো হিমালয়ের দেশটি আয়োজন করতে যাচ্ছে মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ।

২০২২ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ওই আসরের গ্রুপ পর্বেও বাংলাদেশের সঙ্গে ছিল ভারত ও পাকিস্তান। এবারও তাই। দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের ফুটবলের সবচেয়ে সফল দেশ ভারতের সাথে এবারও গ্রুপপর্বে দেখা হচ্ছে। গত আসরের গ্রুপ ম্যাচে বাংলাদেশ ৩-০ গোলে হারিয়েছিল ভারতকে। সাফ নারী ফুটবলে সেটাই ছিল ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের মেয়েদের প্রথম জয়। ফাইনালে বাংলাদেশ হারিয়েছিল নেপালকে। নেপালের বিপক্ষেও প্রথম জয় ছিল সেটি। এক কথায় গত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ অনেক কিছুই প্রথম করে দেখিয়েছে। তার মধ্যে বড় ও মর্যাদার ছিল প্রথমবার শিরোপা জয় করা। ২০২২ সালের বাংলাদেশ দল আর ২০২৪ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের বাংলাদেশ দলের মধ্যে আছে অনেক পার্থক্য। প্রথমত নারী ফুটবলের অনেক সাফল্যের নায়ক কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন নেই এবার। সাফের শিরোপা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জের মিশনে ডাকআউটে থাকবেন ইংলিশ কোচ পিটার বাটলার। এলিট অ্যাকাডেমির এই কোচের হাতে নারী ফুটবল দলকে তুলে দিয়েছে বাফুফে। বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়েরও পরিবর্তন হয়েছে। ডিফেন্ডার আঁখি খাতুন, ফরোয়ার্ড সিরাত জাহান স্বপ্নার মতো ফুটবলার নেই এবার। স্বপ্না ফুটবল ছেড়ে দিয়েছেন, বিদেশি পাড়ি জমিয়েছেন আঁখি খাতুন। তবে বেশ কিছু নতুন খেলোয়াড় উঠে এসেছেন। বয়সভিত্তিক দলে ভালো পারফরম্যান্স করে জাতীয় দলে সুযোগ করে নেওয়াদের ওপর আস্থা আছে ইংলিশ কোচের। পরিবর্তিত দল আর নতুন কোচ মিলিয়ে সবাই আশায় আছেন দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্ব বাংলাদেশের হাতেই থাকবে।

গত আসরে বাংলাদেশের কাছে হারা শক্তিশালী দুই দল ভারত ও নেপাল মুখিয়ে আছে ২০২৪ সাফে শ্রেষ্ঠত্বের বাজনা বাজাতে। নারী ফুটবলে বাংলাদেশের চেয়ে শক্তিতে ওই দুই দলই এগিয়ে। তাই বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে টুর্নামেন্টে অংশ নিলেও ভারত চাইবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেতে। আর সাফের ৬ আসরের মধ্যে ৫ বার ফাইনাল খেলা নেপালও চাইবে প্রথমবারের মতো শিরোপা উঁচিয়ে ধরতে। ফুটবলবোদ্ধাদের ধারণা এবারের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ হবে অতীতের যে কোনো আসরের চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ভুটানও নারী ফুটবলে অনেক এগিয়েছে। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশ দু'টি প্রীতি ম্যাচ খেলে এসেছে ভুটান থেকে। বাংলাদেশ দুই ম্যাচ জিতলেও লড়াকু ফুটবলই দেখা গেছে ভুটানিজ মেয়েদের কাছ থেকে। দুই ম্যাচে ভুটান ৩ গোল দিয়েছে বাংলাদেশের জালে। গত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের পর বাংলাদেশ কতগুলো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে এবং ভারত-নেপালসহ অন্য দলগুলো কতগুলো ম্যাচ খেলেছে তার তুলনামূলক চিত্রটাই পরিষ্কার করে দেবে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা হওয়ার জন্য কোন দল কেমন প্রস্তুতি নিয়েছে। ২০২২ সালে সাফের ফাইনালের পর ২৪ মাসে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে ১১টা। এর মধ্যে ৩টি এশিয়ান গেমসের, বাকিসব প্রীতি ম্যাচ। অলিম্পিক বাছাই থেকে নাম প্রত্যাহার না করলে ও কয়েকটি ফ্রেন্ডলি সিরিজ বাতিল না হলে

বাংলাদেশের মেয়েদের ঝুলিতে আরও কিছু ম্যাচের অভিজ্ঞতা জমা হতো।

গত দুই বছরে খেলা ১১ ম্যাচের মধ্যে বাংলাদেশে জিতেছে ৪টি, হেরেছে ৪টি ও ড্র করেছে ৩টি। এই প্রস্তুতি নিয়েই বাংলাদেশকে খেলতে হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট। এশিয়ান গেমসে প্রথম অংশ নেওয়ায় বিশ্বকাপ খেলা দুই দেশ জাপান ও ভিয়েতনামের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা হয়েছে সাবিনা-মারিয়াদের। চীনের হাংজুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ ৮-০ গোলে জাপানের কাছে ও ৬-১ গোলে ভিয়েতনামের বিপক্ষে হেরেছে। জাপান ও ভিয়েতনামের মতো দলের বিপক্ষে ম্যাচ খেলার সৌভাগ্য হয় না বাংলাদেশের। এশিয়ান গেমস সেই সুযোগ করে দিয়েছিল বাংলাদেশকে। ওই সময়ের কোচ সাইফুল বারী টিটু এশিয়ান গেমস শেষে বলেছিলেন জাপান ও ভিয়েতনামের বিপক্ষে ম্যাচ দু'টির ফলাফল বিবেচনা করলে হবে না, দেখতে হবে কাদের বিপক্ষে খেলেছি। এটা বিশাল এক অভিজ্ঞতা মেয়েদের জন্য।

অভিজ্ঞতা হয়েছে চাইনিজ তাইপের মতো বড় দলের বিপক্ষে খেলারও। চলতি বছরের মে মাসে চাইনিজ তাইপেকে আতিথেয়তা দিয়ে দু'টি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। নতুন কোচ পিটার বাটলারের বাংলাদেশের ডাগাউটে অভিষেক হয়েছিল ওই ম্যাচ দু'টি দিয়ে। শক্তিতে এগিয়ে থাকা তাইপের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ৪-০ ও দ্বিতীয় ম্যাচে ১-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। অধিনায়ক সাবিনা খাতুনকে একাদশের বাইরে রেখে চমক দেখিয়েছিলেন ইংলিশ কোচ পিটার বাটলার। বাটলার এ সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের সিনিয়রদের এই বার্তাই দিয়েছিলেন যে, শুধু নাম দিয়ে দলে টিকে থাকার দিন শেষ। সিনিয়র-জুনিয়র বিষয় না, পারফরম্যান্সই হবে দলে টিকে থাকার একমাত্র যোগ্যতা। তাঁর সময়ে খেলা চারটি প্রীতি ম্যাচ আভাস দিয়েছে আগামী সাফের একাদশে তিনি নতুনদেরই প্রধান্য দিতে পারেন। দুই বছরে ভারত আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে ১২টি। অংকের হিসেবে বাংলাদেশের চেয়ে মাত্র একটি বেশি। তবে ভারতের ম্যাচগুলো ছিল বেশি শক্তিশালী দলের বিপক্ষে। চাইনিজ তাইপে, উজবেকিস্তান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, হংকং ও মিয়ানমারের মতো দল ছিল তাদের প্রতিপক্ষ। শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলে ভারত ১২ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে মাত্র দু'টি। দুই ম্যাচ ড্র করে হেরেছে ৮টি। দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দলের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেনি ভারত। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দলের বিপক্ষে ম্যাচ খেলে নিজেদের অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে নিয়েছে সাফের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা।

ভারতের মতো নেপালও ২৪ মাসে ১২ ম্যাচ খেলে ভালোভাবেই সাফের প্রস্তুতি নিয়েছে। ঘরের মাঠে টানা তৃতীয়বার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে যাচ্ছে নেপাল। পাঁচবারের রানার্সআপ দলটি এবার হয়তো মরণ কামড় দেবে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য। যেভাবে গ্রুপিং হয়েছে তাতে গতবারের দুই ফাইনালিস্ট বাংলাদেশ ও নেপাল সেমিফাইনালেই মুখোমুখি হতে পারে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলে ফাইনালে ওঠার জন্য বাংলাদেশকে হয়তো কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হবে। গত সাফের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতকে হারানোর কারণে। বাংলাদেশের কাছে হেরেই সেমিফাইনালে নেপালের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত। প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠতে পারেনি তারা।

ভারতের বিদায়ের পরই নতুন চ্যাম্পিয়ন উপহার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল কাঠমান্ডুর রঙ্গশালা স্টেডিয়াম। স্বাগতিক দেশের সমর্থকরা গ্যালারি ভরিয়ে দিয়েছিল ফাইনালে। সমর্থকদের কান ফাঁটানো চিৎকার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে সেদিন সাবিনা-কৃষ্ণারা কাঠমানডুতে উড়িয়েছিলেন বিজয়ের লাল-সবুজ পতাকা। ঘরে ফেরার দিন অবিশ্বাস্য সংবর্ধনা পেয়েছিল নারী ফুটবল দল। বিমানবন্দর থেকে মতিঝিলের বাফুফে ভবনে আসতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগেছিল নারী ফুটবলারদের বহনকারী ছাদখোলা বাসের। রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ সেদিন দক্ষিণ এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন মেয়েদের স্বাগত জানিয়েছিল।

দুই বছর আগে দেশে ফেরার সেই মধুর স্মৃতি বুকে ধারণ করেই এবার মাঠে নামবেন বাংলাদেশের মেয়েরা। নতুন কোচ, পরিবর্তিত দলকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদও থাকবে ওপরের দিকে। বাংলাদেশ গ্রুপের খেলা শুরু হবে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ দিয়ে। ওই ম্যাচের ফলই নির্ধারণ করে দেবে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচের কি ফল হলে কি সমীকরণ দাঁড়াবে। প্রথম ম্যাচে ভারত জিতলে বাংলাদেশ জয়ে শুরু করলেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাবে। শেষ ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি তখন হবে গ্রুপসেরা নির্ধারণীর।

নারী ফুটবলে পাকিস্তান তেমন শক্তিশালী নয়। চারটি সাফ খেলে তারা একবার সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছিল। পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ খেলেছে দু'টি ম্যাচ। দু'টিতেই জয়। দুই ম্যাচে পাকিস্তানের জালে ৭ গোল দিয়েছেন সাবিনারা। এবারের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আগে পাকিস্তান আহামরি প্রস্তুতি নিতে পারেনি। সাফ দিয়েই তারা এ বছরের আন্তর্জাতিক ম্যাচ শুরু করবে। গত বছর সৌদি আরবে একটি আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিল। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র, সৌদি আরবের কাছে ১-০ গোলে হারের পর শেষ ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করেছিল লাওসের বিপক্ষে। ম্যাচটির ফলাফল নির্ধারণ হয়েছিল টাইব্রেকারে। পাকিস্তান জিতেছিল ৪-২ গোলে। শক্তি আর অতীত লড়াইয়ের ফল বলছে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশই ফেবারিট। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের চেয়ে বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ ম্যাচে অঘটনের শিকার হলে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায়ের শঙ্কা তৈরি হবে। তবে বাংলাদেশের মেয়েরা আত্মবিশ্বাসী তারা পাকিস্তানকে হারিয়েই শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু করতে পারবেন।

৬ আসরে বাংলাদেশের ২৩ ম্যাচ

১৩.১২.২০১০ : বাংলাদেশ-২ : শ্রীলঙ্কা-০
১৫.১২.২০১০ : বাংলাদেশ-৯ : ভুটান-০
১৭.১২.২০১০ : বাংলাদেশ-০ : ভারত-৬
২১.১২.২০১০ : বাংলাদেশ-০ : নেপাল-৩
০৭.০৯.২০১২ : বাংলাদেশ-০ : ভারত-৩
০৯.০৯.২০১২ : বাংলাদেশ-১ : ভুটান-০
১১.০৯.২০১২ : বাংলাদেশ-১ : শ্রীলঙ্কা-২
১৩.১১.২০১৪ : বাংলাদেশ-৬ : আফগানিস্তান-১
১৫.১১.২০১৪ : বাংলাদেশ-১ : ভারত-৫
১৭.১১.২০১৪ : বাংলাদেশ-৩ : মালদ্বীপ-১
১৯.১১.২০১৪ : বাংলাদেশ-০ : নেপাল-১
২৯.১২.২০১৬ : বাংলাদেশ-৬ : আফগানিস্তান-০
৩১.১২.২০১৬ : বাংলাদেশ-০ : ভারত-০
০২.০১.২০১৭ : বাংলাদেশ-৬ : মালদ্বীপ-০
০৪.০১.২০১৭ : বাংলাদেশ-১ : ভারত-৩
১৪.০৩.২০১৯ : বাংলাদেশ-২ : ভুটান-০
১৬.০৩.২০১৯ : বাংলাদেশ-০ : নেপাল-৩
২০.০৩.২০১৯ : বাংলাদেশ-০ : ভারত-৪
০৭.০৯.২০২২ : বাংলাদেশ-৩ : মালদ্বীপ-০
১০.০৯.২০২২ : বাংলাদেশ-৬ : পাকিস্তান-০
১৩.০৯.২০২২ : বাংলাদেশ-৩ : ভারত-০
১৬.০৯.২০২২ : বাংলাদেশ-৮ : ভুটান-০
১৯.০৯.২০২২ : বাংলাদেশ-৩ : নেপাল-১

ফিকশ্চার

গ্রুপ 'এ'
১৭.১০.২০২৪ : পাকিস্তান-ভারত
২০.১০.২০২৪ : বাংলাদেশ-পাকিস্তান
২৩.১০.২০২৪ : বাংলাদেশ-ভারত

গ্রুপ 'বি'
১৮.১০.২০২৪ : মালদ্বীপ-শ্রীলঙ্কা
১৮.১০.২০২৪ : নেপাল-ভুটান
২১.১০.২০২৪ : ভুটান-শ্রীলঙ্কা
২১.১০.২০২৪ : মালদ্বীপ-নেপাল
২৪.১০.২০২৪ : মালদ্বীপ-ভুটান
২৪.১০.২০২৪ : নেপাল-শ্রীলঙ্কা

সেমিফাইনাল
২৭.১০.২০২৪ : 'এ' চ্যাম্পিয়ন-'বি' রানার্সআপ
২৭.১০.২০২৪ : 'বি' চ্যাম্পিয়ন-'এ' রানার্সআপ

ফাইনাল
৩০.১০.২০২৪ : দুই সেমিফাইনাল বিজয়ী

মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার

গত বছরের ন্যায় এবারও একই রেজাল্ট। ফাইনালে ভারতের কাছে ০-২ গোলে হার। আসরের স্বাগতিক দেশ এবং ভেন্যু সবই এক। তফাতটা শুধু গত বছর ছিল সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ পুরুষ ফুটবল। আর এবার সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্ট। গত বছর কোচ ছিলেন সাইফুর রহমান মনি। আর এবার সাইফুল বারী টিটু। ২০-৩০ সেপ্টেম্বর ভুটানের থিম্পুর চাংলিমিথান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৭ সাফে বাংলাদেশ কার্যত : কোনো ম্যাচ না জিতেই রানার্সআপ হয়েছে। গ্রুপ পর্বে ভারতের কাছে হারের পর মালদ্বীপের সাথে ড্র। এরপর সেমিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টাইব্রেকারে জিতে ফাইনালে যাওয়া। টাইব্রেকারে জেতাটা অফিসিয়ালি জয় ধরা হয় না। তা ড্র হিসেবেই বিবেচিত হয়। ফলে কোনো ম্যাচ না জিতেই গতবারের অবস্থানেই বাংলাদেশ দল।

এবারের এই অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ মূলত অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ বাছাই পর্বের সাথে মিল রেখেই। এই দলে গত বছর অনূর্ধ্ব-১৬ সাফে খেলা দলের ১২ জন ফুটবলার ছিলেন। তাদের এই অভিজ্ঞতাও কাজে লাগেনি শিরোপা জিততে। আর তা গোল করার মাতো দক্ষ ফুটবলারের অভাবে।

ভুটানের বিপক্ষে জয়ের পর

এবারো রানার্সআপেই সন্তুষ্টি

এবরের সাফে বাংলাদেশের মিশনই ছিল গ্রুপের প্রথম ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা। কিন্তু ২০ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচই টিটু বাহিনীর জন্য দু:সংবাদ বয়ে আনে। শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ এক পয়েন্ট পাওয়ার আসায় সময় পার করতে থাকে। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। ৯০ মিনিট পর ইনজুরি টাইমে ভারত গোল দিয়ে ১-০তে ম্যাচ জিতে নেয়। ৯১ মিনিটে গোলটি করেন সুমিত শর্মা।

তিন দলের গ্রুপে প্রথম ম্যাচটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই ম্যাচে তিন পয়েন্ট পেলে সেমিতে খেলা সহজ হয়ে যায়। তবে ভারতের কাছে হারের পর বড় ধাক্কাই খায় অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সালের দল। তাই পরের ম্যাচে জয়ের বিকল্প ছিল না লাল-সবুজ যুবাদের। ২২ সেপ্টেম্বর মালদ্বীপের বিপক্ষে জিতলেই সেমির টিকিট মিলতো। তবে সে ম্যাচে লিড নিয়েও জিতে পারেনি ঢাকা থেকে যাওয়া দলটি। মালদ্বীপ সমতা এনে খেলা শেষ করার ফলে বাংলাদেশকে তাকিয়ে থাকতে হয় ভারত-মালদ্বীপের ম্যাচের দিকে। মালদ্বীপের বিপক্ষে বাংলাদেশ জিততে পারেনি স্রেফই গোল মিসের মহড়া দিয়ে। লিডের আগেও যেমন গোল মিস। সমতা হওয়ার পরও একই কায়দায় বিপক্ষ জালে বল পাঠাতে না পারা। ৪৯ মিনিটে মোর্শেদ আলীর গোলে বাংলাদেশ লিড নিলেও ৭৯ মিনিটে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে মালদ্বীপের মোহাম্মদ ইমরান দলকে খেলায় ফেরান। বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের খেলা ১-১ এ ড্র হওয়ার পর দুই দলেই পয়েন্ট সমান ১ হয়। তাই লাল-সবুজরা চেয়েছিল ভারত-মালদ্বীপের ম্যাচে দিকে। এই ম্যাচে মালদ্বীপ ড্র করলেই কাপল পুড়তো ফয়সালদের। তবে ভারতের কল্যাণে রক্ষা। ২৪ সেপ্টেম্বর তারা স্বাভাবিক নৈপুণ্য দেখিয়েই মালদ্বীপকে ৩-০ গোলে হারায়। ফলে বাংলাদেশ মালদ্বীপের চেয়ে গোল পার্থক্যে এগিয়ে থেকে পৌঁছে যায় সেমিফাইনালে। তা গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে। ভারত হয় 'এ' গ্রুপ সেরা।

'বি' গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিতে আসে পাকিস্তান। নেপাল হয়েছিল রানার্সআপ। পাকিস্তান ৬-১ গোলে শ্রীলঙ্কাকে, নেপালকে ১-০ গোলে হারায়। আর ৩-৩ এ ড্র করে ভুটানের সাথে। ভুটান যদি শেষ ম্যাচে নেপালকে হারাতে পারতো তাহলে তারা নিজ মাঠে সেমিতে খেলতে পারতো। তবে সে ম্যাচে নেপাল ২-১ এ জিতে যাওয়ায় হতাশায় পুড়তে হয় ভুটানীদের।
২৮ সেপ্টেম্বর ছিল অনূর্ধ্ব-১৭ সাফের দুই সেমিফাইনাল। প্রথম সেমিতে ভারত ৪-২ গোলে নেপালকে হারিয়ে কোয়ালিফাই করে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল ম্যাচে জন্য। অন্য দিকে চরম নাটকীয়তায় সমাপ্ত হয় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। পাকিস্তান প্রথমে ২-০ গোলে এগিয়ে যায়। ২২ মিনিটে শাবাব আহমেদের গোলে পাকিস্তান লিড নেয়। এরপর ৬২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান দ্বিগুন করেন আবদুল রেহমান। সেই ম্যাচ বাংলাদেশ ২-২ গোলে ড্র করে ম্যাচকে নিয়ে যায় টাইব্রেকারে। ৬৩ মিনিটে বদলী হিসেবে নামা স্ট্রাইকার মোহাম্মদ মানিক ৭৪ ও ৯৪ মিনিটে জোড়া গোল করলে খেলা গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। টাইব্রেকারের প্রথম ৫টি করে শটেই স্কোর ৫-৫। সাডেন ডেথে এর প্রথম দুই শটে দুই দলের স্কো ৭-৭। এরপর পাকিস্তানের আবদুল গনির নেওয়া অষ্টম শট বাংলাদেশের বদলী গোলরক্ষক আলিফ রহমান ইমতিয়াজ রুখে দিলে লাল সবুজদের অষ্টম শটে গোল করেন আসিকুর রহমান। ফলে গত অনূর্ধ্ব-১৬

সাফের মতো এবারেও সেমিতে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে চলে যায় বাংলাদেশ। টাইব্রেকার ও সাডেন ডেথ মিলে বাংলাদেশ ৮-৭ গোলে হারায় পাকিস্তানকে। নিয়মিত গোলরক্ষক নাহিদুল ইসলামের বদলে ৯৭ মিনিটে টাইব্রেকার ঠেকানোর জন্যই কোচ টিটু মাঠে নামান দ্বিতীয় কিপার আলিফ রহমান ইমতিয়াজকে। উল্লেখ্য বয়সভিত্তিক সাফের নক আউট ম্যাচে ৯০ মিনিটের খেলা ড্র থাকলে অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের খেলা হয় না। সরাসরি টাইব্রেকার। টাইব্রেকারে বাংলাদেশের মোর্শেদ আলী , জয় আহমেদ, কামাল মৃধা, সিয়াম অমিত, মানিক গোল করেন। সাডেন ডেথ এ আকাশ আহমেদ, মিঠু চৌধুরী ও আশিকুর রহমান জালের ঠিকানা পেলে স্মরনীয় জয়ের দেখা পায় বাংলাদেশ। এই ভুটানের মাঠেই বাংলাদেশ এ নিয়ে দু'বার বয়সভিত্তিক সাফে একধিক গোলে পিছিয়েও জয়ের কৃতিত্ব দেখালো। এরআগে ২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব-১৮ সাফে বাংলাদেশ ০-৩ গোলে পিছিয়েও ৪-৩ গোলে হারিয়েছিল ভারতকে। আর এবার ৭৩ মিনিট পর্যন্ত দুই গোলে পিছিয়েও জয়ের বন্দরে পৌঁছা। ৩০ সেপ্টেম্বরের ফাইনালে বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল গতবারের ফাইনাল এবং এবারের গ্রুপ পর্বে ভারতের কাছে হারের বদলা নেওয়া। তবে কোনোটাই হয়নি। বিরতির পর ভারতের দাপটে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বাংলাদেশকে। ভারতের মোহাম্মদ কাইফ ও মোহাম্মদ আরবাজ বল পাঠান বাংলাদেশের জালে। গোলশূন্য প্রথমার্ধ শেষ ৫৮ মিনিটে গোল করেন কাইফ। এরপর বাংলাদেশ সমতার চেষ্টা করলেও তা হয়নি। সেটাও গোল মিসে। ইনজুরি টাইমে বিপক্ষ কিপারকে একা পেয়েও বল তার গায়ে মারা হয়। এতেই সর্বনাশ। এরপরই ৯৫ মিনিটে আরবাজের গোলে জয় এবং শিরোপা নিশ্চিত হয় ভারতের। ফলে বাংলাদেশকে এখন এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ আসরের জন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছে সাফের এই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে। ১৯-২৭ অক্টোবর কম্বোডিয়ায় হবে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলের 'বি' গ্রুপের খেলা। বাংলাদেশ ছাড়াও আফগানিস্তান, ম্যাকাও, ফিলিপাইন ও কম্বোডিয়া খেলছে এই আসরে। বাংলাদেশ আগে ২০১৫ অনূর্ধ্ব-১৬ সাফ এবং ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৫ সাফে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

ভারতের বিপক্ষে খেলা বাংলাদেশ দল

নাহিদুল ইসলাম, নাজমুল হুদা ফয়সাল, সিয়াম অমিত, আবদুল রিয়াদ ফাহিম, আসিকুর রহমান, কামাল মৃধা, শফিক রহমান (মেহেদী হাসান ৬৮ মি.), মোহাম্মদ মানিক (জয় আহমেদ ৭৩ মি.), মোর্শেদ আলী (সানি দাস ৭৭ মি.), অপু রহমান (সিউ মং সিন মারমা ৭৩ মি.), শেখ সংগ্রাম (ইকরামুল ইসলাম ৭৭ মি.)।

মালদ্বীপের বিপক্ষে খেলা বাংলাদেশ দল

নাহিদুল ইসলাম, নাজমুল হুদা ফয়সাল (মোহাম্মদ রিপন ৯৪ মি.), সিয়াম অমিত, আবদুল রিয়াদ ফাহিম, আশিকুর রহমান, কামাল মৃধা, শফিক রহমান, মোহাম্মদ মানিক (রিফাত কাজী ৫৬ মি.), মোর্শেদ আলী (সিউ মং সিন মারমা ৯৪ মি.), অপু রহমান, শেখ সংগ্রাম।

সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলা বাংলাদেশ দল

নাহিদুল ইসলাম (আলিফ রহমান ইমতিয়াজ ৯৭ মি,). নাজমুল হুদা ফয়সাল (মিঠু চৌধুরী ৭১ মি.), সিয়াম অমিত, আশিকুর রহমান, কামাল মৃধা, শফিক রহমান (আকাশ আহমেদ ৭১ মি.), মোর্শেদ আলী, অপু রহমান (মোহাম্মদ মানিক ৬৩ মি.), শেখ সংগ্রাম, ইকরামুল ইসলাম, রিফাত কাজী (জয় আহমেদ ৬৩ মি.)।

ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে খেলা বাংলাদেশ দল

নাহিদুল ইসলাম, নাজমুল হুদা ফয়সাল মেহেদী হাসান(৬৯ মি.), সিয়াম অমিত (আকাশ আহমেদ ৮৩ মি.), আশিকুর রহমান, কামাল মৃধা, মিঠু চৌধুরী (রিফাত কাজী ৮৩ মি.), শফিক রহমান (মোহাম্মদ মানিক ৬২ মি.), মোর্শেদ আলী, অপু রহমান (জয় আহমেদ ৬২ মি.), শেখ সংগ্রাম, ইকরামুল ইসলাম।

এক নজরে অনূর্ধ্ব-১৭ সাফে বাংলাদেশের ফলাফল

বাংলাদেশ ০-১ ভারত

বাংলাদেশ ১-১ মালদ্বীপ

(মোর্শেদ আলী)

সেমিফাইনাল

বাংলাদেশ ২(৮) : ২(৭) পাকিস্তান

(মানিক-২)

ফাইনাল

বাংলাদেশ ০-২ ভারত

মহসিন, শ্রাবণ, রাহুল, মহসিন, দুখু চন্দন আসিফ, দুকু চন্দন মহসিন

মিরপুর শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম পরিদর্শন শেষে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি, বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ, পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম ও উপদেষ্টার ব্যক্তিগত প্রেস সেক্রেটারি মাহফুজ আলম

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে (১৪ ম্যাচে ১২ পরাজয়, ২ ড্র) কখনো না জেতা বাংলাদেশ এবার জয়ের মুখ দেখবে কি?

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে লড়াই করতে পারবে বাংলাদেশ?

● মো. মাহবুবুর রশিদ ●

ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে শোচনীয়ভাবে ধরাশায়ী হওয়ার পর এই সংস্করণে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আবারো পড়েছে প্রশ্নের মুখে। সাদা পোশাকে এমন লজ্জাজনক পারফরম্যান্সের 'ধকল' সামলানোরও সময় পাচ্ছে না নাজমুল হোসেন শান্তর দল। নিজেদের আঙিনায় টাইগারদের জন্য যে এবার অপেক্ষা করছে 'দক্ষিণ আফ্রিকা পরীক্ষা'! কোনো ওয়ানডে কিংবা টি-টোয়েন্টি নেই, সফরকারী প্রোটিয়াদের বিপক্ষে কেবল দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। ২১ অক্টোবর থেকে প্রথম টেস্ট শুরু হবে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে। এরপর চলতি মাসের ২৯ তারিখ থেকে মাঠে গড়াতে যাওয়া দ্বিতীয় ম্যাচের ভেন্যু চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম। সিরিজটি আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। চলমান এই আসরে এ পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে ৩৮.৮৯ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অন্যদিকে পাকিস্তানের বিপক্ষে জোড়া জয়ে চমক দেখিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে চার নম্বরে উঠে আসা বাংলাদেশ এরপর ভারতের কাছে উপর্যুপরি হারে তিন ধাপ পিছিয়ে নেমে গেছে সাতে (৮ ম্যাচে পয়েন্ট ৩৪.৩৮ শতাংশ)। এমনিতে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রোটিয়াদের অবস্থান চারে এবং বাংলাদেশ অনেকদিন ধরেই পড়ে রয়েছে নয় নম্বরে।

দীর্ঘ নয় বছর পর বাংলাদেশ সফর করছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সবশেষ ২০১৫ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে আসা প্রোটিয়াদের সেবার 'দুঃস্বপ্ন' উপহার দিয়েছিল টাইগাররা। প্রথমে দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ দক্ষিণ আফ্রিকা ২-০ তে জিতলেও এরপর প্রোটিয়াদের ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজে হারিয়ে দেয় বাংলাদেশ এবং দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের উভয় খেলাই বৃষ্টির কারণে ড্র হয়। পরবর্তীতে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে প্রোটিয়াদের দেশে গিয়ে বাংলাদেশ ২ টেস্ট, ৩ ওয়ানডে ও ২ টি-টোয়েন্টি; অর্থাৎ তিন সংস্করণে টানা ৭টি ম্যাচেই পরাজিত হয়। তবে ২০২২ সালের মার্চ-এপ্রিলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাংলাদেশের জন্য হয়ে আছে দারুণ সুখস্মৃতিময়। সেবার প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ২-১ ব্যাবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতে চমক দেখায় তামিম ইকবাল বাহিনী। অবশ্য পরে ডরবানে ২২০ রানে এবং গেবেখায় ৩৩২ রানে হেরে টেস্ট সিরিজে ২-০ তে হোয়াইটওয়াশ হয় মুমিনুল হকের দল। আড়াই বছর পর আবারো টেস্ট দ্বৈরথে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা।

মুশফিকুর রহিম ও মুমিনুল হক, দুই ব্যাটিং স্তম্ভের পারফরম্যান্সের ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে বাংলাদেশের সাফল্য-ব্যর্থতা

ফিরে তাকানো যাক পরিসংখ্যানের দিকে। ২০০২ সাল থেকে শুরু করে সব মিলিয়ে এবারের আগ পর্যন্ত দল দু'টি পরস্পর মোকাবেলা করেছে ১৪ টেস্টে। যেখানে প্রোটিয়ারা জিতেছে ১২ ম্যাচে এবং অমীমাংসিত থেকেছে অন্য ২ ম্যাচ। টেস্ট ক্রিকেটে ভারত ছাড়া আর কেবল একটি দেশের বিপক্ষেই জয়ের মুখ দেখেনি বাংলাদেশ, সেটি হলো দক্ষিণ আফ্রিকা। দু'দলের মধ্যকার ৭টি দ্বিপক্ষীয় টেস্ট সিরিজের ৬টিতেই বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ করে শেষ হাসি হেসেছে প্রোটিয়ারা। ২০১৫ সালের অন্য সিরিজটি ০-০ তে ড্র হয়েছে মূলত বৃষ্টির অনাসৃষ্টির কারণে।

সম্প্রতি শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে

অপ্রত্যাশিতভাবে ২-১ ব্যাবধানে ওয়ানডে সিরিজ হেরে বিপর্যস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা এরপর আবুধাবিতে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ১-১ এ ড্র করেছে। অবশ্য একই ভেন্যুতে আইরিশদেরকে ওয়ানডে সিরিজে হারিয়েছে তারা। যদিও ফরম্যাট ভিন্ন, তারপরও তুলনামূলক ছোট দুই দলের সঙ্গে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি হেরে বলতে গেলে 'তেতে' আছে প্রোটিয়ারা। এমন অবস্থায় তারা চাইবে টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশকে উড়িয়ে দিতে। এক্ষেত্রে অতীত ইতিহাসও তো একচেটিয়াভাবে তাদেরই পক্ষে। যদিও এই সংস্করণে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান দিনকাল খুব একটা সুবিধার যাচ্ছে না। সাদা পোশাক আর লাল বলের ক্রিকেটে দলটির সাম্প্রতিক ফর্ম যেমন দারুণ কিছু নয়, তেমনি একেবারে যাচ্ছেতাই পর্যায়েরও বলা যাবে না। গত আগস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে খেলা সবশেষ দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ক্যারিবীয়দের ১-০ তে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা। কিন্তু তার আগে ফেব্রুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডে গিয়ে ২-০ ব্যাবধানে ধবলধোলাই হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এ ছাড়া ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে নিজেদের আঙিনায় প্রোটিয়ারা ভারতের বিপক্ষে ১-১ এ সিরিজ ড্র করেছে। ২০২৪ সালের পরিসংখ্যান ধরলে ৫ টেস্টে ৩ হারের বিপরীতে ১টি জয় পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ড্র করেছে ১ ম্যাচ। অন্যদিকে চলতি বছর বাংলাদেশ ৬ টেস্ট খেলে ২টিতে জিতেছে এবং ৪টি হেরেছে। ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে শুধুমাত্র ২০২৪ সালের পারফরম্যান্সের নিরিখে বলা যায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রায় কাছাকাছি পর্যায়েই অবস্থান করছে।

টেম্বা বাভুমার নেতৃত্বে এবার স্পিন-নির্ভর দল সাজিয়েই বাংলাদেশকে ঘায়েল করার পরিকল্পনা করছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এমনিতে ঘরের মাঠে বাংলাদেশ বেশিরভাগ সময় স্পিন-সহায়ক উইকেট বানিয়েই টেস্ট খেলতে নামে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের পেসাররা টেস্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। ফলে এবার হয়তো-বা পেস আক্রমণ নির্ভর দল সাজানো হতে পারে। তা পেসার কিংবা স্পিনার, বাংলাদেশের বোলারদের ওপর ভরসা রাখাই যায়। কিন্তু মূল সমস্যা তো ব্যাটিংয়ে। মুশফিকুর রহিম, মুমিনুল হক, নাজমুল হোসেন শান্ত ও লিটন দাস- প্রধান ব্যাটসম্যানরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী খেলতে পারলে ভালো কিছুর আশা করাই যায়। পাকিস্তানের মাটিতে জোড়া টেস্ট জয় যে ফ্লুক নয়, সেটা প্রমাণের দায় থেকে হলেও নিজেদের আঙিনায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে লড়াকু নৈপূণ্য দেখানো জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের জন্য।

টেস্ট সিরিজের সূচি...

প্রথম টেস্ট : ২১-২৫ অক্টোবর, মিরপুর

দ্বিতীয় টেস্ট : ২৯ অক্টোবর-২ নভেম্বর, চট্টগ্রাম

টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যেক দেশের বিপক্ষে বাংলাদেশ

প্রতিপক্ষ	সময়কাল	ম্যাচ	জয়	হার	ড্র
আফগানিস্তান	২০১৯-২০২৩	২	১	১	০
অস্ট্রেলিয়া	২০০৩-২০১৭	৬	১	৫	০
ইংল্যান্ড	২০০৩-২০১৬	১০	১	৯	০
ভারত	২০০০-২০২৪	১৫	০	১৩	২
আয়ারল্যান্ড	২০২৩-২০২৩	১	১	০	০
নিউজিল্যান্ড	২০০১-২০২৩	১৯	২	১৪	৩
পাকিস্তান	২০০১-২০২৪	১৫	২	১২	১
দ. আফ্রিকা	২০০২-২০২২	১৪	০	১২	২
শ্রীলঙ্কা	২০০১-২০২৪	২৬	১	২০	৫
ও. ইন্ডিজ	২০০২-২০২২	২০	৪	১৪	২
জিম্বাবুয়ে	২০০১-২০২১	১৮	৮	৭	৩
সর্বমোট	২০০০-২০২৪	১৪৬	২১	১০৭	১৮

টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যেক দেশের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রতিপক্ষ	সময়কাল	ম্যাচ	জয়	হার	ড্র
অস্ট্রেলিয়া	১৯০২-২০২৩	১০১	২৬	৫৪	২১
বাংলাদেশ	২০০২-২০২২	১৪	১২	০	২
ইংল্যান্ড	১৮৮৯-২০২২	১৫৬	৩৫	৬৬	৫৫
ভারত	১৯৯২-২০২৪	৪৪	১৮	১৬	১০
নিউজিল্যান্ড	১৯৩২-২০২৪	৪৯	২৬	৭	১৬
পাকিস্তান	১৯৯৫-২০২১	২৮	১৫	৬	৭
শ্রীলঙ্কা	১৯৯৩-২০২১	৩১	১৬	৯	৬
ও.ইন্ডিজ	১৯৯২-২০২৪	৩৪	২৩	৩	৮
জিম্বাবুয়ে	১৯৯৫-২০১৭	৯	৮	০	১
সর্বমোট	১৮৮৯-২০২৪	৪৬৬	১৭৯	১৬১	১২৬

এক নজরে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ১৪ টেস্টের আদ্যোপান্ত

নং.	ভেন্যু	বাংলাদেশ ইনিংস	দ.আফ্রিকা ইনিংস	ফল	ম্যাচ শুরুর তারিখ	প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ
১.	ইস্ট লন্ডন	১৭০/১০ ও ২৫২/১০	৫২৯/4 ডিক্লেয়ার্ড	দ.আফ্রিকা ইনি. ও ১০৭ রানে জয়ী	১৮ অক্টোবর ২০০2	গ্রায়েম স্মিথ (দ.আ)
২.	পচেফস্ট্রুম	২১৫/১০ ও ১০৭/১০	৪৮২/৫ ডিক্লেয়ার্ড	দ.আফ্রিকা ইনি. ও ১৬০ রানে জয়ী	২৫ অক্টোবর ২০০2	জ্যাক ক্যালিস (দ.আ)
৩.	চট্টগ্রাম	১৭৩/১০ ও ২৩৭/১০	৪৭০/২ ডিক্লেয়ার্ড	দ.আফ্রিকা ইনি. ও ৬০ রানে জয়ী	২৪ এপ্রিল ২০০৩	জ্যাক রুডলফ (দ.আ)
৪.	ঢাকা	১০২/১০ ও ২১০/১০	৩৩০/১০	দ.আফ্রিকা ইনি. ও ১৮ রানে জয়ী	১ মে ২০০৩	মোহাম্মদ রফিক (বাং)
৫.	মিরপুর	১৯২/১০ ও ১৮২/১০	১৭০/১০ও ২০৫/৫	দক্ষিণ আফ্রিকা ৫ উইকেটে জয়ী	২২ ফেব্রু. ২০০৮	জ্যাক ক্যালিস (দ.আ)
৬.	চট্টগ্রাম	২৫৯/১০ ও ১১৯/১০	৫৮৩/৭ ডিক্লেয়ার্ড	দ.আফ্রিকা ইনি. ও ২০৫ রানে জয়ী	২৯ ফেব্রু. ২০০৮	গ্রায়েম স্মিথ (দ.আ)
৭.	ব্লুমফন্টেইন	১৫৩/১০ ও ১৫৯/১০	৪৪১/১০	দ.আফ্রিকা ইনি. ও ১২৯ রানে জয়ী	১৯ নভেম্বর ২০০৮	গ্রায়েম স্মিথ (দ.আ)
৮.	সেঞ্চুরিয়ন	২৫০/১০ ও ১৩১/১০	৪২৯/১০	দ.আফ্রিকা ইনি. ও ৪৮ রানে জয়ী	২৬ নভেম্বর ২০০৮	অ্যাসওয়েল প্রিন্স(দ.আ)
৯.	চট্টগ্রাম	৩২৬/১০	২৪৮/১০ ও ২৬/০	বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ড্র	২১ জুলাই ২০১৫	মোস্তাফিজুর রহমান
১০.	মিরপুর	২৪৬/৮	-	বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ড্র	৩০ আগস্ট ২০১৫	মুশফিকুর রহিম (বাং)
১১.	পচেফস্ট্রুম	৩২০/১০ ও ৯০/১০	৪৯৬/৩ ও ২৪৭/৬	দ.আফ্রিকা ৩৩৩ রানে জয়ী	২৮ সেপ্টেম্বর২০১৭	ডিন এলগার (দ.আ)
১২.	ব্লুমফন্টেইন	১৪৭/১০ ও ১৭২/১০	৫৭৩/4	দ.আফ্রিকা ইনি ও ২৫৪ রানে জয়ী	৬ অক্টোবর ২০১৭	কাগিসো রাবাদা (দ.আ)
১৩.	ডারবান	২৯৮/১০ ও ৫৩/১০	৩৬৭/১০ ও ২০৪/১০	দ.আফ্রিকা ২২০ রানে জয়ী	৩১ মার্চ ২০২২	কেশব মহারাজ (দ.আ)
১৪.	গেবেখা	২১৭/১০ ও ৮০/১০	৪৫৩/১০ ও ১৭৬/৬	দ.আফ্রিকা ৩৩২ রানে জয়ী	৮ এপ্রিল ২০২২	কেশব মহারাজ (দ.আ)

তুলনামূলক কম অভিজ্ঞ দক্ষিণ আফ্রিকাকে এবার মিরপুরের রহস্যময় উইকেটে ধরাশায়ী করার দারুণ সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ

প্রোটিয়াবধের সুবর্ণ সুযোগ টাইগারদের

● মো. রেজাউল হক ●

এ পর্যন্ত খেলা ১৪ টেস্টের ১২টিতেই পরাজয়, যার মধ্যে ৮টিই আবার ইনিংস ব্যবধানে এবং অন্য ২টি বৃষ্টির 'দয়ায়' ড্র- দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাস যেন হতাশা আর লজ্জার হাতধরাধরি করে এগিয়ে চলা। এবারের ২ ম্যাচের সিরিজে কী দুঃসহ পরিসংখ্যান বদলানো সম্ভব হবে? সার্বিক প্রেক্ষাপট কিন্তু যথেষ্ট আশাজাগানিয়া। মনে হচ্ছে, টেস্ট ক্রিকেটে প্রোটিয়াদের প্রথমবার ধরাশায়ী করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ টাইগারদের।

বাংলাদেশ সফরে আসা দক্ষিণ আফ্রিকা দলটির দিকে তাকালে নতুন স্বপ্নে বিভোর হওয়ার অনেক অনুসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই প্রথম ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতায় এগিয়ে থেকে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টেস্ট দ্বৈরথে নামবে টাইগাররা, যা আগের ১৪ সাক্ষাতে ছিল বিপরীত চিত্র। সম্প্রতি আবুধাবিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে কনুইয়ে চোট পাওয়া নিয়মিত অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা শেষ পর্যন্ত ইনজুরি নিয়ে বাংলাদেশে এলেও ২১ অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাওয়া প্রথম টেস্ট খেলতে পারবেন না। ৩৪ বছর বয়সী অভিজ্ঞ এই ডানহাতি ব্যাটসম্যানের জায়গায় বাড়তি হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে 'বেবি এবি'খ্যত ডেভাল্ড ব্রেভিসকে। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ২টি টি-টোয়েন্টি খেলা ২১ বছর বয়সী এই ব্যাটিং অলরাউন্ডার রয়েছেন টেস্ট অভিষেকের অপেক্ষায়। ১৬ সদস্যের দলে থাকা আরও একজন আছেন যিনি এখনো টেস্ট খেলেননি- ম্যাথু ব্রিটজকে। ২৬ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান অবশ্য ৮টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। প্রথমে ঘোষিত স্কোয়াড থেকে মেরুদণ্ডের চোটের কারণে ছিটকে গেছেন বাঁহাতি পেসার নান্দ্রে বার্গার। তার বিকল্প হিসেবে নেওয়া হয়েছে আরেক পেসার লুঙ্গি এনগিডিকে।

বাভুমার অনুপস্থিতিতে মিরপুরে প্রোটিয়া দলকে নেতৃত্ব দেবেন ৩০ বছর বয়সী ওপেনিং ব্যাটসম্যান এইডেন মার্করাম। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলে ২৯ অক্টোবর থেকে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় টেস্টে খেলবেন বাভুমা। দক্ষিণ আফ্রিকার এবারের দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বাংলাদেশের বিপক্ষে বাংলাদেশের মাটিতে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে কেবল তাঁরই। ৯ বছর আগে ২০১৫ সালে সর্বশেষ বাংলাদেশে এসে বৃষ্টিবিঘ্নিত দুই টেস্ট খেলা বাভুমা চট্টগ্রামে প্রথম টেস্টের একমাত্র ইনিংসে করেছিলেন ৫২ রান, মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্টে তো তাঁর দল ব্যাটিংয়ে নামারই সুযোগ পায়নি। এক বাভুমা বাদে অন্য খেলোয়াড়দের জন্য তাই বাংলাদেশ একেবারে অচেনা, অজানা উপত্যকা।

ফলে মিরপুর টেস্টে নাজমুল হোসেন শান্তর দল প্রতিপক্ষ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার এমন একটা একাদশ সামনে পাবে, যাঁরা সবাই এবারই প্রথম বাংলাদেশের মাটিতে টেস্ট খেলতে নামবে। তা ছাড়া এইডেন মার্করামের দল ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা এবং সম্মিলিত রান ও উইকেটেও অনেকটা পিছিয়ে থাকবে বাংলাদেশের চেয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইনআপের দিকে নজর দেওয়া যাক। ৩৯ টেস্ট খেলা মার্করামের রান ২৫১০; এরপর স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কাইল ভেরেইনা করেছেন ১৮ স্যাচে ৭১৯ রান, ডেভিড বেডিংহাম ৬ ম্যাচে ৪০৪ রান, টনি ডি জর্জ ৬ ম্যাচে ৩০৮ রান, রায়ান রিকেলটন ৫ ম্যাচে ১৮৪ রান ও ট্রিস্টন স্টাবস ৩ ম্যাচে ১৮২ রান, যার অর্থ, যে একাদশই সাজাক না কেন, প্রোটিয়াদের সম্মিলিত রান কোনোক্রমেই সাত হাজার পেরুবে না। অন্যদিকে বাংলাদেশের এক মুশফিকুর রহিমের রানই ছয় হাজার ছুঁই ছুঁই (৯২ ম্যাচে ৫৯৬১), মুমিনুল হক করেছেন চার হাজারের বেশি রান (৬৫ ম্যাচে ৪২৬৫)। বাভুমা বাদে অন্য দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যানদের মোট সেঞ্চুরি ৯টি (মার্করামের ৭, ভেরেইনা ও বেডিংহামের ১টি করে), অথচ মুমিনুল একাই শতক হাঁকিয়েছেন ১৩টি, মুশফিকের সেঞ্চুরি সংখ্যা ১০।

দৃষ্টিপাত করা যাক বোলিং আক্রমণের দিকে। স্পিন বিভাগে বাংলাদেশের দুই প্রধান ভরসা অফস্পিনার মেহেদী হাসান মিরাজ (৪৭ টেস্টে ১৮৩ উইকেট) ও বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম (৪৭ টেস্টে ১৯৬ উইকেট) মিলে শিকার করেছেন ৩৭৯ উইকেট। আরেক অফস্পিনার নাঈম হাসান ১০ ম্যাচে উইকেট পেয়েছেন ৩৬টি। টাইগারদের পেস ডিপার্টমেন্ট

কম অভিজ্ঞ হলেও লাল বলে তাসকিন আহমেদ (১৫ টেস্টে ৩৮ উইকেট), খালেদ আহমেদ (১৫ টেস্টে ২৮ উইকেট) শরীফুল ইসলাম (১১ টেস্টে ২৫ উইকেট), হাসান মাহমুদ (৫ টেস্টে ২০ উইকেট) ও নাহিদ রানারা (৪ টেস্টে ১৩ উইকেট) সাম্প্রতিক সময়ে রয়েছেন দারুণ ছন্দে। গতির বলে অবশ্য অভিজ্ঞতায় এগিয়ে থাকবে প্রোটিয়ারা। দুই প্রতিষ্ঠিত পেসার পেসার ২৯ বছর বয়সী কাগিসো রাবাদা (৬৪ টেস্টে ২৯৯ উইকেট) ও ২৮ বছর বয়সী লুঙ্গি এনগিডির (১৯ টেস্টে ৫৫ উইকেট) পাশাপশি আছেন তুলনামূলক নতুন ৩৫ বছর বয়সী ডেন প্যাটারসন (৪ টেস্টে ৯ উইকেট) ও ২৬ বছর বয়সী পেস অলরাউন্ডার উইয়ান মুল্ডার (১৪ টেস্টে ২৫ উইকেট)। প্রোটিয়াদের স্পিনের কারিগর তিনজন হলেন ৩৪ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার কেশব মহারাজ (৫২ টেস্টে ১৭১ উইকেট), ৩৪ বছর বয়সী অফস্পিনার ডেন পিট (১১ টেস্টে ৩৬ উইকেট) ও ৩০ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার সেনুরান মুথুসামি (৩ টেস্টে ২ উইকেট)। সত্যিকার অর্থে বোলিংয়ে বাংলাদেশের জন্য প্রধান হুমকি হতে পারেন রাবাদা, এনগিডি ও মহারাজ। এই তিনজনকে ঠিকঠাক সামলে ব্যাটসম্যানরা যদি স্কোরবোর্ডে ভালো সংগ্রহ এনে দিতে পারেন, তবে বোলারদের ওপর কিন্তু আস্থা রাখাই যায়। তাহলে টেস্টে বাংলাদেশের অনেক স্মরণীয় জয়ের সাক্ষী শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে দারুণ কিছুর হাতছানি অপেক্ষা করছে। এ ছাড়া সাকিব আল হাসান যদি সত্যি সত্যিই মিরপুরে তাঁর বিদায়ী টেস্ট খেলতে নামেন, তবে ৭১ ম্যাচে ৪৬০৯ রান ও ২৪৬ উইকেটের অভিজ্ঞতাও যোগ হবে বাংলাদেশের একাউন্টে যা হতে পারে প্লাস পয়েন্ট।

এ পর্যন্ত ৫৯ ম্যাচে ২ সেঞ্চুরি ও ২১ হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে ৩৫.২৫ গড়ে ৩১০২ রান

প্রোটিয়াদের এবারের দলের একমাত্র টেম্বা বাভুমার রয়েছে বাংলাদেশে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা, কিন্তু চোটের কারণে তিনি মিরপুরে প্রথম ম্যাচ খেলতে পারবেন না...

করা টেম্বা বাভুমা দলের চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থেকে সুস্থ হয়ে দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারলে অনভিজ্ঞ দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইনআপ অনেকটাই সমৃদ্ধ হবে। মূলত বাভুমা ও মার্করাম–ব্যাটিংয়ে এই দুজনই বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন। অবশ্য রান প্রসবা উইকেটসমৃদ্ধ চট্টগ্রামের দিকে তাকিয়ে না থেকে মিরপুরের রহস্যময় উইকেটে প্রথম সুযোগেই প্রোটিয়াবধের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাতে হবে বাংলাদেশকে। ভুলে গেলে চলবে না, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে যেমন-তেমন হলেও টেস্ট ক্রিকেট কিন্তু গেয়ে যায় অভিজ্ঞতার জয়গান। এই তো কয়েক দিন আগে এই অভিজ্ঞতার ওপর ভর করেই কিন্তু পাকিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করার বিস্ময়কর কীর্তি গড়েছে বাংলাদেশ। এবার তুলনামুলক কম অভিজ্ঞ দল নিয়ে পাকিরা ঘরের মাঠে ধরাশায়ী হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ভারত সফরে গিয়ে নাজমুল হোসেন শান্ত বাহিনী দুর্ধর্ষ রোহিত শর্মাদের বিপক্ষে উভয় টেস্টে গোহারা হলেও এতে এত হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ, টেস্ট ক্রিকেটের বাংলাদেশ বরাবরই এ রকম, অধারাবাহিকতা যাঁদের নিত্যসঙ্গী। নানা সমীকরণে এবার তুলনামূলক অনভিজ্ঞ দক্ষিণ আফ্রিকাকে টেস্টে প্রথমবার 'দেখে নেওয়ার' যে দারুণ সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের সামনে, এমন সুবর্ণ সুযোগ কিন্তু বারবার আসবে না।

সাদা পোশাকে এর আগে প্রত্যেক দেখায় প্রোটিয়া দলে ছিল তারকার সমাহার। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সফরে আসা স্কোয়াডে যেমন ছিলেন হাশিম আমলা, ফ্যাফ ডুপ্লেসি, কুইন্টন ডি কক, জেপি ডুমিনি, ডেল স্টেইন, মর্নে মরকেল ও ভারনন ফিল্যান্ডারের মতো সুপারস্টাররা। অথচ এবারের দলটা অনেকটাই সাদামাঠা। বোলিংয়ে রাবাদা, মহারাজ ও এনগিডি এবং ব্যাটিংয়ে বাভুমা ও মার্করাম ছাড়া বলার মতো স্বীকৃত কোনো তারকা নেই। তা ছাড়া চাপে ভেঙে পড়া তো প্রোটিয়াদের চিরায়ত স্বভাবই। এই তো কদিন আগেই তারা শারজায় ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে আফগানিস্তানের কাছে, এরপর আবুধাবিতে আয়ারল্যান্ডের কাছে একটি টি-টোয়েন্টি এবং একটি ওয়ানডেতে পরাজিত হয়েছে। ফলে ঘরের মাঠে সুবিধা কাজে লাগিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত দক্ষিণ আফ্রিকাকে একটু চাপে ফেলতে পারলেই কিন্তু বাংলাদেশ পেয়ে যেতে পারে বহু আকাঙ্ক্ষিত টেস্ট জয়ের দেখা! এটা অনেকের কাছে এখন হয়তো বা স্বপ্ন মনে হতে পারে। তা হোক। অকল্পণীয় কিছু সত্যি হওয়ার আগে কিন্তু তা কারও না কারও মনে স্বপ্ন হয়েই উঁকি দেয়; তারপরই না পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পরশে পায় পূর্ণতা।

টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের ব্যাটিং ও বোলিং পরিসংখ্যান...

খেলোয়াড়	ম্যাচ	ইনিংস	রান	গড়	সর্বোচ্চ	১০০/৫০	ইনিংস	উইকেট	গড়	সেরা
টেম্বা বাভুমা	৫৯	১০১	৩১০২	৩৫.২৫	১৭২	২/২১	৫	১	৬১.০০	১/২৯
এইডেন মার্করাম	৩৯	৭১	২৫১০	৩৫.৮৫	১৫২	৭/১১	১৫	৩	৬৬.০০	২/২৭
কাইল ভেরেইনা	১৮	২৯	৭১৯	২৭.৬৫	১৩৬*	১/৩	-	-	-	-
ডেভিড বেডিংহাম	৬	১০	৪০৪	৪০.৪০	১১০	১/২	-	-	-	-
টনি ডি জর্জি	৬	১১	৩০৮	২৮.০০	৮৫	০/২	-	-	-	-
রায়ান রিকেল্টন	৫	৯	১৮৪	২৩.০০	৪২	০/০	-	-	-	-
ট্রিস্টান স্টাবস	৩	৬	১৪২	২৩.৬৬	৬৮	০/১	-	-	-	-
কাগিসো রাবাদা	৬৪	৯৯	৯৩২	১১.৩৬	৪৭	০/০	১১৬	২৯৯	২২.০৮	১৩/১৪৪
কেশব মহারাজ	৫২	৮৩	১১৩৫	১৪.৭৪	৮৪	০/৫	৮৭	১৭১	৩০.৭৮	১২/২৮৩
লুঙ্গি এনগিডি	১৯	৩০	৯৭	৪.৮৫	১৯	০/০	৩৩	৫৫	২৩.১৪	৮/১০২
ডেন পিট	১১	১৬	১৮২	১৪.০০	৫৬	০/১	১৮	৩৬	৩৯.০৮	৮/১৫২
উইয়ান মুল্ডার	১৪	২৪	৪০১	১৭.৪৩	৪২	০/০	২৪	২৫	২৫.০০	৬/৬৭
ডেন প্যাটারসন	৪	৮	৬৬	১৩.২০	৩৯*	০/০	৭	৯	৪৪.৩৩	৩/৯৭
সেনুরান মুথুসামি	৩	৬	১০৫	২৬.২৫	৪৯*	০/০	৪	২	৯৫.০০	১/৮৩

* ১৬ সদস্যের দলে থাকা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ম্যাথু ব্রিটজকে এবং ব্যাটিং অলরাউন্ডার ডেভাল্ড ব্রেভিসের এখনো টেস্ট অভিষেক হয়নি

ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিন ম্যাচেই অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে বাংলাদেশ দল

টি-টোয়েন্টি সিরিজেও বাংলাদেশের ভরাডুবি

● মো. মাহবুবুর রশিদ ●

টি-টোয়েন্টি সিরিজে অনেকটা দ্বিতীয় সারির দলই খেলিয়েছে ভারত। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে তারুণ্যনির্ভর দল সাজিয়ে তারা চালিয়েছে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও। তাতেই বাংলাদেশের অবস্থা হয়েছে শোচনীয়! ন্যক্কারজনক ব্যাটিং, অসহায় বোলিং আর এলোমেলো ফিল্ডিং মিলিয়ে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের বিদায়ী সিরিজটার পরিণতি হয়েছে দুঃস্বপ্নের মতো। টেস্টে ২-০ তে হারার পর নাজমুল হোসেন শান্তর দল টি-টোয়েন্টিতে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ তো হয়েছেই, এমনকি ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি একটা ম্যাচেও। তিন ম্যাচের তিনটিতেই বলতে গেলে প্রতিটি বিভাগেই খড়কুটোর মতোই উড়ে গেছে টাইগাররা। ব্যাটিং নিয়ে বাংলাদেশের সমস্যা তো পুরোনোই। ভারত সফরে যা চরমভাবে ভুগিয়েছে। কিন্তু বোলিং নিয়ে কিছুটা গর্বের জায়গা তৈরি হচ্ছিল বাংলাদেশের। এবার বুঝি সেটাও গেল! বাংলাদেশি বোলারদের নির্মমভাবে পিটিয়ে ছাতু বানিয়েছে ভারতের ব্যাটসম্যানরা। ব্যাটিং-সহায়ক উইকেটে লাইন, লেন্থের বালাই ছিল না; এমনকি ছিল না বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগও। পেসার তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব ও শরীফুল ইসলাম এবং স্পিনার রিশাদ হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ ও শেখ মেহেদী হাসান; এক-আধটা ব্যতিক্রম বাদে বাংলাদেশের নিয়মিত বোলারদের মোটামুটি প্রত্যেকের কপালেই জুটেছে বেধড়ক ধোলাই। অন্যদিকে ভারতীয় বোলাররা কিন্তু ঠিকই ছড়ি ঘুরিয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের ওপর। দুই দলের ফিল্ডিংয়েও ছিল আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সব মিলিয়ে এবারের ভারত সিরিজ যেন বাংলাদেশের জন্য আরেকটা শিক্ষা-সফর!

বাংলাদেশকে নিয়ে ছেলেখেলায় মেতে উঠে ভারত গড়েছে রেকর্ডের পর রেকর্ড! টি-টোয়েন্টি নয়, যেন টি-টেন ক্রিকেট খেলেছে সূর্যকুমারের দল। ছোট্ট একটা পরিসংখ্যান জানানো যাক। টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত গড়ে ওভারপ্রতি তুলেছে ১২.৫৫ হারে রান। আর বাংলাদেশের রান তোলার হার ছিল ওভারপ্রতি গড় ৭.১০। এই যে প্রতি ওভারে পাঁচেরও বেশি পার্থক্য, যার অর্থ ইনিংসপ্রতি উভয় দলের রানের ব্যবধান কমপক্ষে ১০০'রও বেশি! অবস্থা যখন এই, তখন তো সেখানে ছিটেফোঁটা লড়াইয়ের অনুসঙ্গও থাকে না; থাকে কেবল অসহায় আত্মসমর্পণের করুণ প্রদর্শনী।

বাংলাদেশ-ভারত প্রথম টি-টোয়েন্টি ছিল গোয়ালিয়রের শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ১২৭ রানে অলআউট হওয়া বাংলাদেশকে ধসিয়ে দিয়ে ৪৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের একতরফা জয় তুলে নেয় ভারত। অনেক দিন পর টি-টোয়েন্টি দলে ফেরা মেহেদী হাসান মিরাজের ৩২ বলে অপরাজিত ৩৫ রান এবং পরে ৭ রানে ১ উইকেট নেওয়া ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো বলার মতো ঘটনা নেই। ভারতের বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিং (৩.৫-০-১৪-৩) ও লেগ স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে (৪-০-৩১-৩) সামলাতে যেন 'জান' বেরিয়ে গেছে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানদের।

সেই ২০১৯ সালে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ প্রথম ও একমাত্র টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতেছিল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। একই মাঠে এবার দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে সূর্যকুমার বাহিনী টাইগারদের 'উপহার' দিয়েছে ৮৬ রানের পরাজয়। নীতিশ কুমারের ৩৪ বলে ৭৪ ও রিংকু সিংয়ের ২৯ বলে ৫৩ রানের ওপর ভর করে ভারত ৯ উইকেটে তোলে ২২১ রান। রিশাদ হোসেন ৩ উইকেট পেলেও খরচ করেন ৫৫ রান; তারচেয়ে ৪ ওভারে ১৬ রানে ২ উইকেট নেওয়া তাসকিন আহমেদ ছিলেন দুর্দান্ত। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে যথারীতি নিজেদের 'চেহারায়' আবির্ভূত হওয়া বাংলাদেশ করতে পারে ৯ উইকেটে ১৩৫। মাহমুদউল্লাহর ৩৯ বলে ৪১ রানের ইনিংস দলের পরাজয়ের ব্যবধানই কেবল কমিয়েছে। নীতিশ কুমার ও বরুণ চক্রবর্তী দখল করেন ২টি করে উইকেট।

আইপিএলের পরিসংখ্যান জানাচ্ছিল, হায়দরাবাদের রাজিব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম মানেই 'রানের খনি'! এখানে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি যে বাংলাদেশের বোলারদের কপালে এমন 'শনি' লিখে রেখেছিল, কে জানত তা। শুরুতে ব্যাটিংয়ে নামা ভারত ওপেনার সঞ্জু স্যামসনের সেঞ্চুরি (৪৭ বলে ১১১), অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ৩৫ বলে ৭৫, হার্দিক

পান্ডিয়ার ১৮ বলে ৪৭ ও রিয়ান পরাগের ১৩ বলে ৩৪ রানের সৌজন্যে স্কোরবোর্ডে জমা করে ৬ উইকেটে ২৯৭ রান! ৩ উইকেট নিতে গিয়ে ৬৬ রান খরচ করতে হয় তানজিম হাসান সাকিবকে। টার্গেট যখন ৩০০ ছুঁই ছুঁই, তখন আসলে চোখ বন্ধ করে ব্যাট চালানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। বাংলাদেশ মেরেকেটে করতে পারে ৭ উইকেটে ১৬৪, যেখানে বড় অবদান ছিল তাওহিদ হৃদয়ের ৪২ বলে অপরাজিত ৬৩ ও লিটন দাসের ২৫ বলে ৪২ রানের দুটি ইনিংসের। লেগ স্পিনার রবি বিষ্ণয় ৩০ রানে পকেটে পুরেন ৩ উইকেট, ডানহাতি পেসার মায়াঙ্ক যাদব ৩২ রানে ২টি। ১৩৩ রানে ম্যাচ জিতে ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজটা নিজেদের করে নেয় ভারত।

ভারতের তাণ্ডবে হায়দরাবাদে হয়েছে রেকর্ডের বন্যা! উল্লেখযোগ্য কয়েকটির কথা জানানো যাক। ২৯৭/৬, এই সংস্করণে ভারতের সর্বোচ্চ স্কোর, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস। সর্বোচ্চ ৩১৪/৩ রান নেপালের (মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে হাংজুতে, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩)। তবে, দুটি টেস্ট খেলুড়ে দেশের মধ্যকার ম্যাচে ভারতের এই ২৯৭ রানই সর্বোচ্চ। স্বভাবতই, এটি বাংলাদেশের বিপক্ষেও সর্বোচ্চ ইনিংস, আগের সর্বোচ্চ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ২২৪/৪ (পচেফস্ট্রুমে, ২৯ অক্টোবর ২০১৭)। ১৩৩ রানের জয় রানের হিসেবে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ জয়। টি-টোয়েন্টিতে এ ছাড়া ১৬৮ (বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, আহমেদাবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) ও ১৪৩ (বিপক্ষ আয়ারল্যান্ড, ডাবলিন, ২৯ জুন ২০১৮) রানে জেতার রেকর্ড আছে ভারতের। ভারতের কাছে এবার ১৩৩ রানে হারার আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয় ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ১০৪ রান (সিডনি, ২৭ অক্টোবর ২০২২)। ডানহাতি পেসার তানজিম হাসান সাকিব ৪ ওভারে ৬৬ রানে ৩ উইকেট নিয়ে গড়েছেন খরুচে বোলিংয়ের নতুন রেকর্ড। বাংলাদেশের পক্ষে আগের রেকর্ড ছিল যুগ্মভাবে রুবেল হোসেন (৪-০-৬৩-২, বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মিরপুর, ১০ ডিসেম্বর ২০১২) ও মাশরাফি মুর্তজার (৪-০-৬৩-০, বিপক্ষ পাকিস্তান, মিরপুর, ৩০ মার্চ ২০১৪)।

প্রথম টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

ভেন্যু : শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম, গোয়ালিয়র
তারিখ : ৬ অক্টোবর ২০২৪
টস জয় : ভারত (ফিল্ডিং)
বাংলাদেশ ইনিংস : ২০ ওভারে ১২৭ রানে অলআউট (মেহেদী হাসান মিরাজ অপরাজিত ৩৫, নাজমুল হোসেন শান্ত ২৭, তাওহিদ হৃদয় ১২, তাসকিন আহমেদ ১২, রিশাদ হোসেন ১১; অর্শদীপ সিং ৩/১৪, বরুণ চক্রবর্তী ৩/৩১,

দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত বল (৪-০-১৬-২) করেন তাসকিন আহমেদ

ওয়াশিংটন সুন্দর ১/১২, মায়াঙ্ক যাদব ১/২১, হার্দিক পান্ডিয়া ১/২৬)
ভারত ইনিংস : ১১.৫ ওভারে ১৩২/৩ (হার্দিক পান্ডিয়া অপরাজিত ৩৯, সূর্যকুমার যাদব ২৯, সঞ্জু স্যামসন ২৯, নীতিশ কুমার অপরাজিত ১৬, অভিষেক শর্মা ১৬; মেহেদী হাসান মিরাজ ১/৭, মোস্তাফিজুর রহমান ১/৩৬)
ফল : ভারত ৭ উইকেটে জয়ী
প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ : অর্শদীপ সিং (ভারত)

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

ভেন্যু : অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, দিল্লি
তারিখ : ৯ অক্টোবর ২০২৪
টস জয় : বাংলাদেশ (ফিল্ডিং)
ভারত ইনিংস : ২০ ওভারে ২২১/৯ (নীতিশ কুমার ৭৪, রিংকু সিং ৫৩, হার্দিক পান্ডিয়া ৩২, অভিষেক শর্মা ১৫, রিয়ান পরাগ ১৫; রিশাদ

তৃতীয় ম্যাচে অপরাজিত ৬৩ রানের ইনিংস আসে তাওহিদ হৃদয়ের ব্যাট থেকে

হোসেন ৩/৫৫, তাসকিন আহমেদ ২/১৬, মোস্তাফিজুর রহমান ২/৩৬, তানজিম হাসান সাকিব ২/৫০)
বাংলাদেশ ইনিংস : ২০ ওভারে ১৩৫/৯ (মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ৪১, পারভেজ হোসেন ইমন ১৬, মেহেদী হাসান মিরাজ ১৬, লিটন দাস ১৪, নাজমুল হোসেন শান্ত ১১; বরুণ চক্রবর্তী ২/১৯, নীতিশ কুমার ২/২৩, ওয়াশিংটন সুন্দর ১/৪, অভিষেক শর্মা ১/১০, রিয়ান পরাগ ১/১৬, অর্শদীপ সিং ১/২৬, মায়াঙ্ক যাদব ১/৩০)
ফল : ভারত ৮৬ রানে জয়ী
প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ : নীতিশ কুমার (ভারত)

তৃতীয় টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

ভেন্যু : রাজিব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম, হায়দরাবাদ
তারিখ : ১২ অক্টোবর ২০২৪
টস জয় : ভারত (ব্যাটিং)
ভারত ইনিংস : ২০ ওভারে ২৯৭/৬ (সঞ্জু স্যামসন ১১১, সূর্যকুমার যাদব ৭৫, হার্দিক পন্ডিয়া ৪৭, রিয়ান পরাগ ৩৪; তানজিম হাসান সাকিব ৩/৬৬, মাহমুদউল্লাহ ১/২৬, তাসকিন আহমেদ ১/৫১, মোস্তাফিজুর রহমান ১/৫২)
বাংলাদেশ ইনিংস : ২০ ওভারে ১৬৪/৭ (তাওহিদ হৃদয় অপরাজিত ৬৪, লিটন দাস ৪২, তানজিদ হাসান তামিম ১৫, নাজমুল হোসেন শান্ত ১৪; রবি বিষ্ণয় ৩/৩০, মায়াঙ্ক যাদব ২/৩২, ওয়াশিংটন সুন্দর ১/৪, নীতিশ কুমার ১/৩১)
ফল : ভারত ১৩৩ রানে জয়ী
প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ : সঞ্জু স্যামসন (ভারত)
প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ : হার্দিক পান্ডিয়া (ভারত)
সিরিজের অবস্থা : ৩ ম্যাচের সিরিজ ভারত ৩-০ তে জয়ী

সেকান্দার আলী

টেস্টের মরু দেখা শান্তদের

এক মাসের ব্যবধানে টেস্ট ক্রিকেটে মেরু আর মরু দেখা হলো বাংলাদেশের। পাকিস্তানে ছিল ভরপুর প্রাপ্তিতে বরফশীতল সফর। ভারতে ব্যর্থ সিরিজে দেখা গেছে মরুর খরা। ব্যাটাররা রান করতে পারেননি। বোলিংয়ে সেই ধারও পরিলক্ষিত হয়নি। স্পোর্টিং উইকেটেও তিন শ রানের ইনিংস নেই একটিও। চেন্নাই বা কানপুর লড়াই জমেনি কোথাও। ভারতের বিপক্ষে খেলা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সিরিজটি ছিল বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের জন্য মরুর মরীচিকার মতোই। পাকিস্তানে এত ভালো খেলার পর ভারতে চরম ব্যর্থতার কারণ নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠেছে। গেম প্ল্যানে দুর্বলতা ছিল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কানপুর টেস্টের পারফরম্যান্সই দুর্বলতার প্রমাণ। রোহিত শর্মাদের টি২০ স্টাইলে খেলার কৌশল বুঝতেই পারেনি বাংলাদেশ। অথচ কৌশল পরিবর্তন করে খেলা গেলে সিরিজ নির্ধারণী দ্বিতীয় টেস্ট হারতে হতো না।

ভারতের বিপক্ষে এবারের সিরিজে ভালো খেলার ব্যাপারে খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলেন ক্রিকেটাররা। কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, পাকিস্তানে পাওয়া সাফল্যের ছোঁয়ায় ভারতেও ভালো খেলবে তার দল। তিনি সিরিজটিকে দেখতে চেয়েছিলেন উন্নতি প্রকাশের মঞ্চ হিসেবে। সে পরীক্ষায় চূড়ান্ত রকমের ফেল বাংলাদেশ। ভারতের মাটিতে আগে যে তিনটি টেস্ট খেলেছিলেন নাজমুল হোসেন শান্তরা, ব্যর্থতায় সে তিন ম্যাচকে ছাপিয়ে গেছে এবার। কেন এমন হলো জানতে চাওয়া হলে হাথুরুসিংহে সামনে এনেছিলেন ব্যাটিং ব্যর্থতাকে। ব্যাটাররা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী খেলতে পারেনি বলে দাবি কোচের। বাস্তবতা হলো টেস্ট ক্রিকেটে শক্তিশালী বোলিং লাইনআপের বিপক্ষে বাংলাদেশ ভালো খেলতে পেরেছে খুব কম সময়ই। শান্তরা ভালো খেলার ধারাবাহিকতা রাখতেও পারেন না। ২০২২ সালে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের পরের সিরিজেই দেখতে হয়েছে ভরাডুবি। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারেননি মুমিনুল হকরা। বড় ইনিংস খেলতে না পরাই ব্যর্থতার কারণ। নাজমুল হোসেন শান্তরা কেন যে ধারাবাহিকতা রাখতে পারেন না, তা গবেষণার দাবি রাখে।

বাংলাদেশ দলের সাম্প্রতিক টেস্ট পারফরম্যান্সে উন্নতি দেখায় এবারের সিরিজটিকে একটু বেশিই গুরুত্ব দিয়েছিল ভারত। দেশের মাটিতে সেরা দল নিয়ে খেলেছে, স্পোর্টিং কন্ডিশন বানিয়ে। চেন্নাইয়ের এম এ চিদাম্বরম তথা চিপক স্টেডিয়ামের উইকেট ঐতিহ্যগতভাবে স্পিনবান্ধব। সেখানেও স্পোর্টিং উইকেট করা হয়েছিল লাল মাটি দিয়ে। বাংলাদেশ সচরাচর লাল মাটির উইকেটে খেলে না। বিকেএসপিতে লাল মাটির পিচ থাকলেও খেলা হয় লিস্ট-এ ম্যাচ। প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা হয় এমন কোনো ভেন্যুতেই লাল মাটির উইকেট নেই। এ কারণে চেন্নাইয়ের উইকেট বুঝতে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। ধোকায় পড়ে আগে বোলিং করার সিদ্ধান্ত খারাপ ছিল না। তবে ব্যাটিং নিলে বেশি ভালো হতো বলে মনে করেছেন ধারাভাষ্যকাররা। কারণ, চেন্নাইয়ে চতুর্থ ইনিংসে স্পিন ধরে। ভারতের রবিচন্দ্র অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজা এই সুবিধা ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে সফল হয়েছেন। বাংলাদেশের বোলিং খারাপ ছিল তা নয়। প্রথম দিনের প্রথম দুই সেশনে জাদুর মতো বোলিং করে গেছেন হাসান মাহমুদ। চার উইকেট নিয়ে ভারতকে লো স্কোরে বেঁধে ফেলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাকি বোলাররা কার্যকর বোলিং করতে না পারায় প্রথম ইনিংসে অশ্বিন ও জাদেজা রেকর্ড জুটি গড়ে বাংলাদেশকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন। এই জায়গায় মুন্সিয়ানা দেখাতে পারেননি অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। বোলার পরিবর্তনে গতানুগতিক ছিলেন তিনি। জুটি ভাঙতে মুমিনুল হককে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারতেন তিনি। চাইলে নিজেও এক দুই ওভার বোলিং করে দেখতে পারতেন। সেট ব্যাটারদের ফোকাস নড়াতে ভালো কৌশল হতে পারত বোলিং পরিবর্তন। অচেনা বোলারদের খেলা সব সময়ই কঠিন। পারফরম্যান্স এনালিস্ট কোচের ল্যাপটপেও অনিয়মিত বোলারদের বোলিং ভিডিও খুব একটা থাকে না। বিচক্ষণ অধিনায়করা এ রকম কৌশল কাজে লাগিয়ে থাকেন। রোহিত শর্মাই তো মাঝেমধ্যে বিরাট কোহলিকে বোলিং করতে দেন।

ভারতের বিপক্ষে লাল বলের ক্রিকেটে বাংলাদেশ কখনোই তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারেনি। এবার উন্নতির ছাপ রাখার সুযোগ ছিল। শক্তিশালী ব্যাটিং ও বোলিং লাইনআপ নিয়ে খেলেছে বাংলাদেশ। মুশফিকুর রহিম, মুমিনুল হক, লিটন কুমার দাস ছন্দে ছিলেন। এই তিনজনের মধ্যে মুমিনুল ছাড়া তিন অঙ্কের রানে যেতে পারেননি কেউই। প্রথম টেস্টে শান্ত ৮২ রানের ইনিংস খেলেছেন। সঙ্গীর অভাবে মেরে খেলতে গিয়ে শেষে আউট হন তিনি। অথচ স্বাগতিক দলের স্পিন অলরাউন্ডার অশ্বিন আর জাদেজা অসম্ভব ভালো ব্যাটিং করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে শুভমান লিগ ও ঋষব পন্ত সেঞ্চুরি হাঁকান বোলারদের ব্যর্থ করে। এই জুটিকে আউট করতে সিনিয়র ক্রিকেটারদের সেভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা

যায়নি। সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিমের কাছ থেকে কোনো পরামর্শ পাননি অধিনায়ক। দেখে মনে হয়েছে সবাই মিলে মুখোস্ত টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। বোলাররা একের পর এক এসে ওভার শেষ করে চলে গেছেন। নতুন কিছু করার চেষ্টা ছিল না। নিজের বুদ্ধি ও নিজস্ব কৌশল কাজে লাগাতে দেখা যায়নি। অথচ কানপুর টেস্টে রহিত শর্মার কৌশল দারুণভাবে ফিট করে গেছে। কানপুর টেস্টের বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিন খেলা হয়েছিল ৩৫ ওভার। তিন উইকেটে ১০৭ রানে ছিল বাংলাদেশ। পরের দুই দিন খেলা হয়নি বৃষ্টি ও মাঠ ভেজা থাকার কারণে। বেশির ভাগ মানুষ ধরে নিয়েছিল গেম ড্র হতে চলেছে। অথচ চতুর্থ দিন মাঠে নামার আগে ভারত অধিনায়ক টিম মিটিংয়ে সতীর্থদের বলেছিলেন, আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে। বোলারদের বলেছিলেন- বাংলাদেশ জুটি গড়ে তুললে ৮০ ওভার বোলিং করতে হতে পারে। সেভাবে মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ নিয়েছিলেন। অশ্বিনদের বলেছিলেন, দ্রুত অলআউট করার পরিকল্পনা নিয়ে বোলিং করতে। নেতার কথায় উজ্জীবন বোলিং ইউনিট বাজিমাত করে ২৩৩ রানে বাংলাদেশকে গুটিয়ে দেয়। মুমিনুল হক একা লড়াই করে গেছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলিং লাইনআপের সামনে। তিনি হার না মানা ১০৭ রানের ইনিংস খেলেছেন ১৯৪ বলে। সাকিব, মুশফিক, লিটন, মিরাজরা সঙ্গ দিতে পারলে মুমিনুল নিজের ইনিংস আরও বড় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বাঁহাতি এ ব্যাটারের সঙ্গে দুটি ১০০ রানের জুটি হলেও লড়াকু স্কোর হতো বাংলাদেশের। প্রথম ইনিংসে সাড়ে তিন শ রান হলে টি২০ খেলার ঝুঁকি নিত না ভারত। রোহিত ব্যাটারদের টার্গেট দিয়েছিলেন ৫০ ওভারে ৪০০ রান করার। সাকিব ও মিরাজ ভালো বোলিং করায় ২৮৫ রানে ৯ উইকেটে ইনিংস ঘোষণা করতে বাধ্য হয় স্বাগতিকরা। ৫২ রানের লিডটাও ভারতকে মানসিকভাবে চাঙা রেখেছে। বাংলাদেশ বেশি খারাপ খেলেছে দ্বিতীয় ইনিংসে। দেড় শ রানের নিচে অলআউট হয়ে ভারতের হাতে ম্যাচ তুলে দিয়েছে। লো স্কোরিং ম্যাচ ভারত দুই দিনে জিতে নিয়ে লজ্জা দিয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের।

ভারতের সঙ্গে খেলার আগেই মনস্তাত্তিকভাবে পিছিয়ে থাকে বাংলাদেশ। ভারত শক্তিশালী দল, বোলিং ও ব্যাটিং লাইনআপের সঙ্গে র‍্যাঙ্কিং দেখে বিচলিত হন ক্রিকেটাররা, যা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে পারফরম্যান্সে। টেস্টের আগে পরে বাংলাদেশের খেলোয়াড় ও কোচের সংবাদ সম্মেলনগুলো বিশেষণ করলে দেখা যাবে পরাজয় মেনে নিয়েই খেলতে নেমেছিল তারা।

ভারতকে বড় করে দেখা এবং দেখানোর পুরোনো অভ্যাস থেকে বেরোতে পারেনি বাংলাদেশ। যে কারণে লড়াই করার মানসিকতা দেখাতে পারেনি ভারতের মাটিতে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভারতের মাটিতে লম্বা সময় কোনো কিছু না খেলা। এই সিরিজের আগে রঞ্জি দলের সঙ্গে হলেও এইচপি বা বিসিবি একাদশে জাতীয় দলের কয়েকজন ক্রিকেটারকে খেলানো গেলে কন্ডিশন বুঝতে সুবিধা হতো। পাকিস্তান সফরে যেটা খুব কাজে দিয়েছে 'এ' দলের খেলা থাকায়।

মুশফিকুর রহিম, মুমিনুল হক চার দিনের ম্যাচ খেলে কন্ডিশনে মানিয়ে নিয়েছিলেন। আর তারাই ছিলেন টেস্ট সিরিজের সফল ব্যাটার। বিসিবি চেষ্টা করে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলে আরও খানিকটা ভালো খেলতে পারত বাংলাদেশ। কারণ, কন্ডিশনে মানিয়ে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে বাংলাদেশ চেন্নাইয়ে পৌঁছানোর তিন দিনের মাথায় টেস্ট খেলতে নেমেছে। ইংল্যান্ড থেকে লম্বা ভ্রমণ করে ম্যাচের এক দিন আগে এসেছেন সাকিব। একটি টেস্ট সিরিজ খেলার জন্য যতটা পরিকল্পনা থাকতে হয়, সেটা ছিল না বাংলাদেশের।

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অঘোর মন্ডলকে স্মরণ

প্রথিতযশা ক্রীড়া সাংবাদিক ও বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসজেএ)'র সিনিয়র সদস্য ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অঘোর মন্ডলের স্মরণ সভা ২ অক্টোবর বিএসজেএ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। 'শ্রদ্ধায় স্মরণ' শীর্ষক সভায় সাবেক খেলোয়াড়, সংগঠক, সাংবাদিকবৃন্দ প্রিয় অঘোর মন্ডলের স্মৃতিচারণ করেন। এই স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন অঘোর মন্ডলের দুই মেয়ে অরুনিমা মন্ডল ও অর্পিতা মন্ডল। বিএসজেএর সিনিয়র সদস্য রায়হান আল মুঘনির সঞ্চালনায় স্মরণ সভার সভাপতিত্ব করেন বিএসজেএর সভাপতি এটিএম সাইদুজ্জামান। বক্তব্য রাখেন জাতীয় দলের সাবেক মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ও সংগঠক কামরুন নাহার ডানা, জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার শেখ মোহাম্মদ আসলাম, জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও বর্তমানে জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু, জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় আব্দুল গাফফার, জাতীয় দলের সাবেক হকি খেলোয়াড় রফিকুল ইসলাম কামাল, সাংবাদিক শফিকুল করিম সাবু, ক্রীড়া সংগঠক আশিকুর রহমান মিকু, সাংবাদিক কামাল আহমেদ, সাংবাদিক শহীদুল আজম, জাগো নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি আরিফুর রহমান বাবু, প্রথম আলোর সাংবাদিক তারেক মাহমুদ, দৈনিক কালের কণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি মাসুদ পারভেজ, বিএসজেএ'র সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান, দেশ রূপান্তরের সম্পাদক মোস্তফা মামুন, সাংবাদিক আরাফাত জুবায়ের, সাংবাদিক তাওসিয়া ইসলাম ও অঘোর মন্ডলের বড় মেয়ে অরুনিমা।

লেখক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রায়শই দেখা যায়, কেউ কেউ 'ক্রীড়াজগত'-এ পাঠানো লেখা প্রকাশের আগেই অন্যত্র ছাপিয়ে থাকেন কিংবা কখনো কখনো অনলাইনে প্রকাশিত লেখা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কপিপেস্ট করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে থাকেন, যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। সংশ্লিষ্ট সবাই আগামীতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়।

সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

ভারতের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শুরুর আগে বিদায়ী সংবর্ধনায় দলের পক্ষ থেকে মাহমুদউল্লাহর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত

টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেন মাহমুদউল্লাহ

মো. মনির উদ্দিন

ভারত সফরে যাওয়ার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল গুঞ্জন, মিলছিল ইঙ্গিতও। দ্বিতীয় ম্যাচের আগের দিন দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সংবাদ সম্মেলনে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেন, এই সিরিজ শেষেই তিনি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেবেন। পরদিন দলের পক্ষে করেন সর্বোচ্চ ৪১ রান। তাঁর ৩৯ বলে ৩ ছক্কায় সাজানো 'স্বভাবসুলভ' ইনিংসটি বাংলাদেশের হার এড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। মাহমুদউল্লাহর বিদায়ী ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু রেকর্ডের পর রেকর্ডে বাংলাদেশকে পিষ্ট করে উল্টো ম্যাচটি অবিস্মরণীয় করে রেখেছে ভারত। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বাংলাদেশের বোলারদের ওপর তাণ্ডব চালিয়ে ২৯৭ রানের 'হিমালয়' গড়ার পর টাইগারদের ১৬৪ রানে আটকে দিয়ে গোহারা করেছে ১৩৩ রানের বিশাল ব্যবধানে। এই সংস্করণে জীবনের শেষ ইনিংসে ৯ বলে ৮ রান করে আউট হন মাহমুদউল্লাহ। বোলারদের 'দুঃস্বপ্নের' দিনে এর আগে শুরুতে ২ ওভার হাত ঘুরিয়ে ২৬ রান দিয়ে পেয়েছিলেন ১ উইকেট।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের অভিষেক ২০০৬ সালের ২৮ নভেম্বর। খুলনায় সেই ম্যাচে প্রতিপক্ষ ছিল জিম্বাবুয়ে। ওই ম্যাচের ৯ মাস পর ২০০৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর এই সংস্করণে দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলে বাংলাদেশ। নাইরোবির জিমখানা ক্লাব গ্রাউন্ডে কেনিয়ার বিপক্ষে ওই ম্যাচে টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয় মাহমুদউল্লাহর। তখনো টেস্ট ক্যাপ পাননি, ছিল কেবল একটি ওয়ানডে খেলার অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশের জার্সি গায়ে জীবনের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ছয়ে নেমে ৮ বলে ২ রানের বেশি করতে না পারলেও উদ্‌যাপন করেছেন দলের ৫ উইকেটের জয়। সেই শুরু, যার শেষ হয়েছে ১২ অক্টোবর ২০২৪, হায়দরাবাদে। মাঝের ১৭ বছর ১৪১ দিনে ব্যক্তিগত ১৪১ ম্যাচ খেলার পথ-পরিক্রমায় মাহমুদউল্লাহ এই সংস্করণে বাংলাদেশের যত সাফল্য-ব্যর্থতা আর আনন্দ-আক্ষেপের নীরব সাক্ষী হয়েছেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট তাঁকে বিশেষভাবে মনে রাখবে দুটি ঘটনার কারণে, যে দুই মুহূর্তের কথা স্মরণ করেছেন নিজেই। ২০১৬ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে বেঙ্গালুরুতে জয়ের জন্য ৪ উইকেট হাতে নিয়ে শেষ ৩ বলে ২ রান দরকার ছিল বাংলাদেশের। হার্দিক পান্ডিয়ার চতুর্থ বলে মুশফিকুর রহিম (১১) ক্যাচ তুলে দেওয়ার পরের বলেই দলকে বিপদে ফেলে একইভাবে আউট হয়ে যান মাহমুদউল্লাহ (১৮) এবং শেষ বলে মোস্তাফিজের রান আউটে বাংলাদেশ জেতা ম্যাচটা হেরে যায় ১ রানে! ওই 'পাপমোচন' করেছেন ২০১৮ সালের মার্চে, শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত নিদাহাস ট্রফিতে। ফাইনালে উঠতে জিততেই হবে, কলম্বোয় লঙ্কানদের বিপক্ষে এমন এক স্নায়ুক্ষয়ী ম্যাচে মাহমুদউল্লাহর ১৮ বলে অপরাজিত ৪৩ রানের বিস্ফোরক ইনিংস বাংলাদেশকে এনে দিয়েছিল ২ উইকেটের স্মরণীয় জয়। মিরাজ ও মোস্তাফিজ আউটের পর শেষ চার বলে ১২ রান লাগে- এমন রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে পরের তিন বলে ৪, ২ ও ছক্কা মেরে খেলা শেষ করে বীরবেশে মাঠ ছাড়েন মাহমুদউল্লাহ।

টেস্ট ক্রিকেটকে নাটকীয়ভাবে বিদায় জানিয়েছেন আগেই, ২০২১ সালের জুলাইয়ে

মাহমুদউল্লাহর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার

সংস্করণ	ম্যাচ	ইনিংস	রান	গড়	সর্বোচ্চ	স্ট্রা. রেট	১০০/৫০	ইনিংস	উইকেট	গড়	সেরা	ক্যাচ
টেস্ট	৫০	৯৪	২৯১৪	৩৩.৪৯	১৫০*	৫৩.৪০	৫/১৬	৬৬	৪৩	৪৫.৫৩	৮/১১০	৩৮
ওডিআই	২৩২	২০২	৫৩৮৬	৩৫.৬৬	১২৮*	৭৬.৯২	৪/২৮	১৫১	৮২	৪৬.২৩	৩/৪	৮১
টি-টোয়েন্টি	১৪১	১২০	২৪৪৪	২৩.৫০	৬৪*	১১৭.৩৮	০/৮	৮০	৪১	২৭.৬৮	৩/১০	৫১

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। তুমুল আলোচিত ছিল সেই অবসর। কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি, হারারে মাঠে সিরিজের একমাত্র টেস্টের মাঝপথে মাহমুদউল্লাহকে সতীর্থদের গার্ড অব অনার দিতে দেখে সবাইকে যা অনুমান করে নিতে হয়েছে। টেস্ট দল থেকে বাদ পড়ার পর জিম্বাবুয়ে সফরে শেষ মুহূর্তে পুনরায় ডাক পেয়ে প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ২৭৮ বলে ক্যারিয়ারসেরা অপরাজিত ১৫০ রানের ইনিংস খেলে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার হাতে অনেকটা অভিমান নিয়েই বাংলাদেশের সাদা পোশাক খুলে রেখেছেন মাহমুদউল্লাহ। এর পর থেকে খেলে যাচ্ছিলেন দুই সংস্করণে। একটা সময় নেতৃত্ব হারান টি-টোয়েন্টির। এমনকি ২০২২ সালের এশিয়া কাপের পর বাদ পড়েন এই সংস্করণের দল থেকেও, খেলা হয়নি ওই বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপেও। কয়েক মাস বিরতির পর মাহমুদউল্লাহকে আবার টি-টোয়েন্টি দলে ফেরানো হয় গত বছরের মার্চে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিলেটে প্রত্যাবর্তন রাঙান ৩১ বলে ৫৪ রানের ইনিংস খেলে। এরপর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোম সিরিজে আরেকটি হাফ সেঞ্চুরি করলেও ক্রমেই বিবর্ণ হতে শুরু করে তাঁর ব্যাট। সর্বশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শোচনীয় পারফরম্যান্স (৭ ইনিংসে ১৫.৮৩ গড়ে ৯৫ রান, স্ট্রাইকরেটে ৯৪.০৫) এবং বিশেষ করে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সমীকরণ মিলিয়ে জিততে পারলে সেমিফাইনালে ওঠার হাতছানির ম্যাচে ৯ বলে ৬ রানের ইনিংস মাহমুদউল্লাহর এই সংস্করণের দলে থাকা নিয়ে নতুন করে জোরালো প্রশ্ন তুলে দেয়। অতঃপর বেশি দেরি না করে নিজেই টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের যতি টেনে দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে কাগজে-কলমে জীবনের ৩৮ বসন্ত পার করে আসা মাহমুদউল্লাহ রয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অধ্যায়ের সায়াহ্নবেলায়। এর পর থেকে তাঁকে বাংলাদেশের লাল-সবুজ জার্সি গায়ে কেবলই দেখা যাবে ওয়ানডেতে, তা-ও হয়তো বা আর খুব বেশিদিন নয়!

মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ : 'ক্রাইসিসম্যান' নাকি 'সাইলেন্ট কিলার'?

টি-টোয়েন্টিতে মাহমুদউল্লাহর যত কীর্তি...

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম ১০০ ম্যাচ খেলার মাইলফলক এবং সর্বাধিক ১৪১ ম্যাচ খেলার রেকর্ড তাঁর (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাকিবের ১২৯ ম্যাচ)। বিশ্ব ক্রিকেটে তাঁরচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন আর ২ জন- ভারতের রোহিত শর্মা (১৫৯ ম্যাচ) ও আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং (১৪৭ ম্যাচ)। এ ছাড়া আয়ারল্যান্ডের জর্জ ডকরেল ক্যারিয়ার শেষ করেছেন ১৪১ ম্যাচ খেলে।

এই সংস্করণে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ৪৩ ম্যাচে (জয় ১৬, হার ২৬, ফলহীন ১) নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৯ ম্যাচে অধিনায়কত্ব (জয় ১৬, হার ২৩) করেছেন সাকিব আল হাসান।

২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত টানা ২৯ ম্যাচে তাঁর নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি খেলেছে বাংলাদেশ। সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাংলাদেশকে টানা নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ড এটি। টানা ২৬ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করে দুইয়ে মাশরাফি মুর্তজা (২০১৫-১৭)।

আউটফিল্ড ফিল্ডার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৫১টি ক্যাচ (এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩টিসহ) নিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৬ ক্যাচ (৮৫ ম্যাচে) সৌম্য সরকারের।

বাংলাদেশের পক্ষে টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের (১৩০ ইনিংসে ২৪৪৪) রেকর্ড তাঁর। সবচেয়ে বেশি ২ হাজার ৫৫১ রান করেছেন সাকিব আল হাসান।

মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ৩৬ ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ ৮০৪ রান, যা টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে একটি নির্দিষ্ট ভেন্যুতে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড। দুইয়ে থাকা সাকিব মিরপুরেই ৩৪ ইনিংসে করেছেন ৫৪৭ রান।

২০১২ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের আগস্ট পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে টানা ৬৬ ইনিংসে একবারও শূন্য রানে আউট হননি তিনি। এটিও বাংলাদেশের রেকর্ড, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে অভিষেকের পর থেকে এ পর্যন্ত খেলা ৪৭ ইনিংসে একবারও শূন্য রানে আউট হননি নাজমুল হোসেন শান্ত। এ ক্ষেত্রে টানা ৯০ ইনিংসে শূন্য রানে আউট না হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলারের।

এই সংস্করণে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জুটির অংশীদার তিনি (তামিম ইকবালের সঙ্গে মিলে দ্বিতীয় উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ১৩২ রান, বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভেন্যু মিরপুর, ১০ ডিসেম্বর ২০১২)।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় এবং সব মিলিয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ লম্বা ক্যারিয়ার তাঁর (১৭ বছর ৪১ দিন)। সবচেয়ে লম্বা ক্যারিয়ার সাকিব আল হাসানের (১৭ বছর ২০৯ দিন) এবং তালিকার দুইয়ে জিম্বাবুয়ের শন উইলিয়ামস (১৭ বছর ১৬৬ দিন)।

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৭৭টি ছক্কার (১৩০ ইনিংসে) মালিক তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৮ ছক্কা (৯০ ইনিংসে) লিটন দাসের।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫ বার প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন তিনি। এ ক্ষেত্রে ১২ বার ম্যাচসেরা হয়ে শীর্ষে সাকিব আল হাসান।

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৯টি জয়ের অংশীদার হয়েছেন তিনি। ৫২ ম্যাচ জিতে ওপরে শুধু সাকিব আল হাসান।

বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সে টি-টোয়েন্টি খেলার রেকর্ডটা ২০২২ সালের জুলাই থেকেই তাঁর দখলে। মোহাম্মদ রফিকের (৩৬ বছর ৮৪ দিন) রেকর্ড ভেঙেছেন তিনি। ভারতের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি খেলার দিন তাঁর বয়স ছিল ৩৮ বছর ২৫১ দিন। তিন সংস্করণ মিলিয়ে বাংলাদেশের হয়ে তাঁর চেয়ে বেশি বয়সে ম্যাচ খেলেছেন শুধু সাবেক পেসার জাহাঙ্গীর শাহ বাদশা (৪০ বছর ২৮৩ দিন)।

● মো. মুলতানুর রহমান ●

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পাকিস্তানের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫। বড় বড় দলগুলো ওই টুর্নামেন্টে চোখ রেখে নিজেদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতির ব্যবস্থা করছে। বিশ্বকাপের পর সবচেয়ে বড় ওই আসরের আগে বাংলাদেশের হাতে রয়েছে কেবল একটি তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ- ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাদেরই দেশে আগামী ডিসেম্বরে। অবশ্য পঞ্চাশ ওভারের সংস্করণে আরও একটি দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলার ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। ভারত সফর থেকে দেশে ফিরে চলতি মাসে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলার পর আগামী মাসে ২ টেস্ট এবং ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি

আফগানিস্তানের বিপক্ষে গত ওয়ানডে সিরিজ হারের প্রতিশোধ নিতে পারবে বাংলাদেশ?

আরব আমিরাতের মাঠে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ওয়ানডে সিরিজ

খেলার জন্য ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে পাড়ি জমানোর আগে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মোকাবেলা করবে বাংলাদেশ। সম্প্রতি দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সম্মতিতে ওই সিরিজের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। চূড়ান্ত সূচি অনুযায়ী সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাঠে ৬, ৯ ও ১১ নভেম্বর তিনটি ওয়ানডেতে মোকাবেলা করবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। সূচিতে ভেন্যু নিশ্চিত করা না হলেও খেলা শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হবে বলে জানা গেছে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সিরিজের সূচি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। এদিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী সুজনও বিষয়টি নিশ্চিত করে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'বাংলাদেশ দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাওয়ার পথে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটি খেলবে।' অবশ্য খেলা নিরপেক্ষ ভেন্যুতে হলেও সিরিজের আয়োজক কিন্তু আফগানিস্তানই।

এমনিতে এফটিপি (ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রাম) অনুযায়ী সিরিজটি হওয়ার কথা ছিল গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর জুলাই-আগস্টে। ওই সময় ভারতের মাটিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে পূর্ণাঙ্গ সিরিজই খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ৩টি ওয়ানডের সঙ্গে ছিল ৩টি টি-টোয়েন্টি ও ২টি টেস্টও; বাংলাদেশকে আতিথেয়তা দেওয়ার কথা ছিল আফগানিস্তানের। তবে ওই সময় সম্ভাব্য ভেন্যু ভারতের গ্রেটার নয়ডায় প্রচন্ড গরম ও তুমুল বৃষ্টিপাতের কারণে খেলা পরিত্যক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় খেলতে অনাগ্রহের কথা জানায় বাংলাদেশ। ফলে দুই বোর্ডের সমঝোতার মাধ্যমে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয় সিরিজটি। তখন জানানো হয়েছিল, সিরিজটি পরে কোনো এক সুবিধাজনক সময় আয়োজন করা হবে। কার্যত ওই সিরিজের ওয়ানডে গুলোই সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মূলত চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের আদর্শ প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখে কয়েকদিন আগে আফগানিস্তানকে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলার প্রস্তাব দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন বিসিবির নতুন সভাপতি ফারুক আহমেদ। এসিসি'র সভায় কুয়ালালামপুরে এসিবিকে প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাতে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে আফগানিস্তান।

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে এ পর্যন্ত ১৬ বার মোকাবেলা করে ১০ ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ এবং হেরেছে ৬টিতে। ৩টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজের ২টিতে শেষ হাসি হেসেছে টাইগাররা এবং অন্যটিতে আফগানরা। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দু'দলের মধ্যকার প্রথম দ্বিপক্ষীয় সিরিজটি ২-১ ব্যবধানে জিতে নিয়েছিল স্বাগতিক বাংলাদেশ। এরপর ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ সফরে এসে একই ব্যবধানে সিরিজ হেরে যায় আফগানিস্তান। কিন্তু গত বছরের জুলাইয়ে চট্টগ্রামের মাঠে ২-১ ব্যবধানে বাংলাদেশকে প্রথমবার ওয়ানডে সিরিজ হারের তিক্ত স্বাদ উপহার দেয় রশিদ খানের দল। অবশ্য এরপর এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে আফগানিস্তানকে সামনে পেয়ে দু'বারই পরাজিত করতে সমর্থ হয় বাংলাদেশ। এবার চতুর্থ ওয়ানডে সিরিজে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান, বাংলাদেশের বাইরে এটিই দু'দলের প্রথম দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজ। বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের পর ডিসেম্বরে জিম্বাবুয়েতে পূর্ণাঙ্গ সফরে যাবে সম্প্রতি শারজায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে হইচই ফেলে দেওয়া আফগানিস্তান।

সিরিজের সূচি...

প্রথম ওয়ানডে : ৬ নভেম্বর

দ্বিতীয় ওয়ানডে : ৯ নভেম্বর

তৃতীয় ওয়ানডে : ১১ নভেম্বর

অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় পুরুষ ও নারী দলের প্রস্তুতি

● মোরসালিন আহমেদ ●

যুব বিশ্বকাপ হকিতে খেলার সম্ভাবনা দেখছেন কোচ মওদুদুর রহমান শুভ। তিনি বলেন, যুব এশিয়া কাপেই এ সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যেতে পারে। তাই এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না খেলোয়াড়রা। ফলে স্বপ্নের যুব বিশ্বকাপে খেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় পুরুষ ও নারী দলের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে। কোচ শুভ বলেন, আগামী ১১-১৯ নভেম্বর ওমানের রাজধানী মাসকাটে যুব এশিয়া কাপের আসর বসতে যাচ্ছে। যেখানে এএইচএফ কাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ পুরুষ দল। অন্যদিকে এএইচএফ কাপ নারী টুর্নামেন্টের বর্তমান রানার্সআপ বাংলাদেশ নারী দল। এ দু'টি আসরের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পুরুষ টুর্নামেন্ট থেকে ৬টি দল এবং নারী টুর্নামেন্ট থেকে ৫টি দল যুব বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে। যা আগামী বছর ভারতে অনুষ্ঠিত হবে। যুব এশিয়া কাপের জন্য আবাসিক ক্যাম্পে প্রাথমিকভাবে ডাক পাওয়া ২৮ জন পুরুষ ও নারী দলে ২৪ জন খেলোয়াড় গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে সকাল ও বিকেল এ দুই বেলা বিকেএসপিতে কঠোর অনুশীলন করছেন।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় পুরুষ দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচ শুভ বলেন, যুব এশিয়া কাপে আমাদের ভালো করার যথেষ্ট সম্ভবনা রয়েছে। প্লানিংভাবে মাঠে খেলতে পারলে যুব বিশ্বকাপে খেলারও সুযোগ রয়েছে। যুব এশিয়া কাপের মূল পর্বে মোট ১০টি দল অংশগ্রহণ করবে। দলগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, ওমান, থাইল্যান্ড ও চাইনিজ তাইপে। এক প্রশ্নে তিনি বলেন, টুর্নামেন্টে দশটি দল দু'টি গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। যদিও ফিকচার এখনো তৈরি হয়নি। তবে দল প্রত্যাশিত নৈপুণ্য দেখাতে পারলে যুব বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ রয়েছে। সেদিক লক্ষ্য রেখে দলের অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও প্র্যাকটিস ম্যাচের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দলের খেলোয়াড়রা একত্রে সবার মধ্যে একটি চমৎকার টিম কম্বিনেশন গড়ে উঠেছে। আশা করছি একটি ব্যালেন্সড দল নিয়েই ওমানে হাজির হতে পারব। এ মুহূর্তে আমরা এএইচএফ কাপের চ্যাম্পিয়ন দল। আমাদের সঙ্গে যেসব দল মূল পর্বে কোয়ালিফাই করেছে তাদের সবাইকে হারানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে টুর্নামেন্টে সেরা ছয় দলের মধ্যে থাকা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। তাই দলের প্রতিটি

নারী হকি দলের প্রশিক্ষণ

খেলোয়াড়ই দারুণ আত্মবিশ্বাসী। আসন্ন টুর্নামেন্টে তারা নিজের সেরাটা মেলে ধরতে মুখিয়ে আছেন।

এদিকে নারী হকি দল প্রথমবারের মতো যুব এশিয়া কাপের মূল পর্বে খেলতে যাচ্ছে। দলটি এএইচএফ কাপ নারী টুর্নামেন্টে রানার্সআপ হয়েই কোয়ালিফাই করেছে। তারাও যুব এশিয়া কাপে ভালো করতে চান। দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ই স্বপ্ন দেখছেন টুর্নামেন্টে সেরা পাঁচের মধ্যে থেকে যুব বিশ্বকাপ খেলার। এ প্রসঙ্গে টিম ম্যানেজমেন্টের অন্যতম সদস্য তারিকুজ্জামান নান্নু বলেন, বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় নারী দলের দায়িত্বে রয়েছেন কোচ মো. জাহিদ হোসেন রাজু। তাঁর অধীনে বিকেএসপির টার্ফে বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। এক প্রশ্নে বলেন, ১০টি দল মূল পর্বে খেলবে। এখন দু'টি গ্রুপে হবে নাকি সিঙ্গেল লিগে হবে এখনো বিস্তারিত জানা যায়নি। যদি গ্রুপভিত্তিক খেলা হয় তাহলে গ্রুপের উপর নির্ভর করবে আমরা সেরা পাঁচে থাকতে পারব কিনা। সবকিছু পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে কি হবে, না হবে। তবে আমাদের সেরা পাঁচের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এএইচএফ কাপে রানার্সআপ হয়ে আসার পর দলের কোথায় কোনো দুর্বলতা রয়েছে, কোথায় ঘাটতি আছে, কী করলে আরও ভালো করা যাবে- এসব নিয়েই আমরা কাজ করছি। অপর প্রশ্নে বলেন, নারী দল সকাল বিকেল দুই বেলা করে অনুশীলন করছে। মাঝে মাঝে নিজেরা প্র্যাকটিস ম্যাচও খেলছে। সর্বোপরি খেলোয়াড়রা সেরা পারফরম্যান্সটা দিতেই মুখিয়ে আছেন। যুব এশিয়া কাপের মূল পর্বের দলগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, হংকং, চাইনিজ তাইপে, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা। উল্লেখ্য কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনে স্থবিরতা বিরাজ করলেও এ আবাসিক ক্যাম্পে সেটির ছিটেফোঁটাও পড়েনি। বিশেষ করে এ ক্যাম্পের ব্যাপারে ফেডারেশনের সভাপতির বিশেষ দৃষ্টি থাকায় কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়নি। যে কারণে খেলোয়াড়দের এ প্রশিক্ষণ সাবলিলভাবে এগিয়ে চলছে।

পুরুষ দল : মেহেরাব হোসেন সামিন, রাকিবুর হাসান রকি, আমিরুল ইসলাম, আমান শরীফ অভয়, উ ক্য হীন রাখাইন, সাবেদুর রহমান মিঠু, প্রিতম রায়, আজিজার রহমান, রাহিত হোসেন জীবন, ওবায়দুল হাসান জয়, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, শহীদুল হক সৈকত, শাকিল, শিমুল ইসলাম, সাদ্দাম খান, নুরুজ্জামান নয়ন, তাসিন আলী, শহিদুর রহমান সাজু, আসাদুজ্জামান চাঁদ, সুমান্ত চাকমা, মাহমুদ হাসান, তৈয়ব আলী, ওমর ফারুক মেহেদী, হোজাইফা হোসেন, তানভির রহমান সিয়াম, দ্বীন ইসলাম, মেহেদী হাসান অভি ও জনি ইসলাম।

নারী দল : অর্পিতা পাল, সানজিদা আক্তার মনি, সুমাইয়া আক্তার শিমু, আনার কলি আঁখি, ফাতেমা তুজ জোহরা, হিমাদ্রি বড়ুয়া সুখ, নীলাদ্রি বড়ুয়া নীল, শারিকা সাফা রিমন, কনা আক্তার, নিনি সেন রাখাইন, নাদিরা তালুকদার ইমা, আইরিন আক্তার রিয়া, রিয়াশা আক্তার রিশি, তাবাসসুম আক্তার আনিকা, জাকিয়া আফরোজ লিমা, তাসফিহা জান্নাত তিশা, তন্নী খাতুন, রেহেনা, ডোনু চিং মারমা, লিজা আক্তার, আইরিন আক্তার আল্পনা, মহুয়া, রানী আক্তার রিয়ামনি ও সোনিয়া খাতুন।

● ওমর ফারুক রুবেল ●

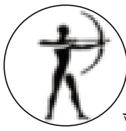

বিশ্ব আসরে একের পর এক পদক জিতেই চলেছেন দেশের তীরন্দাজরা। লাল সবুজের আর্চারির পোস্টার বয় ধরা হয় রোমান সানাকে। ২০১৯ সালে বিশ্ব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতে টোকিও অলিম্পিকে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তিনি। এ বছর জুনে তুরস্কে অনুষ্ঠিত প্যারিস অলিম্পিক ওয়ার্ল্ড কোটা টুর্নামেন্টে রৌপ্য জিতে দ্বিতীয় আর্চার হিসেবে অলিম্পিকে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন আরেক তীরন্দাজ সাগর ইসলাম। সেই ধারাবাহিকতায় এবার এশিয়ান যুব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্ব অলিম্পিক কোটা টুর্নামেন্টে রৌপ্য জেতা সাগর ইসলামকে পেছনে ফেলে এশিয়ান যুব আর্চারিতে রৌপ্যপদক জিতলেন বাংলাদেশের আর্চার আবদুর রহমান আলিফ। ৩০ সেপ্টেম্বর চাইনিজ তাইপেতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান যুব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে স্বাগতিক তীরন্দাজ হুয়াং লি-চেংয়ের কাছে হেরে এই পদক জিতে নেন তিনি।

আবদুর রহমান আলিফ

এশিয়ান যুব আর্চারিতে রৌপ্যজয় আর্চার আলিফের

আলিফের ফাইনাল যাত্রা

ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২১ রিকার্ভ ইভেন্টের ফাইনালে উঠেন বাংলাদেশের আবদুর রহমান আলিফ। সেমিফাইনালে আলিফ ৭-১ সেট পয়েন্টে ইরানের মোহাম্মাদ হোসেন আসল গোলশানিকে হারিয়েছেন। এই ইভেন্টে আরও অংশ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের মিয়া মোহাম্মদ রাকিব ও মোহাম্মদ সাগর ইসলাম। কিন্তু কেউই সফল হতে পারেননি। রাকিব প্রথম রাউন্ডে ফিলিপাইনের কেইথ রেনিয়ান নাউইয়ের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছেন। সাগর ইসলাম কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেছেন হুয়াং লি-চেংয়ের কাছে।

টাইব্রেকে সোনা হাতছাড়া আলিফের

অনূর্ধ্ব-২১ রিকার্ভ বালক একক ইভেন্টের ফাইনাল খেলায় বাংলাদেশের আব্দুর রহমান আলিফ রৌপ্য জেতে নেন। স্বাগতিক চাইনিজ তাইপে'র সঙ্গে হুয়াং লি-চেং ৫-৫ সেটে খেলা ড্র হয়েছিল। সোনা জয়ের জন্য দু'জনই শুট অফে একটি করে তীর ছোড়েন। আলিফের তীর বোর্ডে ৯ ও হুয়াংয়ের তীর দশে দশ স্পর্শ করে। এতে সোনার বদলে আলিফকে রৌপ্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এ ছাড়া অনূর্ধ্ব-২১ ক্যাটাগরিতে রিকার্ভ মিশ্র দলগত বিভাগেও বাংলাদেশ শুট অফে হেরে যায়। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ কাজাখস্তানের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪-৪ সেটে ড্র হয়। পরবর্তীতে উভয় দলের প্রত্যেকে ১টি করে তীর ছুড়ে। এতে বাংলাদেশের স্কোর হয় ১৮ এবং কাজাখস্তানের স্কোর হয় ১৮+। অনূর্ধ্ব-২১ ক্যাটাগরিতে কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে ইলিমিনেশন রাউন্ডের ১/৮ খেলায় বাংলাদেশ মো. আল শাহারিয়ার রহমান জয় ও পুষ্পিতা জামান) বাই পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ ১৫৪-১৪৯ স্কোরের ব্যবধানে ইরানকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উন্নীত হয়। সেমি-ফাইনালে বাংলাদেশ ১৫১-১৫২ স্কোরের ব্যবধানে চাইনিজ তাইপে'র নিকট পরাজিত হয়।

অনূর্ধ্ব-২১ ক্যাটাগরিতে কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে বাংলাদেশ কাজাখস্তানের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১৪৭-১৪৭ স্কোরের ব্যবধানে ড্র হয়। পরবর্তীতে উভয় দলের প্রত্যেকে একটি করে তীর ছুড়ে। এতে বাংলাদেশের স্কোর হয় ১৫ এবং কাজাখস্তানের স্কোর হয় ১৭। শেষ তীরের ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশ কাজাখস্তানের নিকট পরাজিত হয়।

অনূর্ধ্ব-২১ ক্যাটাগরিতে রিকার্ভ বালক দলগত ইভেন্টে ইলিমিনেশন রাউন্ডের ১/৮ খেলায় বাংলাদেশ (আব্দুর রহমান আলিফ, মো. সাগর ইসলাম ও মো. রাকিব মিয়া) বাই পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ ৬-০ সেটে সৌদি আরবকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়। সেমি-ফাইনালে বাংলাদেশ ১-৫ সেটে ভারতের নিকট পরাজিত হয়। ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে বাংলাদেশ ১/৫ সেটে মালয়েশিয়ার নিকট পরাজিত হয়। অনূর্ধ্ব-১৮ ক্যাটাগরিতে রিকার্ভ মিশ্র দলগত ইভেন্টে ইলিমিনেশন রাউন্ডের ১/৮ খেলায় বাংলাদেশ (আবদুল্লা আল মোহাম্মদ রাফি ও মোস. মনিরা আক্তার) বাই পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ এবং ইরানের মধ্যে ১ম পর্যায়ে ৪-৪ সেটে ড্র হয়। পরবর্তীতে উভয় দলের প্রত্যেকে ১টি করে তীর ছুড়ে। এতে বাংলাদেশের স্কোর হয় ১৯ এবং ইরানের স্কোর হয় ১৯+। অর্থ্যাৎ ইরানের তীর কেন্দ্র বিন্দুর নিকটবর্তী হওয়ায় বাংলাদেশ ৪-৫ সেটে ইরানের নিকট পরাজিত হয়।

অনূর্ধ্ব-১৮ ক্যাটাগরিতে রিকার্ভ বালিকা দলগত ইভেন্টে ইলিমিনেশন রাউন্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় বাংলাদেশ (মোসা. মনিরা আক্তার, মোসা. আরভী আক্তার ও সোনলী রায়) এবং ফিলিপাইনের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪-৪ সেটে ড্র হয়। পরবর্তীতে উভয় দলের প্রত্যেকে ১টি করে তীর ছুড়ে। এতে বাংলাদেশের স্কোর হয় ২৫ এবং ফিলিপাইনের স্কোর হয় ২৬। শেষ তীরের ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ৪-৫ সেটে ফিলিপাইনের নিকট পরাজিত হয়।

অনূর্ধ্ব-১৮ ক্যাটাগরিতে রিকার্ভ বালক দলগত ইভেন্টে ইলিমিনেশন রাউন্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় বাংলাদেশ (আবদুল্লা আল মোহাম্মদ রাফি, মো. নাহিদ হাসান ও মো. হিমেল সরোয়ার) বাই পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ ৫-১ সেটে কাজাখস্তানকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উন্নীত হয়। সেমি-ফাইনালে বাংলাদেশ ০-৬ সেটে দক্ষিণ কোরিয়ার নিকট পরাজিত হয়। অনূর্ধ্ব-১৮ ক্যাটাগরিতে রিকার্ভ বালক দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে বাংলাদেশ (আবদুল্লা আল মোহাম্মদ রাফি, মো. নাহিদ হাসান ও মো. হিমেল সরোয়ার) ০-৬ সেটে চাইনিজ তাইপে'র নিকট পরাজিত হয়।

দুই হাজারে নিগার সুলতানাই বাংলাদেশের প্রথম

● মো. রেজাউল হক ●

একটি ম্যাচ জয়ের সান্ত্বনা নিয়েই এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ করেছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। অবশ্য টুর্নামেন্টে দুটি ব্যক্তিগত মাইলফলক পেরিয়েছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। বাংলাদেশ নারী দলের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে ১০০ ম্যাচ খেলার মাইলফলক ছোঁয়ার পাশাপাশি দুই হাজার রান পূর্ণ করার কীর্তি গড়েছেন টাইগ্রেস অধিনায়ক। ৯৯ টি-টোয়েন্টিতে ১৯৪৪ রান নিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করা নিগার স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নেমে সম্পন্ন করেন 'ম্যাচ খেলার সেঞ্চুরি'। ওই ম্যাচে ১৮ রান করার পর তিনি ইংল্যান্ডের সঙ্গে আউট হন ১৫ রান করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিগারের ব্যাট থেকে আসে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৯ রান এবং ওই ইনিংস খেলার পথে ২৩ রানের মাথায় এই সংস্করণে তাঁর মোট রান স্পর্শ করে দুই হাজারের কোটা। অবশ্য চতুর্থ তথা সর্বশেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে তিনি খেলেছেন ৩৮ বলে অপরাজিত ৩২ রানের প্রশ্নবিদ্ধ একটি ইনিংস। নিগার সুলতানার (১০৩ ম্যাচের ৯৭ ইনিংসে ২৭.৩০ গড়ে ২০৪৮ রান) পর টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ফারজানা হক পিংকি (৮৪ ম্যাচের ৭৯ ইনিংসে ১৮.৭০ গড়ে ১২৫৩ রান)।

সেঞ্চুরি ক্লাবে ৩৮ নম্বর

শারজায় স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রথম এবং বিশ্ব ক্রিকেটের ৩৮তম খেলোয়াড় হিসেবে নারী টি-টোয়েন্টিতে শততম ম্যাচ খেলার মাইলফলক গড়েন নিগার সুলতানা। এই ফরম্যাটে সবচেয়ে বেশি ১৭৭ ম্যাচ (এবারের বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব পর্যন্ত) খেলার বিশ্ব রেকর্ড ভারতের অধিনায়ক হার্মানপ্রীত কৌরের।

বিশ্ব ক্রিকেটের ২৬তম

বাংলাদেশের প্রথম হলেও বিশ্ব ক্রিকেটের ২৬তম খেলোয়াড় হিসেবে মেয়েদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দুই হাজার রান ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন নিগার সুলতানা। এ

ক্ষেত্রে সাড়ে চার হাজারেরও বেশি রান তালিকার ১ নম্বরে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটস। এই সংস্করণে আর কেউ চার হাজার রানের মাইলফলক পেরুতে পারেননি।

১ রানের ইনিংস দিয়ে শুরু

বর্তমানে ২৭ বছর বয়সী (জন্ম ১ আগস্ট ১৯৯৭) উইকেটকিপার ব্যাটার নিগার সুলতানা জ্যোতির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় ২০১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, পাকিস্তানের বিপক্ষে করাচিতে টি-টোয়েন্টির মাধ্যমে। লাল-সবুজ জার্সি গায়ে জীবনের প্রথম ম্যাচে শুরুতে উইকেটকিপিং করার পর ব্যাট হাতে নামার সুযোগ পেয়েছিলেন ৯ নম্বরে এবং ১ বল মোকাবিলা করে অপরাজিত ছিলেন ১ রানে। সিরিজের পরের ম্যাচে ব্যাটিং অর্ডারে ৬ নম্বরে উঠিয়ে আনা হলে মেরে বসেন ডাক! মাস দুয়েক পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের ফাইনালে প্রথমবার ওপেনিংয়ে নেমে নিগার করেন দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪১ রান। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। টি-টোয়েন্টিতে দুই হাজার রান পূর্ণ করতে নিগারের লেগেছে ১০২ ম্যাচের ৯৬তম ইনিংস।

পরিসংখ্যানের আলোয়...

টি-টোয়েন্টিতে এ পর্যন্ত ১৯ দলের বিপক্ষে মোট ১০৩ ম্যাচ খেলা নিগার সুলতানা ১৬ ম্যাচে সর্বাধিক ৩১৭ রান করেছেন ভারতের বিপক্ষে। এ ছাড়া শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ১০ ইনিংসে ২৯০, পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৬ ইনিংসে ১৯৪ ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৯ ইনিংসে ১৮৬ রান করেছেন তিনি। ঘরের মাঠে ২২ ইনিংসে করেছেন ৪৪৪ রান, প্রতিপক্ষের মাটিতে ২৯ ইনিংসে ৫২৯ রান এবং নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ৪৬ ইনিংসে ১০৭৫ রান। অধিনায়ক হিসেবে ৪৮ ইনিংসে করেছেন ১১৯০ রান এবং সাধারণ খেলোয়াড় হিসেবে ৪৯ ইনিংসে ৮৫৮ রান। বাংলাদেশ জিতেছে এমন ৪১ ম্যাচের ৩৭ ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৯৩৬ রান এবং দল হেরে যাওয়া ৬১ ম্যাচের ৬০ ইনিংসে করেছেন ১১১২ রান। দ্বিতীয় থেকে নবম- মাঝে অষ্টম বাদে ভিন্ন ভিন্ন ৭টি পজিশনে ব্যাটিং করা নিগার সুলতানা সর্বাধিক ১১৮৬ রান (৫৫ ইনিংসে) করেছেন ৪ নম্বরে নেমে এবং ওয়ানডাউনে ৬০৪ রান (২৩ ইনিংসে)।

ওয়ানডেতে তৃতীয়

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ নারী দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হলেও নিগার সুলতানা ওয়ানডেতে তৃতীয় (৪৭ ম্যাচের ৪২ ইনিংসে ২৩.৬০ গড়ে ৮৯৭)। এই সংস্করণে টাইগ্রেসদের হয়ে তাঁর চেয়ে বেশি রান রয়েছে ফারজানা হক পিংকি (৬৫ ম্যাচের ৬২ ইনিংসে ২৬.৪৩ গড়ে ১৫০৭) ও রুমানা আহমেদের (৫০ ম্যাচের ৪৭ ইনিংসে ৯৬৩, গড় ২২.৯২)।

ক্যাপ্টেন্সি ক্যারিয়ার

নিগার সুলতানা ওয়ানডেতে বাংলাদেশ নারী দলকে সর্বাধিক ২৬ ম্যাচে (জয় ৬, পরাজয় ১৫, টাই ২, ফলহীন ৩) নেতৃত্ব দিয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্ব করেছেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫১ ম্যাচে (জয় ১৯, পরাজয় ৩১, ফলহীন ১)। এই সংস্করণে সবচেয়ে বেশি ৬৫ ম্যাচে (জয় ২৭, হার ৩৮) নেতৃত্ব দেওয়া সালমা খাতুন ওয়ানডেতে টস করেছেন রুমানা আহমেদের (জয় ৪, পরাজয় ১৪) মতো যুগ্মভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮ ম্যাচে (জয় ৪, হার ১৩, ফলহীন ১)।

নিগার সুলতানার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার

সংস্করণ	ম্যাচ	ইনিংস	অপ.	রান	গড়	সর্বোচ্চ	১০০/৫০	স্ট্রা.রেট	ক্যাচ	স্ট্যাম্পিং
ওয়ানডে	৪৭	৪২	৪	৮৯৭	২৩.৬০	৭৩	০/৪	৪৯.৬১	২৬	১৬
টি-টোয়েন্টি	১০৩	৯৭	২২	২০৪৮	২৭.৩০	১১৩*	১/৮	৮৯.৯৮	২২	৪৬

● মো. মুলতানুর রহমান ●

মাহমুদউল্লাহ ও সাকিবের পর লিটন দাস

ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের ভরাডুবির সিরিজে মোটেই কথা বলেনি লিটন দাসের ব্যাট। দুই টেস্টের চার ইনিংসে (২২ ও ১ এবং ১২ ও ১) ব্যর্থ হওয়ার পর টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান আউট হন ৪ ও ১৪ রান করে। তৃতীয় ম্যাচে ওপেনিং থেকে সরিয়ে তাঁকে নামানো হয় ৪ নাম্বারে এবং কিছু রানের দেখা পান। হায়দরাবাদে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের তাণ্ডবের পর ২৯৮ রান তাড়া করতে নেমে আউট হওয়ার আগে লিটন দাস করেন ২৫ বলে ৮ বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ রান। ওই ইনিংস খেলার পথেই ৩৯ রানের মাথায় বাংলাদেশের তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে দুই হাজারি রান ক্লাবে নাম লেখান তিনি। ৯২ ম্যাচের ৯০ ইনিংসে মাইলফলক ছুঁয়ে এক্ষেত্রে দ্রুততম লিটন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দুই হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ২০২২ সালের ৫ মার্চ আফগানিস্তানের বিপক্ষে মিরপুরে ২১ রান করার মাধ্যমে ওই কীর্তি গড়েন তিনি। টি-টোয়েন্টি থেকে সদ্য অবসরে যাওয়া মাহমুদউল্লাহর ল্যান্ডমার্ক পেরুতে লেগেছিল ১১৫ ম্যাচের ১০৭ ইনিংস। এর মাস চারেক পর ওই বছরেরই ৩ জুলাই তাঁকে অনুসরণ করেন সাকিব আল হাসান। ডমিনিকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অপরাজিত ৬৮ রান করার দিনে টি-টোয়েন্টিতে দুই হাজার রানের মাইলফলক ছুঁতে বাঁহাতি এই অলরাউন্ডারের লেগেছিল ৯৮ ম্যাচের ৯৭ ইনিংস। মাহমুদউল্লাহ, সাকিব ও লিটন- বাংলাদেশের এই তিন ব্যাটসম্যানেরই দুই হাজারি ক্লাবে নাম লেখানোর ম্যাচে দলকে সইতে হয়েছে পরাজয়ের বেদনা।

বাংলাদেশের তৃতীয় হলেও লিটন দাস বিশ্ব ক্রিকেটের ৩৬তম। তার আগে আরও ৩৫ জন ব্যাটসম্যান আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দুই হাজার রানের মাইলফলক পেরিয়েছেন। তালিকার একেবারে শীর্ষে রয়েছেন ভারতের সর্বশেষ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মা (১৫৯ ম্যাচের ১৫১ ইনিংসে ৩২.০৫ গড় এবং ১৪০.৮৯ স্ট্রাইকরেটে ৪২৩১ রান, সেঞ্চুরি ৫টি, হাফ সেঞ্চুরি ১২টি)। ভারতের জার্সি গায়ে এই সংস্করণকে বিদায় বলে দেওয়ায় তাঁর ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান ওখানেই স্থির থেকে যাচ্ছে।

১৩ অক্টোবর ৩০তম জন্মদিন পালন করা লিটন দাসের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল টেস্টের মাধ্যমে (বিপক্ষ ভারত, ফতুল্লা, ১৪-১৮ জুন ২০১৫) এরপর ওয়ানডে খেলার সুযোগ পান (বিপক্ষ ভারত, মিরপুর, ১৮ জুন ২০১৫) এবং সবশেষে অভিষেক হয় টি-টোয়েন্টিতে। ৫ জুলাই ২০১৫, মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের ৪৬ নম্বর টি টোয়েন্টি ক্যাপ পাওয়ার দিনে সাতে নেমে দলের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২ রান করেন লিটন। প্রোটিয়াদের ১৪৮ রানে আটকে রাখার পর মাত্র ৯৬ রানে অলআউট হয়ে বাংলাদেশ ম্যাচটা হারে ৫২ রানে।

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, লিটন দাস এ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন ১৮ দলের সঙ্গে এবং সবচেয়ে বেশি ৩৪৪ রান (১২ ইনিংসে ৩১.২৭ গড়ে) করেছেন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে; দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩০২ রানের (১০ ইনিংসে ৩০.২০ গড়ে) প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নিজেদের আঙিনায় ৩৩ ইনিংসে করেছেন ৮৩৭ রান, প্রতিপক্ষের মাটিতে ২৮ ইনিংসে ৫১২ রান এবং নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ২৯ ইনিংসে ৬৫৪ রান। বাংলাদেশ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়া ৪০ ম্যাচের ৩৮ ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ২৯.৩৮ গড়ে ১০৫৮ রান এবং হেরে যাওয়া ৫১ ম্যাচে করেছেন ১৮.৭২ গড়ে ৯৩৬ রান। এক, দুই, তিন, চার, সাত ও আট- মোট ছয়টি পজিশনে ব্যাটিং করা লিটন সবচেয়ে বেশি ৮১৭ রান (৩৩ ইনিংসে ২৭.২৩ গড়ে) তুলেছেন ওপেনিংয়ের শুরুতে স্ট্রাইক নিয়ে। এই সংস্করণে কেবল একটি ম্যাচে নেতৃত্ব (২০২১ সালের ১ এপ্রিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অকল্যান্ডে) দেওয়ার দিনে 'গোল্ডেন ডাক' মেরে বসা লিটন ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ ৮৩ রানের ইনিংসটি (৪১ বলে ১০ চার ও ৩ ছক্কায়) খেলেছেন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে চট্টগ্রামে, ২০২৩ সালের ২৯ মার্চ।

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সর্বাধিক রান সংগ্রাহক ৫ ব্যাটসম্যান

ব্যাটসম্যান	ম্যাচ	ইনিংস	অপ.	রান	গড়	সর্বোচ্চ	১০০/৫০
সাকিব আল হাসান	১২৯	১২৭	১৭	২৫৫১	২৩.১৯	৮৪	০/১৩
মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ	১৪১	১৩০	২৬	২৪৪৪	২৩.৫০	৬৪*	০/৮
লিটন দাস	৯২	৯০	৩	২০০৩	২৩.০২	৮৩	০/১১
তামিম ইকবাল	৭৪	৭৪	৫	১৭০১	২৪.৬৫	১০৩*	১/৭
মুশফিকুর রহিম	১০২	৯৩	১৬	১৫০০	১৯.৪৮	৭২*	০/৬

লিটন দাসের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার

সংস্করণ	ম্যাচ	ইনিংস	অপ.	রান	গড়	সর্বোচ্চ	১০০/৫০	স্ট্রা.রেট	ক্যাচ	স্ট্যাম্পিং
টেস্ট	৪৫	৭৮	২	২৬৯২	৩৫.৪২	১৪১	৪/১৭	৫৮.৮০	৯৪	১৩
ওয়ানডে	৯১	৯০	৮	২৫৬৩	৩১.২৫	১৭৬	৫/১২	৮৬.৬৪	৫৮	৪
টি-টোয়েন্টি	৯২	৯০	৩	২০০৩	২৩.০২	৮৩	০/১১	১২৫.৫৭	৫২	৮

* সব পরিসংখ্যান দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগপর্যন্ত

সালমা ও রুমানা কি সুযোগটা নেবেন?

মো. রেজাউল হক

বলে কয়ে মাঠ থেকে অবসর নেওয়ার ঘটনা বাংলাদেশের ক্রিকেট বিরল। সম্প্রতি ভারতের বিপক্ষে সিরিজে ঘোষণা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে এ ক্ষেত্রে বলতে গেলে উদাহরণ তৈরি করেছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। সালমা খাতুন ও রুমানা আহমেদও কি তেমন সুযোগ নেবেন? বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অভিজ্ঞ এই দুই স্পিন অলরাউন্ডার সাবেক অধিনায়ক এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাটিতে স্কটল্যান্ডকে হারানোর মাধ্যমে দীর্ঘ ১০ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্ব আসরে জয়ের মুখ দেখেছেন টাইগ্রেসরা। শেষ পর্যন্ত ফল যা-ই হোক না কেন, আর পেছনে ফিরে তাকানোর তো সুযোগ নেই। মূলত বিশ্বকাপ দল ঘোষণার সময়ই সালমা ও রুমানাকে নিয়ে 'অন্য চিন্তার' কথা জানিয়ে তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নেওয়ার অফার দিয়েছে বিসিবি। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের প্রধান নির্বাচক সাজ্জাদ আহমেদ শিপন বলেছেন, 'সালমা ও রুমানা দুজনের সঙ্গেই আমরা কথা বলেছি। তাঁরা যদি দেশের হয়ে শেষ কোনো ম্যাচ খেলতে চায়, অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব তাঁদের মাঠ থেকে বিদায় দিতে। খেলা ছাড়ার পরও বোর্ডে তাঁদের অন্য ভূমিকায় রাখা যেতে পারে–কোচিং বা আম্পায়ারিংয়ে। তবে সিদ্ধান্তটা তো তাঁদেরই নিতে হবে।'

অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজকের গৌরবময় অবস্থানে এসেছে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট। মেয়েদের ক্রিকেটের দুই অগ্রসেনানী খুলনা জেলা থেকে উঠে আসা সালমা খাতুন ও রুমানা আহমেদ। ২০১১ সালে আন্তর্জাতিক অভিষেকের পর লম্বা সময় ধরে টাইগ্রেসদের সাফল্য-ব্যর্থতার নিয়মিত সঙ্গী হয়ে ব্যাট ও বল হাতে দলকে অনেক কিছুই দিয়েছেন তাঁরা, হয়েছেন অনেক স্মরণীয় অর্জনের সাক্ষীও। শুরু থেকে জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়া সালমা খাতুনের অধিনায়কত্বে ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে ২০১৮ সালে মালয়েশিয়ার মাটিতে এশিয়া কাপ জয়ের ইতিহাস গড়েছিল বাংলাদেশি মেয়েরা। অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যে (২/২২ ও ২৩ রান) ফাইনালে ম্যাচসেরা হওয়া রুমানা টুর্নামেন্টে শিকার করেছিলেন দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১০

সালমা খাতুন রুমানা আহমেদ

উইকেট, করেছিলেন ৭৫ রানও। দক্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি ৬ উইকেট পাওয়া সালমাও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে বড় অবদান রেখেছিলেন।

গত মাসেই কাগজে-কলমে জীবনের ৩৪ বসন্ত পেরিয়ে এসেছেন সালমা। তাঁর চেয়ে মাস আটেকের ছোট রুমানা এখনো ৩৩-এর কোটায় রয়েছেন। ফর্ম, বিকল্প, বাস্তবতা ও পারিপার্শ্বিক বিবেচনায় জাতীয় দলে তাঁদের সময় ফুরিয়ে এসেছে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। লাল-সবুজ জার্সি গায়ে সালমা সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছেন ২০২২ সালে এবং শেষ টি-টোয়েন্টি গত বছরের জুলাইয়ে। অন্যদিকে প্রায় সতেরো মাস পর জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপের মাধ্যমে টি-টোয়েন্টি দলে ফেরা রুমানা প্রত্যাশিত পারফর্ম করতে ব্যর্থ হয়ে দল থেকে বাদ পড়েন। কার্যত অভিজ্ঞ এই দুই ক্রিকেটারের ভবিষ্যতও অনেকটা নির্ধারিত হয়ে গেছে। যে কারণে জাতীয় দলের হয়ে শেষ কোনো ম্যাচ খেলিয়ে উভয়কে সম্মানজনকভাবে বিদায় দেওয়ার কথা ভাবছে বিসিবি। কিন্তু প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে তাঁরা সেভাবে ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন কি-না, নাকি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে পুনরায় জাতীয় দলে ফেরার চেষ্টা করবেন; সেটাই প্রশ্ন।

সত্যিকার অর্থে অলরাউন্ডার বলতে যা বোঝায়, রুমানা আহমেদ ঠিক তা-ই। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারই কথা বলছে তাঁর হয়ে। ৮৭ টি-টোয়েন্টিতে ১৩.১২ গড়ে ৮৬৬ রান ও ১৯.০১ গড়ে ৭৫ উইকেট এবং ৫০ ওয়ানডেতে ২৫.৪৬ গড়ে ৫০ উইকেটের পাশাপাশি ২২.৯২ গড়ে ২২.৯২ গড়ে ৯৬৩ রান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্দান্ত পরিসংখ্যান মানতে হবে।

অতটা না হলেও সালমাও কিন্তু কম যাননি- ৪৬ ওয়ানডেতে ৫২ উইকেট ও ৪৯১ রান এবং ৯৫ টি-টোয়েন্টিতে ৮৪ উইকেট ও ৬৩৪ রান লেখা রয়েছে তাঁর নামের পাশে। দুজনেই নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশ নারী দলকে। সালমা লম্বা সময় (৬৫ টি-টোয়েন্টিতে ২৭ জয় ও ৩৮ পরাজয় এবং ১৮ ওয়ানডেতে ৪ জয়, ১৩ হার, ফলহীন ১) অধিনায়কত্ব করলেও রুমানা করেছেন তুলনামূলক কম সময় (১৮ টি-টোয়েন্টিতে ৪ জয় ও ১৪ পরাজয় এবং ৩ ওয়ানডেতে ৩ হার)। ধারণা করা হচ্ছে, হয়তো এ বছর তাঁরা ঘরোয়া ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন এবং তারপর কোচিং কিংবা আম্পায়ারিংয়ে মনোনিবেশ করবেন। সময়ের পরিক্রমায় এগিয়ে চলা বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটে এই দুই সেক্টরেও কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে সাবেক খেলোয়াড়রা এগিয়ে এলে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসিত হবে। মাহমুদউল্লাহর মতো সালমা ও রুমানাও আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় বলেন কি না, সেটাই দেখার বিষয়।

৪৮ বর্ষ ৫ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১। ৯টি

২। ৩টি

৩। মেহেদী হাসান মিরাজ

৪৮ বর্ষ ৫ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

রওশন আরা
ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ
বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে -সম্পাদক

৪৮ বর্ষ ৫ সংখ্যা কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২। আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। তোহা বকর, প্রবাহ ভবন (টিএন্ডটি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত) উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া; ৪। শবনম খান, ১৬ শের-এ বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ৫। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ৬। শ্রী মুক্তা রাণী, দাশগুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৭। অমিত দস্তিদার মন, দোয়েল আহমেদ ৪৯/৫০ জামাল খান লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৮। সোমা দস্তি দার, বাংলাদেশ টি স্টোরস, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ্ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ৯। রূপম দস্তিদার, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১০। স্বপ্না নাহা ঘোষ, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২০। মো. সোহাগ মোল্লা, বাউনিয়া, ঢাকা; ১১। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ১২। মো. আবুল হোসেন, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালী বাড়ি রোড, বরিশাল; ১৩। মো. আবুল হাসেম, প্রযত্নে- ডা. তারেক আহম্মেদ, তৃতীয় তলা, টিএফ ক্যাসেল, কালী বাড়ি রোড, বরিশাল; ১৪। নূর জাহান বেগম, ৪৫/১ হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা; ১৫। ফাহিম, বাড়ি-২১, সড়ক-৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০; ১৫। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ১৬। মো. মোশাররফ হোসেন স্বাধীন, ২ আখতার চেম্বার, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৭। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ১৮। আজমাইন আদিল (ওয়ালী), প্রযত্নে- এম বদরুল ইসলাম বাবু, জরিনা মঞ্জিল (৩য় তলা) ৩৭ নং ওয়ার্ড, মুনির নগর, বন্দর, চট্টগ্রাম; ১৯। সাবিকুন নাহার ঐশী, শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগ, রোল-৬৭৭, এইচএসসি, ফলপ্রার্থী-২০২৪, চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, খুলশী, চট্টগ্রাম; ২০। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ ৪৯/৫০ জামাল খান লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২১। মানজুর আরমান দীপ্র, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বাড়ি-১বি১, রোড-২৯এ, পল্লবী, ঝিলপাড়, ঢাকা-১২১৬।

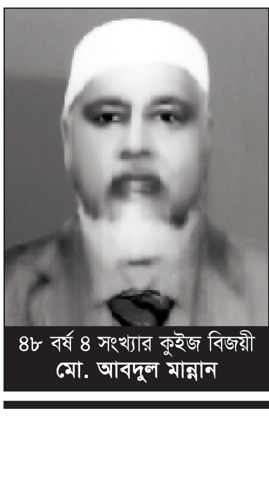

৪৮ বর্ষ ৪ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী
মো. আবদুল মান্নান

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ২৫ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। - সম্পাদক

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ◘ ৪৮ বর্ষ ◘ ৭ সংখ্যা ◘ ১৬ অক্টোবর ২০২৪

প্রশ্ন : এবারের টি-টোয়েন্টি নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কত বছর পর বাংলাদেশ দল জয়ী হয়েছে?

প্রশ্ন : এবারের টি-টোয়েন্টি নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ কোন দলকে হারিয়েছে?

প্রশ্ন : এবারের টি-টোয়েন্টি নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের কোন ক্রিকেটার প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২)..

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল :..

খুলনায় ক্রীড়া পরিদপ্তর আয়োজিত ড্রইং প্রিভেনশন ডে উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিদপ্তরের পরিচালক আ ন ম তরিকুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের খুলনা বিভাগীয় উপ-পরিচালক মো. আবুল হোসেন হাওলাদার।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রিমিয়ারে খেলাঘর

মোরসালিন আহমেদ

প্রথম বিভাগ দাবা লিগে খেলাঘর দাবা সংঘ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ১১ ম্যাচে ৮ জয় আর ৩ ড্রসহ ১৯ পয়েন্ট পেয়ে দলটি শিরোপা জয়ের কৃতিত্ব দেখায়। সেই সঙ্গে আগামী মৌসুম থেকে প্রিমিয়ার ডিভিশন দাবা লিগে খেলারও যোগ্যতা অর্জন করেছে। শিরোপাজয়ী দলের খেলোয়াড়রা হলেন মো. ইফতেখার আলম, মো. আমিনুল ইসলাম, মো. আজমাইন পারভেজ সায়র, মো. সাইফুল ইসলাম এবং ভারতীয় দুই দাবাড়ু মাহিন্দ্রাকার ইন্দ্রজিৎ ও শ্রায়ন মজুমদার। শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে একচেটিয়ে আধিপত্যে বিস্তার করে খেলাঘর দাবা সংঘ ৪-০ পয়েন্টে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন স্পোর্টিং ক্লাব, ৩.৫-০.৫ পয়েন্টে বসির মেমোরিয়াল চেস ক্লাব, একই ব্যবধানে ই-সফট এরিনা চেস ক্লাব ও ঢাকা চেস ক্লাব, ২.৫-১.৫ পয়েন্টে শাহীন চেস ক্লাব, অনুরুপ ব্যবধানে স্পোর্টস বাংলা, দিপালী মেমোরিয়াল চেস ক্লাব ও বুড়িগঙ্গা চেস ক্লাবকে পরাজিত করে। তবে ২-২ পয়েন্টে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি দাবা দল, সমান ব্যবধানে সুলতানা কামাল স্মৃতি পাঠাগার ও শফি উদ্দিন শাহ স্মৃতি সংসদের সঙ্গে ড্র করে।

এদিকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ১৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে দিপালী মেমোরিয়াল চেস ক্লাব রানার্সআপ ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন স্পোর্টিং ক্লাব তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। উভয় দলই ৬টি করে জয়, ৩টি করে ড্র ও ২টি করে ম্যাচ হেরেছে। রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়রা হলেন সজীব দাস, মোহাম্মদ শাকিল, হুষিন তালুকদার, কাজী সাইফ, মোহাম্মদ শাকের উল্লাহ ও শাহিনুর হক। দিপালী মেমোরিয়াল চেস ক্লাব রানার্সআপ হওয়ার পথে ৩-১ পয়েন্টে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি দাবা দল, একই ব্যাবধানে সুলতানা কামাল স্মৃতি পাঠাগার ও শাহীন চেস ক্লাবকে, ২.৫-১.৫ পয়েন্টে বসির মেমোরিয়াল চেস ক্লাব, অভিন্ন ব্যবধানে বুড়িগঙ্গা চেস ক্লাব ও শফি উদ্দিন শাহ স্মৃতি সংসদকে পরাজিত করে। ২-২ পয়েন্টে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন স্পোর্টিং ক্লাব ও স্পোর্টস বাংলা ও ঢাকা চেস ক্লাবের সঙ্গে ড্র করে। কিন্তু ১.৫-২.৫ পয়েন্টে ই-সফট এরিনা চেস ক্লাব এবং সমান ব্যবধানে খেলাঘর দাবা সংঘের কাছে হেরে যায়।

অপরদিকে ই-সফট এরিনা চেস ক্লাব ১৩ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ, ১১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে বুড়িগঙ্গা চেস ক্লাব পঞ্চম ও সুলতানা কামাল স্মৃতি পাঠাগার ষষ্ঠ, ১০ পয়েন্ট পেয়ে স্পোর্টস বাংলা সপ্তম ও অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি দাবা দল অষ্টম, ৮ পয়েন্ট নিয়ে ঢাকা চেস ক্লাব নবম, ৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে শফি উদ্দিন শাহ স্মৃতি সংসদ দশম

খেলাঘর দাবা সংঘ

ও শাহিন চেস ক্লাব একাদশ এবং ৬ পয়েন্ট পেয়ে বসির মেমোরিয়াল চেস ক্লাব দ্বাদশতম হয়েছে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ লিগে দলগুলো যেমন খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যের উপর ভর করে সাফল্য পেয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে ব্যক্তিগত ক্রীড়াশৈলী দেখিয়ে খেলোয়াড়রাও উজ্জ্বলতা ছড়িয়েছেন চৌষট্টি খোপের দাবার জমিনে। ব্যক্তিগত ছয়টি বোর্ড পুরস্কারের মধ্যে বিভিন্ন দলের হয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রাই পাঁচটি পুরস্কার পেয়ে সবার নজর কেড়েছেন। এক নম্বর বোর্ডে স্পোর্টস বাংলার ভারতের শ্রীরাজ ভোসলে, দুই নম্বর বোর্ডে খেলাঘর দাবা সংঘের ভারতের মাহিন্দ্রকার ইন্দ্রজিৎ, তিন নম্বর বোর্ড ই-সফট এরিনা চেস ক্লাবের ভারতের উদ্দীপন রায়, চার নম্বর বোর্ডে খেলাঘর দাবা সংঘের ভারতের শ্রায়ন মজুমদার, পাঁচ নম্বর বোর্ডে বুড়িগঙ্গা চেস ক্লাবের ভারতের শঙ্খদীপ দে এবং ছয় নম্বর বোর্ডে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন স্পোর্টিং ক্লাবের নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম পুরস্কার লাভ করেন।

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় এলিগেন্ট ইন্টারন্যাশনাল চেস একাডেমির পৃষ্ঠপোষকতায় এ বছর রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে ১২টি দল অংশগ্রহণ করে। লিগ চ্যাম্পিয়ন খেলাঘর দাবা সংঘ ও রানার্সআপ দিপালী মেমোরিয়াল চেস ক্লাব প্রিমিয়ার ডিভিশন দাবা লিগে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে পয়েন্ট টেবিলের সবশেষ দু'টি দল শাহিন চেস ক্লাব ও বসির মেমোরিয়াল চেস ক্লাব দ্বিতীয় বিভাগে নেমে গেছে। লিগের খেলাগুলো পরিচালনা করেন দুই আন্তর্জাতিক আরবিটার মো. হারুন অর রশিদ ও মো. আনিছুজ্জামান জুয়েল এবং ফিদে আরবিটার গোলাম সারওয়ার। উল্লেখ্য গত ১১ জুলাই দাবা লিগ শুরু হয়। শেষ হয় ২৮ সেপ্টেম্বর। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় মাঝ পথে লিগের খেলা বন্ধ ছিল। এবার ১২টি দলের হয়ে ৬৯ জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ১৪ জন ভারতীয় খেলোয়াড় ছিলেন। লিগে সর্বোচ্চ রেটিংধারী খেলোয়াড় ছিলেন সুলতানা কামাল স্মৃতি পাঠাগারের ভারতীয় ফিদেমাস্টার বৃশাঙ্ক চৌহান।

রোল অব অনার : ১৯৭৭-মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৮০-বাংলাদেশ বিমান, ১৯৮১-মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৮২-ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ১৯৮৩-বাংলাদেশ বিমান, ১৯৮৪-বাংলাদেশ আনসার, ১৯৮৫-বেঙ্গল গ্রুপ, ১৯৮৬-বাংলাদেশ বিমান, ১৯৮৭-ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ১৯৮৮-ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ১৯৮৯-ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ১৯৯০-বাংলাদেশ বিমান, ১৯৯১-বাংলাদেশ বিমান, ১৯৯২-বাংলাদেশ বিমান, ১৯৯৩-ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ১৯৯৪-ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ১৯৯৫-মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৯৬-মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৯৭-লিওনাইন চেস ক্লাব, ১৯৯৮-বাংলাদেশ বিমান, ১৯৯৯-বাংলাদেশ বিমান, ২০০০-তিতাস ক্লাব, ২০০১-বাংলাদেশ বিমান, ২০০২-বাংলাদেশ বিমান, ২০০৩-বাংলাদেশ বিমান, ২০০৪-লিওনাইন চেস ক্লাব, ২০০৫-লিওনাইন চেস ক্লাব, ২০০৬-বাংলাদেশ বিমান, ২০০৭-বাংলাদেশ বিমান, ২০০৮-ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেড, ২০০৯-বাংলাদেশ বিমান, ২০১০-বাংলাদেশ বিমান, ২০১১-ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব, ২০১২-লিওনাইন চেস ক্লাব, ২০১৩-ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্পোর্টস ক্লাব, ২০১৪-সোনালী ব্যাংক ক্রীড়া ও বিনোদন ক্লাব, ২০১৫-ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্পোর্টস ক্লাব, ২০১৬-একসেস চেস ক্লাব, ২০১৭-ইসফট এরিনা চেস ক্লাব, ২০১৮-জনতা ব্যাংক অফিসার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ২০১৯-লিওনাইন চেস ক্লাব, ২০২০-রূপালী ব্যাংক ক্রীড়া পরিষদ, ২০২১-সুলতানা কামাল স্মৃতি পাঠাগার, ২০২২-বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও ২০২৪-খেলাঘর দাবা সংঘ।

ইমার্জিং এশিয়া কাপে সম্ভাবনার দ্যুতি ছড়ানোর মিশন

● মো. মুলতানুর রহমান ●

সম্প্রতি ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন পারভেজ হোসেন ইমন। তরুণ এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান লম্বা সময় পর জাতীয় দলে ফিরে তিন ম্যাচে ওপেনিং করতে নেমে করেছেন যথাক্রমে ৯ বলে ৮, ১২ বলে ১৬ ও ১ বলে ০। তাঁর পারফরম্যান্সের যে দুর্দশা গেছে, তাতে বাংলাদেশ যেন একজন কম, অর্থাৎ ১০ জন নিয়েই ভারতের মোকাবিলা করেছে! অবশ্য নির্বাচকেরা এখনই পারভেজ হোসেন ইমনের ওপর আস্থা হারাতে নারাজ। এ জন্য তাঁকে এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া নেওয়া হয়েছে ভারত সফর করে আসা তাওহিদ হৃদয়কেও। মূলত আফিফ হোসেন ধ্রুবকে ডাকা হলেও পারিবারিক কারণে এক মাসের জন্য ছুটি নেওয়ায় তাঁর জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন হৃদয়।

ভারতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে আসা তাওহিদ হৃদয় ও পারভেজ হোসেন ইমন এবার ইমার্জিং এশিয়া কাপ খেলবেন আকবর আলীর (মাঝে) নেতৃত্বে

এই দুজন ছাড়াও ভারতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলা পেসার তানজিম হাসান সাকিব, ব্যাটসম্যান জাকের আলী অনিক ও অফস্পিনার শেখ মেহেদী হাসানের নামও রয়েছে রিজার্ভ তালিকায়। সেখানে এই তিনজনের সঙ্গী বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ।

ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ 'এ' দলকে নেতৃত্ব দেবেন ডানহাতি উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান আকবর আলী, যাঁর অধিনায়কত্বে ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশি যুবারা। ওই আসরে খেলেছিলেন তাওহিদ হৃদয় ও পারভেজ হোসেন ইমনও। তা ছাড়া যুব বিশ্বকাপজয়ী সেই দলের মারকুটে ব্যাটসম্যান শামীম হোসেন পাটোয়ারি ও বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসানকেও (ভারত সফরের টি-টোয়েন্টি দলে ছিলেন, কিন্তু ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি) ইমার্জিং দলে নেওয়া হয়েছে। সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে ৬টি টেস্ট ও ৫টি টি-টোয়েন্টি খেলা ডানহাতি ব্যাটসম্যান সাইফ হাসানকে। বাঁহাতি ওপেনার নাঈম শেখ এবং পেসার আবু হায়দার রনি ও রিপন মণ্ডলকেও রাখা হয়েছে। তা ছাড়া সর্বশেষ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক মাহফুজুর রহমান রাব্বি, পিঞ্চ হিটার জিসান আলম ও পেসার মারুফ মৃধাও আছেন। সব মিলিয়ে জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা আছে ১৫ জনের মধ্যে ৮ জনেরই।

উল্লেখ্য, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) আয়োজিত টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এবারের ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হবে ওমানের মাস্কাটে। ভেন্যু একটাই, ওমান

MEN'S T20 EMERGING TEAMS ASIA CUP | OMAN 2024

ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ড। দুই গ্রুপে বিভক্ত ৮ দলের টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১৮ অক্টোবর এবং ফাইনাল মাঠে গড়াবে ২৭ অক্টোবর। নামে ইমার্জিং কাপ হলেও অংশগ্রহণ করছে টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর 'এ' দল এবং আইসিসির সহযোগী সদস্যদেশগুলোর জাতীয় দল। 'এ' গ্রুপে রয়েছে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও হংকং। 'বি' গ্রুপের দলগুলো হলো ভারত, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও স্বাগতিক ওমান। প্রত্যেক গ্রুপের সেরা দুটি করে দল উঠবে সেমিফাইনালে। শেষ চারের দুটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে ২৫ অক্টোবর। বাংলাদেশ 'এ' দল নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৮ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে। ২০ অক্টোবর আকবর আলীদের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান 'এ' দল এবং শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের সঙ্গে গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ ২২ অক্টোবর।

ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের আগের ৫টি আসরই হয়েছিল ওয়ানডে ফরম্যাটে। এবারই প্রথম টুর্নামেন্ট হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। শুরুর চার আসরে অংশগ্রহণ করতো কেবল অনূর্ধ্ব-২৩ দল, গতবার থেকে টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর 'এ' দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২০১৩ সালে সিঙ্গাপুরের প্রথম আসরে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আসরের শিরোপা জিতেছিল শ্রীলঙ্কা, রানার্সআপ হয়েছিল পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে যুগ্মভাবে আয়োজিত তৃতীয় আসরে ২০১৮ সালে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছিল লঙ্কানরা, ফাইনালে হেরে যায় ভারত। ২০১৯ সালে আবারও বাংলাদেশে ফিরে আসে ইমার্জিং এশিয়া কাপ, নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল দল ফাইনালে উঠলেও পাকিস্তানের বিপক্ষে হেরে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

সর্বশেষ গত বছরের জুলাইয়ে পঞ্চম আসর আয়োজন করেছিল শ্রীলঙ্কা এবং ভারতকে পরাজিত করে শিরোপা অক্ষুণ্ন রেখেছিল পাকিস্তান। সাইফ হাসানের নেতৃত্বে খেলা বাংলাদেশ 'এ' দল সেমিফাইনালে ভারতের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল। এবার কতদূর যাবে আকবর বাহিনী? আরেকটি মঞ্চ পেয়ে পারভেজ, শামীম, জিশান, রাব্বি ও রাজারা সম্ভাবনার দ্যুতি ছড়াতে পারবেন তো?

ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে বাংলাদেশ 'এ' দল : আকবর আলী (অধিনায়ক), সাইফ হাসান (সহ-অধিনায়ক), পারভেজ হোসেন ইমন, নাঈম শেখ, জিশান আলম, তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারি, মাহফুজুর রহমান রাব্বি, রাকিবুল হাসান, আলিস আল ইসলাম, ওয়াসি সিদ্দিকী, আবু হায়দার রনি, রেজাউর রহমান রাজা, রিপন মণ্ডল ও মারুফ মৃধা। রিজার্ভ- জাকের আলী অনিক, মেহেদী হাসান, তানজিম হাসান, নাসুম আহমেদ।

এ ছবি কার-৫৮৯-এর সঠিক উত্তর
ড্যারিয়াস ভিসের
(সামোয়ার ক্রিকেটার)

'এ ছবি কার'-৫৮৯ বিজয়ী

শবনম খান
১৬ শের-এ বাংলা রোড,
(সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে)
খুলনা

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

এ ছবি কার?-৫৯১

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ১০ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'। -সম্পাদক

ছবিটির নাম ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা ....

....

.... মোবাইল..

এ ছবি কার-৫৮৯ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। শবনম খান, ১৬ শের-এ বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ৪। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ আসকার দিঘীর পাড়, জামাল খান, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ৫। সোমা দস্তিদার, বাংলাদেশ টি স্টোরস্, ৩১ নং মোহম্মদ আলী শাহ্ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ৬। শ্রী মুক্তা রানী, দাশগুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৭। অমিত দস্তিদার মন, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৮। তোহা বকর, প্রবাহ ভবন, (টিএন্ডটি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত) উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া; ৯। রূপম দস্তিদার, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমত গঞ্জ কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১০। স্বপ্না নাহা ঘোষ, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১১। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ১২। মো. আবুল হোসেন, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ১৩। মিসেস নূর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা; ১৪। মো. আবুল হাসেম, বাড়ি-২১, রোড-০৮, সেক্টর-৩, উত্তরা ঢাকা; ১৫। ফাহিম, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর -৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০; ১৫। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৬। মো. মোশাররফ হোসেন, ২ আখতার চেম্বার, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৭। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ১৮। ফাতিমা বুশরা (লামিয়া), প্রযত্নে- এম বদরুল ইসলাম বাবু, জরিনা মঞ্জিল (৩য় তলা) ৩৭ নং ওয়ার্ড, মুনির নগর, বন্দর, চট্টগ্রাম; ১৯। ইসমাইল হুসাইন শিহাব, শিক্ষার্থী, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইইই, (ঢাকা বিশ্বদ্যালয়) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দূর্গাপুর, বরিশাল; ২০। মাহির আবরার ইঞ্জিনিয়ার, রোড-২৯এ, বাড়ি-১বি১, মিরপুর-১২, পল্লবী ঝিলপাড়, ঢাকা-১২১৬।

এ ছবি কার ৫৮৮ বিজয়ী
আজাহারুল ইসলাম কচি

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিরাপত্তা প্রহরী আনোয়ার মল্লিক অবসর গ্রহণ করায় কর্মচারীদের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন পরিষদের শ্রমিক দলের সভাপতি ইদ্রিস আলী, সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান পারভেজসহ অন্যান্যরা।

জিম আফ্রো টি-টেন লিগে ব্যর্থ বিজয় ও সাব্বির

● মো. মনির উদ্দিন ●

মোস্তাফিজুর রহমান ও সাকিব আল হাসান ছাড়া বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা খুব একটা বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ডাক পান না কেন, এ নিয়ে এদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রায়ই আক্ষেপ করতে দেখা যায়। কিন্তু কালেভদ্রে সুযোগ পেলে তাঁরা কেমন পারফরম্যান্স করেন, সেটাও তো দেখতে হবে নাকি? এই যেমন সম্প্রতি জিম আফ্রো টি-টেন লিগে ডাক পেয়েছিলেন এনামুল হক বিজয় ও সাব্বির রহমান। কিন্তু জিম্বাবুয়েতে গিয়ে দু'জনই ব্যর্থ হয়েছেন। টুর্নামেন্টে রিশাদ হোসেনেরও খেলার কথা ছিল। বাংলাদেশের এই লেগ স্পিনারকে ড্রাফটের আগেই সরাসরি দলে ভিড়িয়েছিল হারারে বোল্টস। কিন্তু সামনে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি সিরিজ থাকায় জিম্বাবুয়েতে যাননি রিশাদ।

এনামুল হক বিজয়

ইনিংস প্রতি ৬০ বলের খেলা, টি-টেন মানেই মারকাটারি ব্যাটিং। এখানে দেখেশুনে খেলে উইকেটে সেট হওয়ার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা যেখানে টি-টোয়েন্টির চাহিদাই মেটাতে শিখেননি এখনো, সেখানে টি-টেনে তো হাবুডুবু খাবেনই! বুলাওয়ে ব্রেভ জাগুয়ার্সের হয়ে বিজয় ৬ ম্যাচের ৬ ইনিংসে করেছেন মোট ৬৫ রান, গড় ১০.৮৩, স্ট্রাইকরেট ১৫৪.৭৬। আর হারারে বোল্টসে খেলা সাব্বিরের ব্যাট থেকে ৫ ম্যাচের ৪ ইনিংস মিলিয়ে এসেছে সাকুল্যে ৩৭ রান, গড় ১২.৩৩, স্ট্রাইকরেট ২০৫.৫৫। এমন দৈন্য নৈপুণ্য দেখালে কী কোনো দল ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের দলে ভেড়াতে আগ্রহী হবে?

এনওয়াইএস লাগোসের বিপক্ষে ওপেনিং করতে নেমে ২ বলে ১ রানে আউট হয়ে এনামুল হক বিজয় শুরু করেছিলেন জিম আফ্রো টি-টেন মিশন। পরের ম্যাচে কেপটাউন স্যাম্প আর্মির বিপক্ষে করেন ৪ বলে ৪ রান। ডারবান উল্ভসের বিপক্ষে তৃতীয় ম্যাচে ওপেনিং থেকে সরিয়ে চারে নামানো হলেও ৭ বলে ৫ রানের বেশি করতে পারেননি। চতুর্থ ম্যাচে অবশ্য ভালোই করেন বিজয়, হারারে বোল্টসের বিপক্ষে ওয়ানডাউনে নেমে ৬ বলে এক বাউন্ডারি ও ৩ ছক্কায় তোলেন ২২ রান। এরপর জোবার্গ বাংলা টাইগার্সের সঙ্গে দুই সাক্ষাতে ওপেনিংয়ে ফিরে ১৬ বলে ২ চার ও ১ ছয়ে ২৪ এবং ৭ বলে ৯ রান। লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে একাদশ থেকে বাদ পড়েন বিজয়, পয়েন্ট তালিকায় পঞ্চম হয়ে কোয়ালিফায়ারে নাম লেখাতে ব্যর্থ হয় তাঁর দল বুলাওয়ে ব্রেভ জাগুয়ার্স।

সাব্বির রহমান

হারারে বোল্টস ফ্র্যাঞ্চাইজি মূলত ফিনিশার রোলে খেলিয়েছে সাব্বির রহমানকে। প্রথম ম্যাচে কেপটাউন স্যাম্প আর্মির বিপক্ষে ছয় নম্বরে নেমে ২ বলে ১ রান করে রান আউট হওয়ায় পরের ম্যাচে বাদ দেওয়া হয় তাঁকে। জোবার্গ বাংলা টাইগার্সের সঙ্গে তৃতীয় ম্যাচে নেমে করতে পারেন ৩ বলে ২, এদিনও হন রান আউট! টানা তিন ম্যাচ সাইডলাইনে বসে কাটানোর পর একাদশে ফেরা সাব্বির জোবার্গ বাংলা টাইগার্সের বোলারদের আচ্ছাসে পিটিয়ে করেন অপরাজিত ৩৪ রান। তাঁর ১২ বলের ইনিংসে ছিল ৫টি ছক্কা। এরপর প্রথম কোয়ালিফায়ারে তাঁকে ব্যাটিংয়ে নামতে হয়নি, দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে কেপটাউন স্যাম্প আর্মির বিপক্ষে অনেক আশা করে ওপেনিংয়ে নামানো হলে সাব্বির মেরে বসেন 'গোল্ডেন ডাক'! শূন্য দিয়ে শেষ হয় তাঁর জিম্বাবুয়ে মিশন, হারারে বোল্টসেরও ফাইনালে ওঠা হয়নি, টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জোবার্গ বাংলা টাইগার্স।

৩১ বছর বয়সী উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান এনামুল হক বিজয় আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শুরুতে জাতীয় দলের হয়ে ওপেনিংয়ে দারুণ করেছিলেন। এরপর যে হারিয়ে যেতে শুরু করেন, মাঝে-মধ্যে অনিয়মিতভাবে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলে ফেরানো হলেও টিকে থাকার মতো পারফরম্যান্স দেখাতে পারেননি। সবশেষ বাংলাদেশ 'এ' দলের হয়ে পাকিস্তান সফরেও হতাশা উপহার দিয়েছেন তিনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বিজয়ের ওপর পরবর্তীতে আর কোনো বিনিয়োগ করতে অন্তত দশবার ভাববেন নির্বাচকরা।

অন্যদিকে বাংলাদেশের ক্রিকেটের এক অনন্ত আক্ষেপের নাম সাব্বির রহমান। লাল-সবুজ জার্সি গায়ে অভিষেকের পর কখনোই ধারাবাহিকতা দেখাতে না পারলেও জাতীয় দলে প্রথম দিকে বিশেষ করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে মাঝেমধ্যে দারুণ কিছু ইনিংস খেলে দলের জয়ে ভালো অবদান রেখেছেন। কিন্তু দলে দলে জায়গা হারানোর পর আর 'কামব্যাক' করতে পারেননি। এক সময়ের পিঞ্চ হিটার খ্যাত সাব্বিরের বয়স ৩৩ ছুঁই ছুঁই, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি প্রায় বিস্মৃত নাম। নিজেকে হারিয়ে খুঁজে ফেরা এই ডানহাতি ব্যাটসম্যানের ফর্ম এতটা শোচনীয় যে, এমনকি ঘরোয়া ক্রিকেটেও নিয়মিত দল পান না সাব্বির!

শব্দজট-৬১২

আ	সি	ফ	মা	হ	মু	দ		সা
র্জে								ই
ন্টি		সা	গ	র	ই	স	লা	ম
না		বি						
		না	জ	মু	ল	হা	সা	ন
এ		খা		স্তা		মি		
শা		তু		ফি		জা	কি	র
ও		ন		জু				শি
জা	ভি		হা	র	মা	ন		দ

শব্দজট-৬১৪

১					২		৩	
							৪	
৫								
		৬						
		৭				৮		৯
১০								
১১				১২				

শব্দজট-৬১২ বিজয়ী
মিসেস নূরজাহান বেগম
খুলনা

শব্দজট-৬১২ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ২৫ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

নাম...

ঠিকানা...

....

....

মোবাইল :...

শব্দজট-৬১২-এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। আবুল হাসেম, উত্তরা ঢাকা; ২। মো. সোহেল মোল্লা, বাউনিয়া, ঢাকা; ৩। মো. আবুল হোসেন, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ৪। মিসেস নূরজাহান বেগম, খুলনা; ৫। রোজিনা ইব্রাহীম শিপ্রা, প্রযত্নে- ওবায়েদ উল হক ভবন (২য় তলা) গ্রাম- জামালপুর, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬; ৬। ফাহিম, উত্তরা, ঢাকা; ৭। রওশন আরা, বাউনিয়া, ঢাকা; ৯। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১০। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১১। শবনম খান, ১৬ শের-এ-বাংলা রোড, খুলনা; ১৩। সোমা দস্তিদার, বাংলাদেশ টি স্টোরস, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ্ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ১৪। শ্রী মুক্তা রাণী, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১৫। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন, আসকার দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১৬। অমিত দস্তিদার মন, দোয়েল আহম্মেদ ৪৯/৫০ জামাল খান লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১৭। রূপম দস্তিদার, এনজেল ভিউ-১, ২ নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ১৮। মোশাররফ হোসেন, খুলনা; ১৯। স্বপ্না নাহা ঘোষ, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা দেওয়ান বাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২০। মো. সোহাগ মোল্লা, বাউনিয়া, ঢাকা।

শব্দজট-৬১১ বিজয়ী
স্বপ্না নাহা ঘোষ

শব্দজট ৬১৪-এর সূত্র

সূত্র : পাশাপাশি

১. বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের বাঁহাতি স্পিনার; ৪. শুটার খেলার একটি উপকরণ; ৫. ভারত নারী ক্রিকেট দলের দলনেতা; ৬. বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার; ৭. মালয়েশিয়া নারী ক্রিকেট দলের ডানহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার; ১১. প্যারিস অলিম্পিকে প্রথম নিরপেক্ষভাবে সোনা জেতা বেলারুশের অ্যাথলেট; ১২. নারী এশিয়া কাপ-২০২৪-এর চ্যাম্পিয়ন দল।

সূত্র : উপর-নিচ

১. পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দলের উইকেট কিপার, ২. নেপাল পুরুষ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক; ৩. বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের দলনেতা; ৭. লঙ্কান ক্রিকেট দলের একজন অলরাউন্ডার; ৮. প্যারিস অলিম্পিকে প্রথম সোনাজয়ী চীনা অ্যাথলেট; ৯. আফগান অলরাউন্ডার; ১০. ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অলরাউন্ডার।

মো. আবুল হোসেন
টি.এফ ক্যাসেল (৩য় তলা), কালীবাড়ি রোড, বরিশাল।

রাঙ্গুনিয়ায় জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল

রাঙ্গুনিয়ায় জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন রাঙ্গুনিয়া আদর্শ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়। খেলার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রায়হান মেহেবুব। চট্টগ্রাম আন্তঃস্কুল জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের (বালক) রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পর্যায়ের ফাইনাল খেলা রাঙ্গুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে গত ১৩ জুন বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাঙ্গুনিয়া আদর্শ বহুমূখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ২-০ গোলে হারায় মজুমদারখীল উচ্চ বিদ্যালয়।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

● রফিকুল ইসলাম কামাল ●

বিতর্কিত সাকিব

বর্ণিল এক জীবন সাকিবের। ক্রিকেটার হিসেবে এমন উচ্চতর অবস্থানে পৌঁছে গেছেন, যে অবস্থান অন্য অনেকের জন্য কেবলই দূরাকাশের তারা। ক্রিকেটে যেখানে খেলতে নেমেছেন–ঘরোয়া ক্রিকেট হোক কিংবা আন্তর্জাতিক, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট হোক বা প্রীতি ম্যাচ–সবখানে কেবলই সোনা ফলিয়ে গেছেন এই বাঁহাতি। প্রায় দেড় দশক আগে ক্রিকেটের অমিয় সাগরে যে তরী ভাসিয়েছিলেন সাকিব, এখন তা সোনালি ফসলে পরিপূর্ণ। বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে প্রশ্নাতীত সেরা তো বটেই, বিশ্ব ক্রিকেটে তিনি এখন সর্বকালের সেরাদের একজন।

এত রেকর্ড, এত সম্মান, এত অর্জন–সাকিবের নিজেরই হয়তো কখনো কখনো স্রেফ অবিশ্বাস্যই মনে হয়। তারপরও কখনো অবসরে, ফুরসতে তার বুক চিরে কী কোনো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে? এমন কী মনে হয় যে যদি ওই কাজটা না করতাম! ওই আচরণটা যদি আমার দ্বারা না হতো!

সাকিব একা একজন মানুষ; কিন্তু তাঁকে ঘিরে বিতর্ক অনিঃশেষ। শুধু এই একটি বাক্য যদি বলা হয়–'অন্যতম আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তি', তবে সম্ভবত স্বাভাবিকভাবেই বাংলার মানুষজনের মানসপটে সর্বাগ্রে ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের নামই ভেসে উঠবে। ভেসে না ওঠাই বরঞ্চ অস্বাভাবিকতা হিসেবে ধরে নিতে হবে! ঠিক এ কারণেই সাকিবের দীর্ঘশ্বাসের প্রসঙ্গ টানা। একান্ত সময়ে সাকিব হয়তো নিজের অতীতের দীর্ঘ পথের পানে ফিরে তাকান, হয়তো বিরাট অর্জনের পরও তার মনে খেদ থাকে কিছুটা। হয়তো এ রকম হয়ই না। সাকিবকে আমরা যে রকম দেখে অভ্যস্ত, তাতে তাঁর কাছে সম্ভবত সামনের পথ ধরে হেঁটে যাওয়াই মূল কথা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাকিবের অভিষেক ২০০৬ সালে। প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে শুরু থেকেই তিনি মনোযোগ কাড়েন বিশ্ব ক্রিকেটের। বছর কয়েক যেতে না যেতেই তার পারফরম্যান্সের খাতায় সমানতালে যোগ হতে থাকে বিতর্কিত সব কাজকারবার। কখনো গালাগালি, স্টাম্প ছুড়ে ফেলা, কখনো অশ্লীল আচরণ, মারধর, কখনোবা জুয়াড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার তথ্য গোপন–কী করেননি সাকিব! ২০১০ সাল থেকে বিতর্কের সঙ্গে যার ওঠাবসা শুরু, তখন থেকে এই ২০২৪ সাল অবধি মাত্র দুটি পৃথক বছর গেছে যখন তিনি কোনো নতুন বিতর্কের জন্ম দেননি। শাস্তি পেয়েছেন, নিষিদ্ধ হয়েছেন, দুয়োধ্বনি শুনেছেন–কিছুকেই পাত্তা দিতে তার মন সায় দেয়নি সম্ভবত।

যুক্তিতর্ক দিয়ে যে সুন্দর আলোচনা হয়, সেটাকে বিতর্ক বলা হয়। কিন্তু এই বিতর্কের সঙ্গে সাকিবের কর্মকাণ্ডের যে একরত্তি মিল নেই, সেটা বলাই বাহুল্য। যদি মিল থাকত, তবে তিনিই হতেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'বিতার্কিক'!

দুই.

ফুলে সুশোভিত সাকিবের ক্রিকেট ক্যারিয়ারে কাঁটা হয়ে আছে বিতর্কগুলো। ২০১০ সালে প্রথমবার বিতর্কে জড়ান তিনি। এরপর কেবল ২০১২ ও ২০২০ সাল দুটি গেছে, যখন সাকিবকে নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো বিতর্কের তথ্য জানা যায়নি! বাদবাকি সব বছরেই এক বা একাধিক অপ্রত্যাশিত কাণ্ডের 'ধারাবাহিকতা' ধরে রাখেন তিনি।

২০১০ সালে ভারতের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজ খেলছিল বাংলাদেশ। ওই সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে সাইট স্ক্রিনের পাশে এক দর্শক নড়াচড়া করছিলেন। এতে বিরক্ত হয়ে ক্রিজ ছেড়ে বাউন্ডারি লাইনে ছুটে গিয়ে ওই দর্শককে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন সাকিব। সঙ্গে ব্যাট উঁচিয়ে দেন হুমকিও! সেই যে শুরু, চলছে নিরবধি। ২০১১ সালে বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাত্র ৫৮ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। এমন হতশ্রী পারফরম্যান্সে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন স্টেডিয়ামের দর্শকেরা। সেটা সহ্য হয়নি সাকিবের–মধ্যমা আঙুল দেখিয়ে বাজে ইঙ্গিত দেন দর্শকদের। ২০১২ সাল সাকিবের কাছ থেকে নিরাপদেই ছিল বিতর্ক শব্দটি! পরের বছর ফের 'ফর্মে' ফিরেন তিনি। ২০১৩ সালে মিরপুরে বিজয় দিবস টি-টোয়েন্টি ম্যাচ চলছিল। তখন এক দর্শক অটোগ্রাফ চান সাকিবের কাছে। বারবার চাওয়ার পরও সাকিব অটোগ্রাফ দিতে রাজি হননি। এতে ওই দর্শক কটূক্তি করেন। এরপর রেগেমেগে গ্যালারিতে গিয়ে ওই দর্শকের কলার চেপে ধরেন সাকিব!

২০১৪ সালে অন্তত তিনবার বিতর্কে নাম জড়ায় বাঁহাতি অলরাউন্ডারের। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এক ম্যাচে ছক্কা মারতে গিয়ে ক্যাচ তুলে ড্রেসিংরুমে ফিরেন তিনি। খানিক পর এই আউট নিয়ে ধারাভাষ্যকাররা যখন কথা বলছিলেন, তখন টিভি ক্যামেরায় বাংলাদেশ দলের ড্রেসিংরুম দেখানো হচ্ছিল। তখন ক্যামেরার পানে তাকিয়ে রীতিমতো অশালীন অঙ্গভঙ্গি করেন সাকিব! শুরু হয় সমালোচনার ঝড়। পরে তাঁকে তিন ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ ও তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। ওই বছরই দর্শক পিটিয়ে আবার শিরোনাম হন তিনি। ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ চলছিল মিরপুরে। বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ থাকার সময় ভিআইপি

গ্যালারিতে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বসা সাকিবের স্ত্রী শিশিরকে এক যুবক উত্যক্ত করার অভিযোগে তাঁকে আটকে মারধর করে বিসিবির নিরাপত্তাকর্মীরা। খবর পেয়ে কারও অনুমতির তোয়াক্কা না করে ড্রেসিংরুম ছেড়ে সেখানে গিয়ে মারধরে যোগ দেন সাকিব! অথচ ম্যাচ চলাকালে কোনোভাবেই গ্যালারিতে যেতে পারেন না ক্রিকেটাররা। এ ঘটনায় সাকিবকে তলব করে ব্যাখ্যা চায় বিসিবি। তার ব্যাখ্যায় দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সন্তুষ্ট হয়নি। এদিকে, ওই তলবে ক্ষুব্ধ হয়ে জাতীয় দলের তৎকালীন প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহেকে টেস্ট ও ওয়ানডে থেকে অবসর নিয়ে নেওয়ার হুমকি দেন সাকিব! ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) ২০১৪ সালের আসরে সাকিব বিসিবির কাছ থেকে কোনো লিখিত অনুমতি না নিয়েই খেলতে চলে যান। তাঁকে দেশে ডেকে পাঠায় বিসিবি। এরপর তারা বসে বৈঠকে। ওই বছরের ৭ জুলাই বিসিবির তৎকালীন সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন জানান, দর্শক পেটানো ও সিপিএলে খেলতে যাওয়ার ঘটনায় সাকিবকে সব ধরনের ক্রিকেটে ছয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সময়ে তিনি এমনকি জাতীয় দলের সঙ্গে অনুশীলনও করতে পারবেন না। একইসঙ্গে দেড় বছর তিনি দেশের বাইরে কোনো টুর্নামেন্ট খেলতে পারবেন না। ওই সময় পাপন বলেছিলেন, 'এর আগে বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে এমন কেউ আসেনি, যার এত আচরণগত সমস্যা ছিল। ওর আচরণ এমন, যা আমাদের দলকে সরাসরি প্রভাবিত করছে।' সাকিবের ওই শাস্তি অবশ্য টেকেনি। তার আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি প্রায় চার মাসই কমিয়ে দেয় বিসিবি।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ২০১৫ সালের আসরে একটি ম্যাচ চলাকালে আম্পায়ার তানভীর আহমেদের সঙ্গে অসদাচরণ করেন রংপুর রাইডার্সে খেলা সাকিব। সিলেট সুপার স্টার্সের বিপক্ষে কট বিহাইন্ডের আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় রেগে বাজে আচরণ করেন তিনি। এ ঘটনায় তাঁকে নিষিদ্ধ করা হয় এক ম্যাচে, জরিমানা করা হয় ২০ হাজার টাকা। ২০১৬'তে আবার বিপিএলে আম্পায়ারের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার দেখান তিনি। আসরের প্রথম কোয়ালিফায়ারে ঢাকা ডায়নামাইটসে খেলা সাকিবের এই অসদাচরণের জন্য কোনো শাস্তি দেয়নি বিসিবি। এক সময়কার বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার ২০১৭ সালে টেস্টে দারুণ খেলছিলেন। ৭ টেস্টে ৬৬৫ রান আর ২৯ উইকেট। দুর্দান্ত ফর্মে থাকার ওই সময়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ঠিক আগে সবাইকে চমকে দিয়ে টেস্ট ক্রিকেট থেকে ছয় মাসের বিরতি চেয়ে বসেন সাকিব! নাখোশ হন কোচ, চলে বিতর্ক। শেষাবধি তিন মাসের ছুটি পান তিনি। পরের বছর যুক্তরাষ্ট্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ চলাকালে এক দর্শকের সঙ্গে উত্তপ্ত তর্কে লিপ্ত হন মাগুরার ছেলে। এ ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, হয় বিতর্ক।

২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে নিয়ম অনুসারে জাতীয় দলের আনুষ্ঠানিক ফটোসেশন হয়। মিপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে হওয়া সেই ফটোসেশনে উপস্থিত থাকেননি সাকিব! বিশ্বকাপের পর বিভিন্ন ইস্যুতে দেশে ক্রিকেটারদের আন্দোলন শুরু হয়, যেখানে নেতৃত্ব দেন সাকিব। তবে এসবকে ছাপিয়ে ২০১৯ সাকিবের জন্য অন্য কারণে বিভীষিকা। তিন তিনবার জুয়াড়িদের কাছ থেকে ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পেয়েও আইসিসিকে না জানানোয় এক বছরের স্থগিত নিষেধাজ্ঞাসহ দুই বছরের জন্য সাকিবকে সব ধরনের ক্রিকেটে নিষিদ্ধ করে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। ওই বছরের ২৯ অক্টোবর এই শাস্তির বিষয়টি জানায় আইসিসি। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ের মধ্যকার ত্রিদেশীয় সিরিজ চলাকালে দুবার ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পান সাকিব। একই বছরের এপ্রিলে আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের মধ্যকার ম্যাচে আরেকবার জুয়াড়িদের প্রস্তাব আসে তার কাছে। নিয়ম অনুসারে এসব প্রস্তাব আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটকে জানাতে বাধ্য ছিলেন সাকিব। কিন্তু তিনি সেগুলো গোপন করে যান। পরে আইসিসি নিজস্ব সূত্রে তথ্য পেয়ে অনুসন্ধান চালায়, সাকিবও দায় স্বীকার করে নেন।

আইসিসির ওই নিষেধাজ্ঞায় থাকার কারণেই সম্ভবত ২০২০ সালে কোনোও বিতর্কে নিজেকে জড়াননি সাকিব। তবে ২০২১ সালে ফের শুরু। ওই বছর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে নিউজিল্যান্ড সফর থেকে ছুটি নেন সাকিব। এতে কেউ আপত্তি তুলেননি। তবে আইপিএল খেলতে শ্রীলঙ্কা সফর থেকে ছুটি নেওয়ায় চরম সমালোচনায় পড়েন তিনি। মহামারিকাল হওয়ায় ওই বছর প্রিমিয়ার লিগ হয় জৈব সুরক্ষাবলয়ের মধ্যে। কিন্তু মোহামেডানে খেলা সাকিব নিয়মের তোয়াক্কা না করে সুরক্ষাবলয় ভেঙে অনুশীলন করেন। পরে এজন্য ক্ষমা চান তিনি। তবে এ দুই ঘটনা নয়, ওই বছরটি সাকিব আরেকবার নিষিদ্ধ হওয়ার কারণেই সম্ভবত মনে রাখবেন বেশি। ওই প্রিমিয়ার লিগেরই ঘটনা। মোহামেডান ও আবাহনীর ম্যাচ। আম্পায়ার তানভীর আহমেদের একটি সিদ্ধান্ত মনোঃপুত না হওয়ায় স্ট্যাম্পে লাথি মেরে বসেন সাকিব! এখানে থামলে তো! বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি সাময়িক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়াররা। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে স্ট্যাম্প তুলে নিয়ে আছাড় মারেন সাকিব! এ ঘটনায় তাঁকে তিন ম্যাচে নিষিদ্ধ আর পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

সাকিব ২০২২ সালে একটি বেটিং (জুয়া) প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি করেন। বিসিবি তখন কঠোর হুঁশিয়ারি দেয় তাকে। বাধ্য হয়ে চুক্তি বাতিল করেন তিনি। পরের বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে এক সাক্ষাৎকারে দীর্ঘদিনের সতীর্থ তামিম ইকবালকে নিয়ে অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করেন সাকিব। ক্রিকেটপ্রেমীদের তীব্র বাক্যবাণ তাঁকে হজম করতে হয় তখন। এ ছাড়া নিজের চোখের সমস্যা লুকিয়ে বিশ্বকাপে খেলেন সাকিব। একই বছরে একটি হত্যা মামলার পলাতক এক আসামির আমন্ত্রণে দুবাইতে শোরুম উদ্বোধনে গিয়ে সমালোচনায় পড়েন তিনি। চলতি বছরটা সাকিবের জন্য একেবারেই অন্য রকম। সুখের পাল তুলে চলা নৌকা এভাবে ঝড়ের কবলে পড়ে যাবে, স্বপ্নেও হয়তো ভাবেননি। ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক আন্দোলন চলাকালে সাকিব কানাডায় গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি লিগে খেলছিলেন। আন্দোলনে একাত্মতা পোষণ না করায় সেখানে এক দর্শক তাঁকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন। পাল্টা তির্যক প্রশ্ন ছুড়ে সাকিব বলেন, 'দেশের জন্য আপনি কী করেছেন?' দেশের উত্তাল সময়ে তিনি ফেসবুকে পারিবারিক ছবি শেয়ার দিয়ে 'কোয়ালিটি টাইম' কাটানোর কথাও লিখেন। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে সাকিব পরিণত হন 'গণশত্রু'তে। আন্দোলন পরবর্তী সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা মামলাও হয়েছে। সম্প্রতি ভারত সফরে থাকাকালীন তিনি ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট দেশের মাটিতে খেলতে চাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শামিল না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি দেন। কিন্তু গ্রেফতারের ঝুঁকি নিয়ে সাকিব আদৌ দেশে আসবেন কি না, সেটা সময়েই জানা যাবে।

ক্রিকেটাঙ্গনের বিতর্কের বাইরে 'ব্যবসায়ী' সাকিব আল হাসানের বিতর্কের তালিকাও বেশ লম্বা। শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারি, ৫০ লাখ টাকা জরিমানা, শেয়ারবাজারের ব্যবসার ডকুমেন্টে নিজের বাবার নাম বদলে দেওয়া, বিভিন্ন জায়গায় শোরুম উদ্বোধন করতে গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে বাজে আচরণ, নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন ঠিকঠাক না দেওয়াসহ নানা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। এ ছাড়া রাজনীতিতে জড়ানো, কিংস পার্টি গড়তে চাওয়া এসব নিয়েও তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই।

প্রতিভাবানরা নাকি একটু-আধটু 'পাগলাটে' হয়ে থাকেন। সাকিব প্রতিভাবান নিঃসন্দেহে। তার মতো ক্রিকেট প্রতিভা বাংলাদেশ আর কবে পাবে, এ এক বিরাট প্রশ্ন। তার একটু-আধটু নয়, বরঞ্চ সীমাহীন 'পাগলামি' মেনে নিয়ে বারবার ভালোবাসার ঢালি উপহার দিয়েছে বাংলাদেশ। তবুও বদলাননি সাকিব, বদলাতে চাননি। ক্যারিয়ারের পড়ন্ত বেলায় এসে তাই বাংলার মানুষের মানসপটে সাকিব কি অনেকটাই 'অপাঙক্তেয়'?

● মুহাম্মদ রফিকুল হায়দার ●

ফের অনূর্ধ্ব-২০ দলের ব্যর্থতা

বাংলাদেশ কবে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৯ বা অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলেল চূড়ান্ত পর্বে খেলেছিল তা অনেকেই মনে নেই। সেই ২০২২ সালে সবশেষ বাংলাদেশ দলের এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলেল চূড়ান্ত পর্বে খেলা। তখন হাঙ্গেরীর বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান কোচ জর্জ কোটানের সময় পাকিস্তানের মাঠ থেকে এই ছাড় পত্র আনা। তা পাকিস্তানের সাথে শেষ ম্যাচে ২-২ গোলে ড্র করে। এরপর দফায় দফায় চেষ্টা করেও আর ফাইনাল রাউন্ডে খেলার সুযোগ মেলনি। এবারের অনূর্ধ্ব-২০ সাফে বাংলাদেশ দল প্রথম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সবারই প্রত্যাশা ছিল এএফসির টুর্নামেন্টের বাছাই পর্বে অন্তত গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে ফাইনাল রাউন্ডে খেরার সুযোগ হবে। তবে এবারও ভিয়েতনামে মাঠ থেকে সুবংবাদ বয়ে আনা সম্ভব হয়নি। কোচ একেএম মারুফল হক পাঁচ দলের মধ্যে তৃতীয় হওয়া ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেননি। তবে সান্ত্বনা শেষ ম্যাচে ভুটানকে হারিয়ে জয়ে নিয়ে দেশে ফেরা। ২১ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয় থেকে দেড় ঘণ্টার বাস ভ্রমনের দূরত্বের হাইপং শহরের লাচ ত্রাই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এবারের এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলের 'এ' গ্রুপের বাছাই পর্ব। এতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল সিরিয়া, গুয়াম ভুটান ও স্বাগতিক ভিয়েতনাম। মারুফুল হক বাহিনীর প্রত্যাশা ছিল তারা দুর্বল গুয়াম ও ভুটানকে হারিয়ে আর সিরিয়া ও ভিয়েতনামের যে কোনো একটিকে ঠেকিয়ে এবারের বাছাই পর্বে থেকে চূড়ান্ত পর্বের ছাড়পত্র আনবে। তবে শুরুতেই ধাক্কা খায় বাংলাদেশ দল। নেপালের মাঠে সেমিতে ভারত এবং ফাইনালে নেপালকে হারানো মারুফুল হকের দল চ্যাম্পিয়ন দলটি নিয়ে আর ভিয়েতনাম যেতে পারেনি। সেই দলের ছয় জনকে রেখে যেতে হয়। এরা হলেন মেহেদী হাসান শ্রাবণ, রুস্তম হোসেন দুখু মিয়া, চন্দন রায়, রাব্বী হোসেন রাহুল, মহসিন ও আসিফ। সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেই ভুটানের বিপক্ষে দুই ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। সেই দলে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ দলের ফুটবলার মিরাজুল ইসলাম , রাব্বী হোসেন রাহুল, চন্দন রায়কে নেওয়া হয়। চন্দন এবং রাহুল আগেই জাতীয় দলের সাথে ছিলেন। এবার প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পান মিরাজুল। এতে এদের সাফ পরবর্তী রিকভারি এবং অনূর্ধ্ব-২০ দলের সাথে এএফসি আসরের

হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ দল

প্রস্তুতি শুরু করতে পারেননি। এ ছাড়া ইনজুরির জন্য গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ, ডিফেন্ডার রুস্তম হোসেন দুখু মিয়াকে দলের সাথে নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরে বসুন্ধরা কিংস ছাড়েনি তাদের ৪ খেলোয়াড়কে। মহসিন, আসিফকে ছাড়লেও তারা ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। শ্রাবণ' দুখু মিয়ার মতো ইনজুরি আক্রান্ত ছিলেন রাহুল। সাফের সেমিতে টাইব্রেকার ঠেকানো এবং শ্রাবণের বিকল্প হিসেবে সাফের সেমি ফাইনাল ও ফাইনালে পোস্টের নীচ আগলানো গোলরক্ষক মোহাম্মদ আসিফ বসুন্ধরা কিংসের ছাড়পত্র পেলেও জাতীয় দলের ক্যাম্পে ফেরার পর তিনি আর কোচের পাশমার্ক পাননি। এ ছাড়া সিনিয়র জাতীয় দলের সাথে ভুটান সফর শেষে দেশে ফিরে ছুটি কাটাতে বাড়ি যান মিরাজুলরা। ফলে কোচ মারুফুল হক মাত্র তিন দিনের জন্য পুরো দলকে একত্রে ট্রেনিং করাতে সক্ষম হন। একেতো কয়েক খেলোয়াড়কে ছাড়াই রওনা হওয়া, তার উপর প্রস্তুতির ঘাটতি সব মিলিয়েই ভংঙ্গুর দল নিয়ে মারুফুল হক পারেননি দলকে সাফল্য এনে দিতে। অথচ মারুফল হকের অধীনেই এবার প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-২০ পুরুষ সাফে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। ২১ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচেই বাংলাদেশ মুখোমুখি হয় শক্তিশালী সিরিয়ার। যাওয়ার আগে মারুফল হক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়ে গিয়েছিলেন, পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে ভিয়েতনাম যেতে পারলে সিরিয়া এবং ভিয়েতনামকে হারাতে পারতেন। ভাংগাচোরা দল নিয়ে যে ন্যূনতম ড্র করাটাও যে বোকামি তা সিরিয়া ও ভিয়েতনামের বিপক্ষে দুই ম্যাচেই প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে সিরিয়ার কাছে ০-৪ গোলে ধরাশায়ী হয়। পরের ম্যাচে ভিয়েতনামের বিপক্ষে ১-৪ গোলে হার। এরপর ২১ সেপ্টেম্বর দুর্বল গুয়ামের বিপক্ষেও জিততে ব্যর্থ হওয়া। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এই দ্বীপ রাষ্ট্রের বিপক্ষে দুই দফা লিড নিয়েও জিততে পারেনি। ৬ মিনিটে মিরাজুলের গোলে বাংলাদেশ লিড নিলেও পরে এরপর ৭৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে স্কোর ১-১ করে ফেলে গুয়াম। ৮৭ মিনিটে মইনুল ইসলাম মঈনের গোলে ফের এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের। তখন ধরেই নেওয়া হয়েছিল জিততে যাচ্ছে লাল-সবুজ যুবারা। কিন্তু ৯১ মিনিটে গুয়াম সেই গোলও পরিশোধ করে ফেলে। আগের ম্যাচে হারের পর গুয়ামের কাছে পয়েন্ট খোয়ানোটা ছিল বিশাল আঘাত। স্বপ্নটা মূলত : এখানেই শেষ।

গুয়ামের বিপক্ষে ম্যাচের পর তিন দিন বিরতি পায় বাংলাদেশ। ২৭ সেপ্টেম্বর তাদের প্রতিপক্ষ ছিল ভিয়েতনাম। যারা দুর্বল গুয়ামের বিপক্ষে জিততে পারে না তাদের পক্ষে কি ভিয়েতনামকে হারানো সম্ভব। তাতো হয়নিই উল্টো ১-৪ গোলে হার। যেখানে ভিয়েতনাম ৩-০ গোলে গুয়ামকে এবং সিরিয়া ১০১ গোলে হারিয়েছিল গুয়ামকে। তিন ম্যাচে মারুফ বাহিনীর দুই হার ও এক ড্র সব ওলট পালট করে দেয়। বাংলাদেশের বিপক্ষে ভিয়েতনাম ৩ মিনিটে লিড নেয়ার পর ৩০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুন করে। এরপর ৪০ মিনিটে পিয়াস আহমেদ নোভা বাংলাদেশের পক্ষে ব্যবধান কমিয়ে ম্যাচ জমিয়ে তোলার ইংগিত দিলেও ৪১ মিনিটে ভিয়েতনাম তৃতীয় গোল করে ম্যাচ নিজেদের করে নেয়। এরপর ৮১ মিনিটে

স্বাগতিকদের চতুর্থ গোল । তিন ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পাওয়া বাংলাদেশ দলের গ্রুপে অন্তত : তৃতীয় স্থান পাওয়াকে অনিশ্চিত করে দেয়। তাই শেষ ভরসা ছিল শেষ ম্যাচে ভুটানকে হারানো। যা তাদের সান্ত্বনার জয়ের পাশাপাশি গ্রুপে তিন নাম্বার স্থানের নিশ্চয়তা দিতো। শেষ পর্যন্ত ২৯ সেপ্টেম্বর ভুটানকে ২-১ গোলে হারিয়ে মিরাজুল, নোভা, আসাদুল মোল্লারা শেষটা ভালোভাবেই করতে সক্ষম হয়। ৪ মিনিটে আসাদুল মোল্লা প্রথমে গোলটি করেন। কিন্তু গুয়ামের মতো এই ম্যাচেও বাংলাদেশ লিড ধরে রাখতে পারেনি। আসাদুল ইসলাম সাকিবের আত্মঘাতী গোলে ৭০ মিনিটে সমতা আনে ভুটান। যদিও ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হন মঈন। ৮৪ মিনিটে মাঠে নেমেই ৮৭ মিনিটে তার গোলেই জয়। কয়েক মৌসুম আগে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া মঈনের এই আসরে এটি দ্বিতীয় গোল। ভুটান-এর আগে গুয়ামের সাথে ১-১ গোলে ড্র করেছিল। 'এ' গ্রুপ থেকে সিরিয়ার চ্যাম্পিয়ন হয়। ভিয়েতনাম হয়েছে রানার্সআপ। গুয়াম চতুর্থ এবং ভুটান পঞ্চম হয়েছে। এক সময় বাংলাদেশের এএফসির বয়সভিত্তিক আসরের চূড়ান্ত পর্বে খেলা হতো। তবে এখন দুই বিভাগেই সেই সুযোগ আর হচ্ছে না। অনূর্ধ্ব-১৬/১৭ দল ২০০৭ সালে সবশেষ এএফসি টুর্নামেন্টের ফাইনাল রাউন্ডে খেলেছিল।

সিরিয়ার বিপক্ষে খেলা বাংলাদেশ দল : ইসমাইল মাহিন, আসাদুল ইসলাম সাকিব (নাজিম উদ্দিন ৮৮ মি.), ইফতিয়ার হোসেন (মঈনুল ইসলাম ৭৯ মি.), কামাচি মারমা আকি, শাকিল আহাদ তপু, আশরাফুল হক আসিফ, রাজু আহমেদ জিসান (আসাদুল মোল্লা ৬১ মি.), পিয়াস নোভা, মিরাজুল ইসলাম. সিরাজুল ইসলাম রানা।

গুয়ামের বিপক্ষে খেলা বাংলাদেশ দল : ইসমাইল মাহিন, রাজীব হোসেন, আসাদুল ইসলাম সাকিব, ইফতিয়ার হোসেন (মঈনুল ইসলাম ৭৮ মি.), আসাদুল মোল্লা (নাজিম উদ্দিন ৭৮ মি.) কামাচি মারমা আকি, শাকিল আহাদ তপু, আশরাফুল হক আসিফ, রাজু আহমেদ জিসান, পিয়াস নোভা, মিরাজুল ইসলাম (ইফতিসাম রহমান জিদান ৯৩ মি.)

ভিয়েতনামের বিপক্ষে খেলা বাংলাদেশ দল : ইসমাইল মাহিন, রাজীব হোসেন, পারভেজ আহমেদ, আসাদুল ইসলাম সাকিব, ইফতিফার হোসেন (ইমরান খান ৮৮ মি.), নাজিম উদ্দিন (আসাদুল মোল্লা ৪১ মি.), শাকিল আহাদ তপু, আশরাফুল হক আসিফ, রাজু আহমেদ জিসান (মঈনুল ইসলাম ৬০ মি.), পিয়াস নোভা, মিরাজুল ইসলাম (হোসাইন মোহাম্মদ আরিয়ান ৬০ মি.)।

ভুটানের বিপক্ষে খেলা বাংলাদেশ দল : ইসহাক আকন্দ, রাজীব হোসেন (ইমরান খান ৮৪ মি.), পারভেজ আহমেদ (গোলাম রাব্বী ৩২ মি.), আসাদুল ইসলাম সাকিব, ইফতিয়ার হোসেন, আসাদুল মোল্লা, শাকিল আহাদ তপু, আশরাফুল হক আসিফ (মঈনুল ইসলাম ৮৪ মি.), রাজু আহমেদ জিসান (হোসেন মোহাম্মদ আরিয়ান ৭৩ মি.), পিয়াস নোভা, মিরাজুল ইসলাম।

এক নজরে বাংলাদেশের রেজাল্ট

বাংলাদেশ ০-৪ সিরিয়া

বাংলাদেশ ২-২ গুয়াম
(মিরাজুল, মঈন)

বাংলাদেশ ১-৪ ভিয়েতনাম
(নোভা)

বাংলাদেশ ২-১ ভুটান
(আসাদুল, মঈন)

সাউথ এশিয়ান স্কুল কমব্যাট গেমসে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

ওমর ফারুক রুবেল

অলিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, সাউথ এশিয়ান গেমসসহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক গেমসে বিভিন্ন দেশের জাতীয় দলের ক্রীড়াবিদদের খেলতে দেখা যায়। কিন্তু স্কুলের জুনিয়র ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রথমবার আয়োজিত হল স্কুল কমব্যাট গেমস। ১-৩ অক্টোবর প্রথমবার ঢাকায় আয়োজিত হলো প্রথম সাউথ এশিয়ান স্কুল কমব্যাট গেমস। তায়কোয়ান্দো, উশু ও কারাতে–এই তিনটি ইভেন্টে গেমসের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার প্রায় শতাধিক খুদে ক্রীড়াবিদ এই গেমসে অংশ নেয়। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) তিন দিনব্যাপী প্রতিযোগিতা শেষে চ্যাম্পিয়ন হয় স্বাগতিক বাংলাদেশ।

১৩টি স্বর্ণ, ১৬টি রৌপ্য, ১৭টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৪৬টি পদক জিতে সেরা হয় লাল সবুজের ক্রীড়াবিদরা। ভারত ১০টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য, ২টি ব্রোঞ্জসহ মোট ১৫টি এবং নেপাল ৫টি স্বর্ণ, ৭টি রৌপ্য, ৯টি ব্রোঞ্জসহ মোট ২১টি পদক নিয়ে যথাক্রমে রানার্সআপ ও তৃতীয় হয়। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মুনীরুল ইসলাম, এসজিপি, এসইউপি (বার)।

সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কুল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. রবিউল আলম। গেমসটির আয়োজন করে সাউথ এশিয়ান স্কুল স্পোর্টস ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ স্কুল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন।

এর আগে ১ অক্টোবর তিন দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিকেএসপির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মুনীরুল ইসলাম। এ সময় বাংলাদেশ স্কুল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. রবিউল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

তরুণদের খেলাধুলা ও শরীরচর্চা

● আরাফাত শাহীন ●

খেলাধুলা এবং শরীরচর্চা মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি তা তরুণ ও যুবকদের জন্যও বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। আজকের মেডিকেল সাইন্স এই বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। মানুষ যদি তার শরীরকে ব্যবহার না করে নিস্তেজ বসে থাকে, তাহলে শরীরে নানাবিধ রোগব্যাধি সহজেই বাসা বাঁধতে পারে। তাই সুস্থ ও সবল থাকার জন্য নিয়মিত শরীরকে পরিচালনা করা খুবই দরকারি। এ জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হলো খেলাধুলা ও শরীরচর্চা। একটি জাতির জন্য এর তরুণরা হলো প্রাণশক্তির মতো। এই প্রাণশক্তিকে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হলে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার কোনো বিকল্প নেই।

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নতি, অগ্রগতি এবং প্রগতির জন্য সবচেয়ে বেশি ভূমিকা সে দেশের তরুণ প্রজন্মের। একটি দেশের তরুণ প্রজন্ম মূলত সে দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং উন্নতি ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। সে জন্য পৃথিবীর সমস্ত উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে তরুণদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সবচেয়ে বেশি তৎপরতা দেখা যায়। একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়তে আমরাও কিন্তু এ ক্ষেত্রে খুব একটা পিছিয়ে নেই। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এ স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি। আর এই স্বপ্নের মূলে কিন্তু রয়েছে এ দেশের তরুণ প্রজন্ম! তবে শুধু স্বপ্ন দেখে ও পরিকল্পনা করে বসে থাকলেই চলবে না। সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়ন করতে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। নতুন বাংলাদেশের নতুন সরকার সেই পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর এবং সেই অনুপাতে ইতোমধ্যে কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

একটি উন্নত দেশ গড়তে হলে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা আবশ্যক তা হলো শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কখনো প্রকৃত অগ্রগতি সাধিত হতে পারে না। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে শিক্ষার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। পাকিস্তানের শাসনে থাকাকালীন সেই সময়ের স্বৈরাচারী শাসকেরা আমাদের অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রেও পিছিয়ে দেবার নীলনকশা এঁটেছিল। বাঙালি জাতি বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে সর্বপ্রথম যে বিষয়টার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল, তা হলো সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ। আশার কথা হলো, সেই ধারা এখনো বহমান রয়েছে এবং বিশ্বের অনেক দেশের চেয়েই শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে আছি।

গ্রামীণ খেলাধুলা

শিক্ষার পাশাপাশি একটি সুস্থ ও সুন্দর জাতি গঠন করার জন্য যে বিষয়টার প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, তা হলো খেলাধুলার প্রসার। এখন এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, শিক্ষায় যেমন আমরা আজ অনেকটা এগিয়ে এসেছি, খেলাধুলার ক্ষেত্রে কি ঠিক তেমনটা এগিয়ে আসতে পেরেছি? এর উত্তর হলো, আমাদের যতটুকু এগোনো উচিত ছিল, আমরা ততটুকু পারিনি। জাতি হিসেবে এটা আমাদের জন্য হতাশাজনক একটা বিষয়। বিদেশি শাসকদের শাসনাধীনে থাকার ফলে আমাদের খেলোয়াড়েরা একসময় তাদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেননি। কারণ তাদের সে সুযোগ দেওয়া হতো না। পাকিস্তান আমলে আমাদের দেশের অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে দলে নেওয়া হয়নি; কারণ, তারা ছিলেন 'পূর্ব-পাকিস্তানি'! ক্রিকেটসহ প্রায় সব খেলাতেই পশ্চিমাদের চেয়ে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। কারণ, আমরা ছিলাম পরাধীন! পরাধীন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য কখনো দেওয়া হয় না।

কিন্তু এখন তো আমরা আর পরাধীন নই! স্বাধীনতার পর অর্ধ শতাব্দী সময় পেরিয়ে আসার পর আমাদের এখন আর অতীত দিনের স্মৃতিচারণা করে আক্ষেপ করার কোনো সুযোগ নেই। একটি স্বাধীন দেশে যখন আমরা নিজেদের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছি, তখন আমরা কেন খেলাধুলায় এত পিছিয়ে রয়েছি? এর উত্তরটা কারও জানা আছে? আমি মনে করি, আমাদের তরুণ প্রজন্মকে আমরা খেলামুখী করতে ব্যর্থ হয়েছি। এবং আমি বিশ্বাস করি, খেলাধুলায় পিছিয়ে থাকার এটা অন্যতম প্রধান একটা কারণ। আমরা বৈশ্বিক কোনো বড় ধরনের টুর্নামেন্ট থেকে পদক জয় করে আনতে পারি না, অলিম্পিক গেমসে বাছাইপর্ব পেরিয়ে মূল পর্বে অংশ নেওয়া এখনো আমাদের কাছে স্বপ্নের মতো ব্যাপার। কিন্তু দ্রুত এসব সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই সক্ষমতা রয়েছে। তাহলে সমস্যার মূল আসলে কোথায়? আমাদের অবশ্যই সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া উপজেলা পর্যায়েও খেলার মাঠ তৈরি করার জন্য বেশ প্রচেষ্টা রয়েছে। এতে করে যেমন গ্রামীণ পর্যায়ে খেলাধুলার প্রসার ঘটবে তেমনি শিশু-কিশোর ও তরুণরা খেলাধুলার প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠবে। সত্যি কথা বলতে কী, খেলাধুলার প্রতি আমাদের এই প্রজন্মের কেমন যেন একটা অনীহা দেখা যাচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তি এবং আকাশ সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তারকে আমরা দোষারোপ করলেও নিজেদের মানসিকতাও যে পরিবর্তিত হয়েছে, সে দায় আমরা কিছুতেই এড়াতে পারব না। আমাদের মা-বাবা তাঁদের সন্তানকে এখন খেলার মাঠে পাঠাতে খুব একটা আগ্রহী নন। এমনকি অনেক সন্তান পড়াশোনার চাপ সামলে খেলার মাঠে যাওয়ার সময় পর্যন্ত পায় না! তাহলে আমরা

কীভাবে আন্তর্জাতিকভাবে খেলাধুলার মাধ্যমে পরিচিত হওয়ার স্বপ্ন দেখি?

আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করা আজ সময়ের দাবি। খেলাধুলা যে শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে, এটা জেনেও আমরা কেন তাদের খেলার মাঠে পাঠাতে কার্পণ্য করছি? আজকে আমাদের সমাজে মাদকের ভয়াবহ রকমের বিস্তার হয়েছে, আমাদের তরুণ সমাজ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বেপরোয়া জীবন যাপন করে চলেছে। এর দায় আসলে আমাদের, এই সমাজের। আমরাই তরুণদের এই ভয়ংকর পথে ঠেলে দিয়েছি। খেলাধুলার মতো সুস্থধারার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পথ যখন আমরা বন্ধ করে দিয়েছি ঠিক, তখনই আমাদের তরুণ প্রজন্ম বিপদগামিতার পথ বেছে নিয়েছে। আমাদের অবশ্যই এ কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে খেলাধুলা ছাড়া এই ভয়ংকর অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার আর বিকল্প কোনো পথ নেই।

ছোটবেলায় আমরা দেখেছি গ্রামের প্রতিটি স্কুলকে শীতকালে মহাসমারোহে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে। যেদিন যে স্কুল বা কলেজে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো, সেদিন সে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশেপাশের এলাকায় একটা সাজসাজ রব পড়ে যেত। সারা এলাকার মানুষ দলবেঁধে খেলাধুলা দেখতে ভিড় করত। কী উৎসবমুখর পরিবেশ যে বিরাজ করত চারপাশে! বর্তমান সময়ে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আগের সেই জাঁকজমকতা আর নেই। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তো আয়োজন করতেই দেখা যায় না। যেসব প্রতিষ্ঠান আয়োজন করে তাদের কর্মকাণ্ডেও কেমন যেন দায়সারা একটা ভাব! আমাদের এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তরুণদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলার প্রচেষ্টা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শুরু করা উচিত বলে আমি মনে করি।

আমাদের তরুণ প্রজন্মকে আজ খেলাধুলামুখী করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। আধুনিক ও গতিশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে অপরাপর বিষয়গুলোর সঙ্গে খেলাধুলায়ও বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং চীন খেলাধুলায় কতটা এগিয়ে গিয়েছে, তা প্রতিবার বিভিন্ন বৈশ্বিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তাদের থেকে আমরা যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছি। আমাদের এই দূরত্ব ঘুচিয়ে আনার জন্য কাজ করে যেতে হবে। একমাত্র ক্রিকেট ছাড়া খেলাধুলার ক্ষেত্রে আমাদের বুক উঁচু করে বলার মতো তেমন কিছু নেই। আমাদের সব ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। নিজেদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে প্রতিযোগিতার মনোভাব। আমাদের একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, প্রতিযোগিতা ছাড়া এই গতিশীল পৃথিবীতে টিকে থাকার কোনো উপায় নেই। তাই খেলাধুলার সব ক্ষেত্রে তরুণদের বেশি বেশি অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

ফুটসাল বিশ্বকাপে ব্রাজিলের ষষ্ঠ শিরোপা জয়

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

ফুটবলে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ মানেই বিশেষ কিছু, থাকে আলাদা উত্তেজনা। যেমন করে এবার ফুটসাল বিশ্বকাপ পেয়েছিল ভিন্ন মাত্রা। তবে এবার আর আর্জেন্টাইনরা পেরে ওঠেনি। ফাইনালে আলবি সেলেস্তাদেরকে ২-১ গোলে হারিয়ে 'ছয়' নম্বর শিরোপা জয় করে সেলেসাওরা। মূল বিশ্বকাপে না হলেও ফুটসালে হেক্সা মিশন কমপ্লিট করেছে ব্রাজিল। হতাশ হয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিদায় হয়েছে কান্নায়। ফুটবলে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল দ্বৈরথ মানেই চিরায়ত ও ধ্রুপদী। যদিও ফুটবলের সেই দ্বৈরথ দিনবদলের মতোই ম্রিয়মান হচ্ছে। সেখানে ব্রাজিল পিছিয়ে পড়লেও উড়ছে আর্জেন্টিনা। তবে ফুটসালে এবার ঘটল ব্যতিক্রমী ঘটনা। উজবেকিস্তানে ফিফা ফুটসাল বিশ্বকাপের দশম আসরে জমজমাট হয়েছিল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াই। শিরোপা-নির্ধারণী হাইভোল্টেজ ম্যাচটিতে শেষ হাসি হেসেছিল আগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। কাকতালীয়ভাবে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা ফিফার আয়োজিত টুর্নামেন্টটির ১০ আসরের মধ্যে সাতবারই ফাইনাল খেলে ব্রাজিল। এর মধ্যে ছয়বার শিরোপা ঘরে তুলে অপরাপর দলগুলোর ধরাছোয়ার বাইরে চলে গেছে।

ফুটসাল খেলাটা অনেকটা ফুটবলের মতোই। এবার নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ফাইনালে উঠে আর্জেন্টিনা। ব্রাজিল সর্বশেষ ২০১২ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ফুটসাল বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছিল। সেই আসরে স্পেনকে ৩-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার দেশটি। ফাইনালের ভেন্যু ইনডোর অ্যারেনার দর্শক ধারণক্ষমতা মাত্র ১২ হাজার ৫০০। তাতে অনেককেই হতাশ হতে হয়েছে। ফুটসালে খেলোয়াড়দের পায়ে ফুটবলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট বল থাকে। ফুটবলের তুলনায় এই বল আবার কম লাফায়। ফুটবল মাঠের তুলনায় এই খেলার মাঠও বেশ ছোট হয়ে থাকে। ঘাসের বদলে মাঠ হয়ে থাকে হার্ডকোর্টের। সেখানে প্রতি দলে ৫ জন করে খেলোয়াড় থাকেন। বদলি করা যায় যত খুশি তত খেলোয়াড়। বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও সৃজনশীলতার জন্য এই খেলার বিশ্বব্যাপী আলাদা কদর রয়েছে। ফুটসালকে কারও কারও চোখে ফুটবলের ঘরোয়া সংস্করণ কিংবা অভ্যন্তরীণ ফুটবল খেলা বলা হয়। উজবেকিস্তানের মাটিতে গত ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ফিফা ফুটসাল বিশ্বকাপের আসর শেষ হয়েছে ৬ অক্টোবর।

ফুটসাল বিশ্বকাপে কোন দলের কতটি শিরোপা

ব্রাজিল ৬ বার (১৯৮৯, ১৯৯২, ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১২ ও ২০২৪)

স্পেন ২ বার (২০০০ ও ২০০৪)

আর্জেন্টিনা ১ বার (২০১৬)

পর্তুগাল ১ বার (২০২১)

ফুটসালে হেক্সা চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

● মো. নূর হোসেন (মাসুম) ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৬
দৈনিক আজাদ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
ঢাকা স্টেডিয়াম রণাঙ্গনে পরিণত
দুই পক্ষের সমর্থনকারীদের মধ্যে ইটপাটকেল বিনিময়ে অসংখ্য দর্শক আহত

মাঠে অবিরাম ইষ্টক বর্ষনের দরুন গতকাল বুধবার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ভিক্টোরিয়া দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলাটি পরিত্যক্ত হয়।

বিরতির ৩ মিনিট পর মোহামেডান স্পোর্টিং দলের আবদুল্লাহ স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন। এই গোলটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মাঠের পশ্চিম দক্ষিণ দিকের এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল দর্শক রেফারী ও লাইন্সম্যানদের উদ্দেশে মাঠে ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে শুরু করে। অল্পক্ষণের মধ্যে মাঠের পশ্চিম উত্তর দিকের এক শ্রেণীর দর্শক বিপক্ষ দলের উদ্দেশ্যে পাল্টা আক্রমণ চালান এবং অনুমেয় ২০ মিনিট কাল এইভাবে উভয় দলের মধ্যে ইষ্ট বর্ষণের ফলে বহু নিরীহ দর্শক আহত হন ও বেশ কিছু সংখ্যক দর্শক রক্তাক্ত অবস্থায় মাঠ ত্যাগ করে। যখন উভয় দলের মধ্যে তুমুল ভাবে ইষ্টক বিনিময় হইতেছিল সেই সময় মুষ্টিমেয় পুলিশ স্টেডিয়ামের মধ্যে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। দীর্ঘ সময় পর বেশ কিছু সংখ্যক পুলিশকে স্টেডিয়ামে আসিতে দেখা যায়। খেলাটি বিরতির ৪ মিনিট পর পরিত্যক্ত হয়। পরিত্যক্ত সময় পর্য্যন্ত মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব দুই গোলে অগ্রগামী ছিল।

ফায়ার সার্ভিস দলের জয়লাভ
ফায়ার সার্ভিস-৩ ইপিজি প্রেস-০
(সরফুদ্দিন, তসলিম, শোভা)

প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের গতকাল অপর খেলায় ফায়ার সার্ভিস দল ৩-০ গোলে পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্ট প্রেস দলকে পরাজিত করিয়াছে। প্রথমার্দ্ধে এক গোলে বিজয়ী দল অগ্রগামী থাকে। বিজয়ী দলের পক্ষে লেফট ইন সরফুদ্দিন ১টি, লেফট আউট তসলিম ১টি ও সেন্টার ফরোয়ার্ড শোভা ১টি গোল করেন।

দৈনিক আজাদ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং এর বিরুদ্ধে ইপিআইডিস্থির ৩-০ গোলে জয়লাভ।
ইপিআইডিসি-৩ ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০
(হাশেম, জব্বার, হাবিব)

গতকাল শনিবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ইপিআইডিসি দল ৩-০ গোলে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। বিরতি পর্য্যন্ত বিজয়ী দল দুই গোলে অগ্রগামী থাকে। লীগের প্রথম পর্বের খেলায় ইপিআইডিসি দল ৩-১ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল।

খেলার বিবরণ

কর্দমাক্ত মাঠে আলোচ্য দিনের উত্তেজনাপূর্ণ খেলার ১৫ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের টুলুর কর্ণার শট হইতে রাইট ইন হাশেম দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। ২৬ মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া দলের গোলমুখে এক জটলার মধ্য হইতে বিজয়ী দলের লেফট ইন জব্বার দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। বিরতির ৫ মিনিট পর ভিক্টোরিয়া দলের গোল রক্ষক রানা বিপক্ষ দলের জব্বারের একটি তীব্র শট দর্শনীয় ভাবে রক্ষা করেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১১ মিনিটে ইপিআই ডিসি দলের রাইট আউট সলিমুল্লাহর একটি সুন্দর লব ভিক্টোরিয়া দলের গোলরক্ষক রানার হাতে লাগিয়া বাহির হইয়া আসিলে সেন্টার ফরোয়ার্ড হাবিব দ্রুতগতিতে গিয়া পরবর্তী গোলটি করেন (৩-০)। ২০ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড হাবিব একটি নিশ্চিত গোল করিবার সুযোগ নষ্ট করেন। পরবর্তী ১০ মিনিট ভিক্টোরিয়া দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগে কয়েক বার বিক্ষিপ্ত আক্রমণধারা রচনা করেন।

ইপিআইডিসি : স্বপন, আমিন, গফুর, সাইফুদ্দিন, আবদুল্লাহ আকার, মুসা, সলিমুল্লাহ, হাশেম, হাবিব, জব্বার, টুলু।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব : রানা, আবদুল্লাহ, আলী মোহাম্মদ, হাসান, সাইদুর, মাসুদ, বাচ্চু, ফতেহ মোহাম্মদ, আজিম, সালাম, সুলতান।

রেফারী : মাসুদুর রহমান।

দৈনিক আজাদ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
ফিরতি খেলায় ওয়ান্ডারার্স ৩-০ গোলে পরাজিত।
মোহামেডান পুনরায় লীগ চ্যাম্পিয়ন।
ঢাকা মোহামেডান- ৩ ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-০
(আত্মঘাতী, শামসু, মুসা)

গতকাল রবিবার স্থানীয় স্টেডিয়ামের প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং দল ৩-০ গোলে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবকে পরাজিত করিয়া চলতি বছরের লীগ চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করিয়াছে।

লীগের প্রথম খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এক গোলে জয়লাভ করিয়াছিল।

খেলোয়াড়দের উৎসাহের অভাব

লীগ প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থানীয় চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি দলের খেলা দেখিবার জন্য মাঠে উল্লেখযোগ্য লোক সমাগম হইলেও উভয় দলের নিষ্প্রাণ খেলাটি মোটেই উপভোগ্য না হওয়ায় দর্শকদের হতাশ হইতে হয়।

ওয়ান্ডারার্স দলের আক্রমণ ভাগের ব্যর্থতা

ওয়ান্ডারার্স দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে ইউসুফের অনুপস্থিতির জন্য উক্ত দলের পুরোভাগ সম্পূর্ণ ভাবে দুর্বল হইয়া পরে। উপরন্ত হাফিজ উদ্দিন, ওমর ও আব্বাসের চরম ব্যর্থতার জন্য খেলার দীর্ঘ ৭০ মিনিটকাল বিপক্ষ দলের গোলরক্ষককে তেমন উল্লেখযোগ্য একটি বলও প্রতিহত করিতে দেখা যায় নাই। বিজিত দলের খেলোয়াড়দের আত্মসমর্পণ মূলক খেলার জন্য দর্শকগণ বিরক্তি অনুভব করেন। পক্ষান্তরে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, খেলাটিকে প্রথম হইতেই অতি সহজ ভাবে গ্রহণ করেন। এমনকি জহীরের স্থলে প্রতাপ রক্ষণভাগে খেলিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

খেলার বিবরণ

রৌদ্রকরোজ্জল মাঠে খেলা শুরু হইবার প্রথম মিনিটেই ওয়ান্ডারার্স দলের লেফট হাফ আবিদ বিপক্ষ দলের পিন্টুকে ফাউল করায় জহির ফাউল শট করিয়া বলটিকে ওয়ান্ডারার্স গোলমুখে ফেলিয়া দিলে লেফট আউট মুসা দিনের প্রথম সুযোগ নষ্ট করেন। খেলার ৮ মিনিটের সময় ওয়ান্ডারার্স দলের রহমত উল্লাহ একটি দর্শনীয় কর্ণার শট মোহামেডান দলের গোলরক্ষক হাশেমদীন কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন। অল্পক্ষণের মধ্যে মোহামেডান স্পোর্টিং দলের লেফট আউট মুসা একটি গোল করিবার সহজ সুযোগ নষ্ট করেন

আত্মঘাতী গোল

খেলার ২০মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং দলের আবদুল্লাহ আউট থ্রো করিলে লেফট আউট মুসা সহজে আয়ত্তে আনেন এবং দ্রুতগতিতে বিপক্ষ দলের গোলমুখে দৌড়াইয়া গেলে ওয়ান্ডারার্স দলের লেফট ব্যাক আলাউদ্দিন বলটি প্রতিরোধ করিবার জন্য তীব্র একটি শট করিলে বলটি নিজ গোলে প্রবেশ করে (১-০)।

বিরতি পর্য্যন্ত মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এক গোলে অগ্রগামী থাকে। বিরতির ১০ মিনিট পূর্ব হইতে জহীর পায়ে ব্যাথা পাওয়ায় জহীরের স্থানে প্রতাপ খেলিতে থাকেন।

বিরতির পর

দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৩ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং দলের রাইট ইন

আবদুল্লাহ লেফট আউট মুসাকে একটি চমৎকার বল পাস দেন। মুসা বলটি গোলে শট করিবার পূর্ব মুহূর্তে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের লেফট হাফ আবিদ চার্জ করিয়া বিপদমুক্ত করেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ২০ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসুর একটি তীব্র শট বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক হাকিম পাঞ্চ করিয়া কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন।

শামসুর দর্শনীয় গোল

দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২৩ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু জহীরের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া দর্শনীয় এক শটের সাহায্যে বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক হাকিমকে পরাভূত করেন (২-০)।

তৃতীয় গোল

৩০ মিনিটের সময় মোহামেডান দলের লেফট আউট মুসা আবদুল্লাহর নিকট হইতে একটি বল পাইয়া তৃতীয় বা শেষ গোলটি করেন (৩-০)। খেলার শেষ মুহূর্তে খেলোয়াড়দের মধ্যে কিঞ্চিৎ উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : হাশেম দীন, জহীর, তোরাব আলী, আসলাম, পিন্টু, গফুর, প্রতাপ, আবদুল্লাহ, শামসু, বশির, মুসা।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : হাকিম, আলাউদ্দিন, খামিশা, দেবীনাশ, হাসান, আবিদ, রহমত উল্লাহ, আসলাম, আব্বাস, ওমর, হাফিজ উদ্দিন।

রেফারী : মাসুদুর রহমান।

(চলবে)

সাকিব : এক নক্ষত্রের পতন

● মেহেদী হাসান জনি ●

টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। সব জল্পনা-কল্পনা শেষে সাকিবের বিদায়ের ঘোষণা, বাংলাদেশের ক্রিকেটের এক মহাকাব্যের সমাপ্তি। দীর্ঘ প্রায় দেড় যুগের টেস্ট ক্যারিয়ারে অনেক কীর্তি নিজের নামের পাশে যোগ করেছেন সাকিব। ৭১ টেস্টে বাংলাদেশের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৪৬০০ রান করেছেন তিনি। পাশাপাশি বল হাতে নিয়েছেন সর্বোচ্চ ২৪২ উইকেট। বর্তমানে টেস্টে আইসিসির অলরাউন্ডারের র‍্যাঙ্কিংয়েও আছেন দুই নম্বরে। এর আগে শীর্ষস্থানেও ছিলেন দীর্ঘদিন। বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় সুপারস্টার কিংবা ক্রিকেটার হিসেবে সাকিব আল হাসানের নাম শীর্ষে আছে। নিকট ভবিষ্যতে সেটাকে অতিক্রম করে যাবেন এমন ক্রিকেটারের নাম আপাতত বাংলার ক্রিকেট আকাশে দেখা যাচ্ছে না।

সাকিব আল হাসান টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ; শর্তসাপেক্ষে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকেও আসলে বিদায় নিয়েছেন। বাকি রয়েছে শুধু ওয়ানডে ক্রিকেট। সেটিও এখন ক্রিকেট এবং রাজনৈতিক দুই জায়গায় ফিটনেস সার্টিফিকেট পাওয়া সাপেক্ষে বলবৎ আছে। তা না হলে বাংলাদেশের ক্রিকেটে সাকিব আল হাসানের অধ্যায় শেষ কি বলা যায়? উত্তর হলো হ্যাঁ।

নৈতিকতার মানদন্ডে আসলে সাকিব বাংলাদেশের ক্রিকেটে সাবেক হয়ে গেছেন আরও অনেক আগেই। অর্থাৎ যেদিন তিনি জাতীয় দলের সদস্য হয়েছেন ও একটি রাজনৈতিক দলে নাম লিখেয়েছেন সেদিনই।

বাংলাদেশের ক্রিকেটে একথা বলার কারণ হচ্ছে- ব্যক্তির নাম সাকিব আল হাসান এবং তাঁর হাতে আছে আমেরিকান পাসপোর্ট। যেটা ব্যবহার করে রাজনৈতিকভাবে ফেরারী হয়েও

সারা বিশ্বের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগগুলোতে খেলে যেতে পারবেন অবলীলায়। সেই সুযোগ থাকলে সাকিব সেটি লুফে নিবেন সানন্দে। অন্তত যারা সাকিব আল হাসানের চরিত্র কে চেনেন তারা নিশ্চিত মনে সেটাই ভাববেন; ভাবা উচিত। পরিসংখ্যান নাকি একটা আস্ত গাধা। সাকিব আল হাসানের ক্রিকেট পরিসংখ্যান নিয়ে চর্চা হবে; বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার থেকে শুরু করে নানা রকমের বিচার-বিশ্লেষণ হবে; হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো সাকিব হলেন বাংলাদেশ দলের লক্ষ তারার মাঝে একটি উজ্জ্বল সূর্য। মাঠের নৈপুণ্য দিয়ে নিজেকে যেমন উজ্জ্বল করেছেন; উজ্জ্বল করেছেন বাংলাদেশের নাম।

'দুদিনের এই খেলাঘরে'

● ফারুক হোসেন খান ●

সেপ্টেম্বরের তিন তারিখ চির স্মরণীয় রবে,
টেস্ট খেলায় ধবলধোলাই আবার কবে হবে?
বিশ্ব জয়ী পাকিস্তানের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার
আত্মবিশ্বাসী দলের কাছে মেনে নিল হার।

মুশফিকের শত রান লিটন দাসের শতক
মেহেদী মিরাজ, হাসান-নাহিদ হলো নীরব ঘাতক
ওয়াসিম আকরাম ইনজামাম উল হক কিংবা ইমরান খান,
বিশ্ব জয়ে এরা সবাই রাখছে অমর অবদান।

ছাব্বিশ রানে ছয় উইকেট, সেখান থেকে জয়
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় সহজ কথা নয়,
মাহমুদ হাসান পাঁচ উইকেট নাহিদ রানা চার
খুররম শাহজাদ নেয় ছয় উইকেট তবু হলো হার।

সবাই যদি ভালো খেলে ধরা দেবে জয়,
দুদিনের এই খেলাঘরে কেউতো আপন নয়।

ওমর ফারুক রুবেল

ফুটবলে এশিয়ায় খুব একটা ভালো পজিশনে নেই বাংলাদেশ। দেখতে দেখতে দক্ষিণ এশীয় ফুটবলেও পিছিয়ে পড়ছে দেশের ছেলেরা। সেদিক দিয়ে মেয়েরা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একটি অবস্থান তৈরি করতে পেরেছেন। এবার স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের বাইরে শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদের নিয়েই যাত্রা শুরু এম্পুটি ফুটবলের। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এম্পুটি খেলে। তাদের পুরুষ বিভাগ থাকলেও মেয়েদের নেই। তবে এশিয়ার মধ্যে প্রথম বাংলাদেশই মেয়েদের বিভাগে এম্পুটি ফুটবল শুরু করেছে।

২০২০ সালে শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলেদের নিয়ে এম্পুটি ফুটবলের যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ এম্পুটি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। চার বছর পর এবার তারা মেয়েদের নিয়ে আরেকটি যাত্রা শুরু

বদিউজ্জামান আলামিন বলেন, 'ছেলেদের নিয়ে আগেই খেলা শুরু করেছি আমরা। এবার যাত্রা করলাম মেয়েদের। এশিয়ায় আমরাই প্রথম মেয়েদের এম্পুটিতে খেলা শুরু করেছি।'

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ এবং নানা দুর্ঘটনায় পা হারানো ছেলে ও মেয়েদের ফুটবল খেলায় উৎসাহিত করতে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস

দেবে কতদূর যেতে পারি।' ডব্লিউএএফএফের কোচ হ্যারি স্মিথ বলেন, 'প্রতিভা থাকলে বিকাশ ঘটবেই। বাংলাদেশে শারীরিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের নিয়ে ফুটবলে যাত্রা শুরু হয়েছে। একদিন তারা বিশ্বকাপে খেলবে।' সবার সহযোগিতা পেলে একদিন তারা এশিয়ায় ভালো একটি এম্পুটি ফুটবল দল হিসেবে পরিচিতি

এই প্রথম বাংলাদেশে মেয়েদের এম্পুটি ফুটবল

করেছে। ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে (বাফুফে) অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এশিয়ায় বাংলাদেশেই প্রথম মেয়েদের এম্পুটি ফুটবল শুরু হলো।

শারীরিক প্রতিবন্ধী ফুটবলারদের নিয়ে গঠিত হয়েছে বিশ্ব এম্পুটি ফুটবল ফেডারেশন (ডব্লিউএএফএফ)। বিশ্বকাপ, এশিয়ান কাপের মতো আসরও অনুষ্ঠিত হয় তাদের নিয়ে। কিন্তু প্রচার না থাকায় পাদপ্রদীপের আলোয় আসে না এম্পুটি ফুটবল বিশ্বকাপ। বিশ্বের ৭৫টি দেশে রয়েছে এম্পুটি ফুটবল। এখন তা বাংলাদেশেও। বাংলাদেশ এম্পুটি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (বাফা) সহসভাপতি (আইসিআরসি)। চার বছর পরপর অনুষ্ঠিত হয় অ্যাম্পুটি ফুটবল বিশ্বকাপের। সবশেষ ২০২২ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৭তম আসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লক্ষ্যটা বিশ্বকাপ হলেও আপাতত যাত্রা শুরু করে নিজেদের জানান দিল বাফা। বদিউজ্জামানের কথা, 'আমরা বেশ কজন মেয়েদের জোগাড় করেছি, যাঁদের একটি পা নেই। ক্র্যাচে ভর দিয়ে তাঁরা দিব্যি ফুটবল খেলতে পারেন। এই মেয়েদের নিয়েই আমরা পাঁচ দিনের একটি কোর্সের কার্যক্রম করেছি। বাফুফের পাশে কৃত্রিম মাঠে ছয় দিনব্যাপী এই প্রোগ্রাম হয়। আমরা মেয়েদের নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। সময়ই বলে পারে বলে মনে করেন এম্পুটি ফুটবলার তানজিলা আক্তার শিলা ও সুমাইয়ারা। তানজিলা আক্তার শিলা বলেন, 'এখন থেকে পা না থাকায় কেউ আমাদের অবহেলা করতে পারবে না। আমরা ফুটবল খেলে দেশের জন্য ভালো কিছু উপহার বয়ে আনতে চাই। আমরাও পারি, তা দেখিয়ে দিতে চাই। সুযোগ পেলে বিশ্বকাপেও খেলতে পারব আমরা।' সুমাইয়া আক্তার বলেন, 'পা না থাকলেও আমরা বেঁচে থাকার অবলম্বন পেয়েছি ফুটবল খেলতে পেরে। ক্র্যাচে ভর দিয়েই আমরা নিজেদের সেরাটা দেখিয়ে দিতে চাই। দেশের সম্মান বয়ে আনতে চাই।'

'ওয়ালটন-বিএসজেএ স্পোর্টস কার্নিভাল' ৩ অক্টোবর শেষ হয়েছে। সপ্তাহব্যাপী সাতটি ডিসিপ্লিনে প্রায় ৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। চারটি ইভেন্টে প্রথম হয়ে 'দ্য চ্যাম্পিয়ন' হয়েছেন ইনডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের মো. মাঝহারুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন দুই খ্যাতিমান আর্চারি তারকা রোমান সানা ও দিয়া সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন কার্নিভালের পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির জ্যেষ্ঠ নির্বাহী পরিচালক এফ এম ইকবাল বিন আনোয়ার ডন ও সিনিয়র ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রবিউল ইসলাম মিলটন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন টুর্নামেন্ট কমিটির সমন্বয়ক আরিফুর রহমান বাবু।

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

১৯৯০ বিশ্বকাপকে ডিয়াগো ম্যারাডোনা ও লোথার ম্যাথিউসের যৌথ হিসেবে অভিহিত করা হয়। ম্যাথিউস বিশ্বকাপ জিতলেও ম্যারাডোনাকে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। নানা কারণে আলোচিত ওই বিশ্বকাপের আইকন হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন সালভাতোর শিলাচি। বিশ্বকাপ না জিতেও নিজেকে স্মরণীয় করে রেখেছিলেন এই সুপারস্টার। ম্যারাডোনা-ম্যাথিউস দু'জনকে হারিয়ে গোল্ডেন বল ও গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন শিলাচি। কম সময় জাতীয় দলের হয়ে খেলা এই ফুটবলার গত ১৮ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেছেন। ২০২২ সালে তাঁর কোলন ক্যান্সার ধরা পড়ে। এরপর সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে পালারমোতে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন পরপারে। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এক টুইট বার্তায় লেখেন, 'ইতালির একজন আইকনিক

সালভাতোর শিলাচি

'বিশ্বকাপ আইকন' শিলাচির মৃত্যু

ফুটবলার আমাদের ছেড়ে গেলেন। যিনি ইতালির এবং বিশ্বের ক্রীড়া ভক্তদের মনে তাঁর অর্জনের কারণে জায়গা করে নিয়েছিলেন।' শিলাচির ১৯৮২ সালে শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাব ফুটবলে অভিষেকের পর ১৯৯০ সালে জাতীয় দলে খেলা শুরু করেন। ওই বছরের বিশ্বকাপে তিনি ইতালির জার্সিতে ৬ গোল করে সবাইকে ছাড়িয়ে যান। টুর্নামেন্টে ইতালি তৃতীয় হলেও সেরা ফুটবলারের পুরস্কার গোল্ডেন বল ও সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট জেতেন।

কম সময়ে অনেক অর্জনের কারণে বিখ্যাত হলেও জাতীয় দলে ক্যারিয়ার দীর্ঘ হয়নি। এক বছরে ১৬ ম্যাচ খেলে ৭ গোল করলেও ক্লাবে খেলেছেন ১৫ বছর। মেসিনায় সাত বছর খেলার পর জুভেন্টাস ও ইন্টারন্যাশিওনালে ক্লাব ক্যারিয়ারে ১৮৩ গোল করেছেন। ১৯৯০ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেয় ইতালি, এরপর দলটি তৃতীয়স্থান লাভ করে। তবে ঠিকই ব্যক্তিগত নৈপুণ্য 'তোতো' নামে পরিচিত শিলাচি চিরস্মরণীয় হয়ে যান। তবে অসামান্য নৈপুণ্যর বদৌলতে এক বিশ্বকাপই তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। অথচ ১৯৯০ ছিল তাঁর অভিষেক বিশ্বকাপ, এমনকি তিনি অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে বদলি হিসেবে নেমেছিলেন। সুযোগ পেয়ে দারুণ এক গোল করে স্মরণীয় করে রাখেন। পরের ম্যাচেও একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে বদলি হিসেবে খেলানো হয় শিলাচিকে। পরবর্তীতে অবশ্য আসরের বাকি সব ম্যাচেই পুরো সময় খেলানো হয় তাঁকে। যখনি সুযোগ পেয়েছেন নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরেছেন।

এরপর গ্রুপ পর্বে চেক রিপাবলিক, শেষ ষোলোয় উরুগুয়ে, কোয়ার্টার ফাইনালে আয়ারল্যান্ড, সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একটি করে গোল করে এই ফরোয়ার্ড ধারাবাহিকতার মূর্ত প্রতীক বনে যান। বিশ্বকাপের পর যদিও ১৯৯১ সালেই থেমে যায় তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার। জাতীয় দলের জার্সিতে না হলেও খেলা চালিয়ে গেছেন ক্লাব ফুটবলে, সেখানকার ক্যারিয়ারও বেশ সমৃদ্ধ করেছিলেন। চারটি ক্লাবের হয়ে শিলাচি মোট ৩৮৪ ম্যাচ খেলে ১৫৯ গোল করার পাশাপাশি সঙ্গে অ্যাসিস্ট করেন ১৯টিতে। সবচেয়ে বেশি নিজ দেশের ক্লাব জুভেন্টাসের ১৩২ ম্যাচ খেলেন এই তারকা। বিশ্বকাপে করা ৬ গোলের পর বাকিটি নরওয়ের বিপক্ষে ১৯৯১ ইউরো বাছাই পর্বে করেছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পরের এক সপ্তাহ সিরি আর সব ম্যাচে 'এক মিনিট নীরবতা' পালন করার কথা জানিয়েছেন ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি গ্যাব্রিয়েল গ্রাভিনা। জুভেন্টাস ও ইন্টার মিলানের হয়ে ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ সাফল্য উয়েফা কাপ (বর্তমানে ইউরোপা লিগ) জিতেছেন। জাপানের লিগে খেলা প্রথম ইতালিয়ান ফুটবলারও তিনি। সাবেক সতীর্থর মৃত্যুতে শোকাহত রবার্তো ব্যাজিও বলেছেন, 'ইতালির হয়ে ১৯৯০ বিশ্বকাপের জাদুকরী পারফরম্যান্সের কারণে তাঁর অভিজ্ঞতা সব সময় আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকবে। ইতালির ভাইয়েরা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

১৯৯০ সালে ৩৪ বছর আগের সেই বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল ইতালি। ঘরের মাঠে সেই বিশ্বকাপে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে গোল্ডেন বুট ও গোল্ডেন বল জিতে রাতারাতি তারকা বনে গিয়েছিলেন শিলাচি। আশির দশকের শুরুতে ১৯৮২ সালে মেসিনার হয়ে শিলাচির পেশাদার ক্লাব ক্যারিয়ার শুরু হয়। সেখানে সাত মৌসুম কাটিয়ে ১৯৮৯ সালে জুভেন্টাসে যোগ দেন। 'তুরিনের বুড়ি'দের হয়ে তিন মৌসুম খেলার পর ১৯৯২ সালে নিজ দেশের আরেক সেরা দল ইন্টার মিলানে যোগ দেন। ১৯৯৪ সালে ইতালি ছেড়ে নিজ দেশের প্রথম ফুটবলার হিসেবে উড়াল দেন জাপানের পেশাদার ফুটবলে। সেখানে জে-১ লিগের দল জুবিলো আইওয়াতার হয়ে চার মৌসুম খেলেছেন। বিশ্বকাপে অল্প সময়ে পাওয়া এই সাফল্যই তাঁকে স্মরনীয় করে রেখেছে। বিশ্বকাপ আইকনের খেতাবও পেয়েছিলেন অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সের পুরস্কার স্বরূপ যা তাঁর ও ইতালির ফুটবলের জন্যই বড় অর্জন।

ক্রীড়া ফেডারেশন থেকে সাম্রাজ্য হারাচ্ছেন যাঁরা

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পালাবদলের পর অনেক জায়গায় নতুন কিছুর দেখা মিলেছে। ক্রীড়াঙ্গনেও এসেছে নতুনত্ব, বাতিল করা হয়েছে ফেডারেশনের কমিটি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) নতুন সভাপতি হিসেবে ফারুক আহমেদ দায়িত্ব নিলেও বাকি ক্রীড়া ফেডারেশন চলছে সভাপতি ছাড়াই। দ্রুতই অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করে নতুনদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। বিশেষ করে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ফেডারেশনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে রয়েছেন, তাঁদের কপাল পুড়তে যাচ্ছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জনতার গণ-আন্দোলনে রূপ নিলে পদত্যাগে বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়ে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রক্তঝরা জুলাই বিপ্লবের পর ৮ আগস্ট রাষ্ট্রক্ষমতার পালাবদলে দেশ শাসনের দায়িত্বভার নেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এই সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া দায়িত্বভার গ্রহণ করে ঘোষণা দেন, স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে জেঁকে বসা সব দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা দূর করা হবে। বিভিন্ন ফেডারেশনে বিকেন্দ্রীকরণের ঘোষণা দিয়ে ইতোমধ্যে ক্রীড়াঙ্গন সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন তিনি। সংস্কারের জন্য গঠন করা হয়েছে সার্চ কমিটি। সেই কমিটিই আলাদা করে প্রতি ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসেছেন।

এর আগে বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন ও সংস্থাগুলোর নির্বাহী কমিটির জন্য একটি নির্দেশনা জারি করেন আসিফ মাহমুদ। জারি করা এই নির্দেশনায় যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, 'ক্রীড়া সংস্থায় এক পদে ২ মেয়াদের বেশি কেউ থাকতে পারবেন না।' তার এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন হলে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের প্রায় দুই ডজন সংগঠককে তার বর্তমান পদ ছাড়তে হবে, যে পদকে একরকম নিজের করে ফেলেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স ৫৩ বছর পেরিয়ে গেলেও এই সময়ের মধ্যে কয়েকজন সংগঠক আছেন, যাঁরা ২৬ থেকে ৪৩ বছর ধরে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের চেয়ার আকড়ে ধরে বসে আছেন। সবচেয়ে বেশি ৪৩ বছর ধরে সাধারণ সম্পাদক পদ 'দখল' করে আছেন বাংলাদেশ কুস্তি ফেডারেশনের তাবিউর রহমান পালোয়ান। তার চেয়ে ১০ বছর কম টানা ৩৩ বছর ধরে হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্বরত রয়েছেন আসাদুজ্জামান কোহিনুর। বছরে তৃতীয় অবস্থানে থাকা মাহমুদুল ইসলাম রানা ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বাংলাদেশ তায়কোয়ান্দো ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন ২৬ বছর ধরে।

বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে ২২ ধরে রয়েছেন আশিকুর রহমান মিকু। একই সঙ্গে জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক পরিষদের (ফোরাম নামে পরিচিত) অন্যতম নীতিনির্ধারক ও ফেডারেশনের কমিটি করায় বেশি হস্তক্ষেপ করতেন তিনি। ভেঙে দেওয়ার আগপর্যন্ত নড়াইল জেলা ক্রীড়া সংস্থারও সাধারণ সম্পাদক এই বর্ষীয়ান ক্রীড়া সংগঠক। তিন মেয়াদে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে রোইং (নৌকাবাইচ) ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে আছেন ৯৩ বছর বয়সী হাজী মো. খোরশেদ আলম। আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল আছেন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৮ বছর ধরে। পাশাপাশি তিনি সেপাক টাকরো অ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতি পদে রয়েছেন। বাস্কেটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে অভিজিৎ কুমার (এ কে) সরকার আছেন ১৬ বছর ধরে। এ ছাড়া দুই মেয়াদ ও তার চেয়ে বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করা সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হচ্ছেন, বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের এ কে এম মমিনুল হক সাঈদ, সাঁতার ফেডারেশনের মোল্লা বদরুল (এম বি) সাইফ, অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব মন্টু (পদত্যাগী), শুটিং ফেডারেশনের ইন্তেখাবুল হামিদ অপু।

আরও যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা হলেন, দাবা ফেডারেশনের সৈয়দ শাহাবুদ্দিন শামীম, রোলার স্কেটিং ফেডারেশনের আহমদে আসিফুল হাসান, বক্সিং ফেডারেশনের মাজহারুল ইসলাম তুহিন, উশু ফেডারেশনের মো. দুলাল হোসেন, খো খো ফেডারেশনের ফজলুর রহমান বাবুল, রাগবি ফেডারেশন (ইউনিয়ন) মৌসুম আলী, মার্শাল আর্ট কনফেডারেশনের হাসান উজ জামান মনি, বাশাআপ অ্যাসোসিয়েশনের খালেদ মনসুর চৌধুরী, বেসবল ও সফটবল অ্যাসোসিয়েশনের আমিনুল ইসলাম লিটন ও আন্তর্জাতিক তায়কোয়ানদো অ্যাসোসিয়েশনের সোলায়মান শিকদার। তাঁরা সবাই বছরের পর বছর ধরে সাধারণ সম্পাদক থাকলেও এবার পদ ছাড়তে হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে নতুন গঠিত ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের চেয়ারে রয়েছেন প্রতিষ্ঠার পর থেকে। উল্লিখিতরা শুধু সাধারণ সম্পাদক পদেই রয়েছেন দীর্ঘদিন, তাই নতুনভাবে কমিটি হলে সেখানে অন্য পদে থাকতে চাইলে মন্ত্রণালয় কোনো আপত্তি জানাবে না বলে জানা গেছে। কারণ, যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেছেন, কেউ যদি অন্য পদে থেকে দায়িত্ব পালন করতে চান তাহলে করতে পারবেন। ফেডারেশনের সভাপতি নিয়ম করে যেহেতু সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তাই বর্তমান সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে যাঁদের যোগ্য মনে করবে,

তাঁদের অন্য পদে দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দিতে পারে ক্রীড়া প্রশাসন। সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও সহসভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য পদে বিভিন্ন ফেডারেশনে অনেকেই যুগ যুগ ধরে রয়েছেন। অনেকটা পরিষ্কারভাবে বলা যায়, পদ বললে ফেডারেশনে থাকতে হলে সবাইকে পদ বদলাতে হবে। তবে ক্রীড়া উপদেষ্টা নির্দেশনা দিলেও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) প্রজ্ঞাপন জারি করার পরই নিশ্চিত হওয়া যায় এক পদে দুই মেয়াদের বেশি না থাকার নতুন আইন কবে থেকে চালু হবে?

তা ছাড়া ঘুড়ি অ্যাসোসিয়েশনের শাহজাহান মৃধা সাধারণ সম্পাদক পদে আছেন সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে। এখন আগের হিসাব থেকে ধরা হবে সংশ্লিষ্ট সংগঠকদের মেয়াদকাল। এ ছাড়া এ আইন কোন কোন পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, তা-ও জানা যাবে এনএসসির প্রজ্ঞাপন প্রদানের পর। বাদের তালিকায় আরও যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা হলেন স্কোয়াশের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জি এম কামরুল ইসলাম, সাইক্লিং ফেডারেশনের তাহের উল আলম চৌধুরী স্বপন, ভারোত্তোলনের লে. কর্নেল মো. নজরুল ইসলাম, ব্যাডমিন্টনের পরিমল সিং, টেনিস ফেডারেশনের আবু সাঈদ মোহাম্মদ হায়দার, টেবিল টেনিসের জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের কামরুন নাহার হিরু, ব্রিজ ফেডারেশনের এম এ কুদ্দুস, ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সেলিম ওমরাও খান, সার্ফিংয়ের ইউসুফ হারুন, থ্রোবলের শামীম আল মামুন, ক্যারম ফেডারেশনের আশরাফ আহমেদ লিয়ন, কিকবক্সিংয়ের মোস্তাফিজুর রহমান, ব্যুথানের কামাল ইউরী ও বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান জামিল। বলা যায় সাধারণ সম্পাদক পদে হয়তো ২/১ জনকে রেখে চমক দিতে পারে মন্ত্রণালয়।

আলোচিতদের মতো যাঁরা ফেডারেশনগুলোয় এভাবে খুঁটি গেড়েছেন, তাঁদের এবার ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, দুই বা তার বেশি মেয়াদে সাধারণ সম্পাদকের পদে থাকায় বিদায় নিতে হবে আরও ২৯ ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদককেও। এ বিষয়ে ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের জন্য গঠিত সার্চ কমিটির আহ্বায়ক জোবায়েদুর রহমান রানা, 'সভাপতি আগের মতোই সরকার নিয়োগ দেবে।

সাধারণ সম্পাদক থেকে সভাপতি হওয়ার সুযোগ যেমন আগেও ছিল না এখনো নেই। বর্তমানে যাঁরা দুই মেয়াদ বা তার বেশি সময় ধরে আছেন, তাঁদের বিদায় নিতে হবে এটা যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আগেই পরিষ্কার করেছেন।'

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) অধিভুক্ত ক্রীড়া সংস্থা হলেও বিগত সময়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করত না। এবার ক্রীড়াঙ্গনের সার্বিক উন্নয়নে খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি ও সংগঠকদের মতবিনিময় সভায় বিসিবির পক্ষ থেকে পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম এসেছিলেন। সেখানে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে এই ক্রিকেট কোচ ও বিশ্লেষক বলেন, 'ফেডারেশনগুলোয় একবার কেউ বড় পদে থাকলে পরেরবার কীভাবে একই পদে থাকা যায়, সেই ছক আঁকতেন। সে কারণে যোগ্যদের অনেকেই ফেডারেশনমুখো হননি। ফলে ২/৩ প্রজন্মেও সংগঠকরা হারিয়ে গেছেন।'

আকবরের নেতৃত্বে ইমার্জিং এশিয়া কাপে খেলবে বাংলাদেশ

● আনওয়ার আহমেদ মুন ●

১৮ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ইমার্জিং টিম এশিয়া কাপ টুর্নামেন্ট। এবারের এমার্জিং মেনস টিমস এশিয়া কাপে মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করবে। স্বাগতিক হিসেবে থাকবে ওমান এ দল। টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ এ আসরে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ 'এ' দলও। এ ছাড়া ভারত, পাকিস্তানের পাশাপাশি ট্রফির জন্য লড়াই করবে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, হংকং ও সংযুক্ত আরব আমিরাত দল। আটটি দলকে চারটি করে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ এতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা এ, আফগানিস্তান ও হংকং। গ্রুপ বিতে ভারত এ, পাকিস্তান এ, সংযুক্ত আরব আমিরাত এ এবং ওমান এ দল রয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে খেলবে। ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ২৭ অক্টোবর।

টি-২০ ফরম্যাটের এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে অর্থাৎ আগামী ১৮ অক্টোবর ওমানের রাজধানী মাস্কাটে হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ইমার্জিং এশিয়া কাপ শুরু করবে বাংলাদেশ এ দল। এরপর ২০ অক্টোবর আফগানিস্তান এবং ২২ অক্টোবর শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বাংলাদেশ এ দল। মাস্কাটের ওমান ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের সব কটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

এবারের এমার্জিং এশিয়া কাপের আসরে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবেন যুব বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক আকবর আলী। তাঁর সহযোগী হিসেবে থাকবেন সাইফ হাসান। এ ছাড়া জাতীয় দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ও রয়েছেন। রয়েছেন তরুণ খেলোয়াড়রাও।

ঘোষিত বাংলাদেশ এ দল : আকবর আলি (অধিনায়ক), সাইফ হাসান, নাঈম শেখ, জিসান আলম, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, রাকিবুল হাসান, আলিস আলি ইসলাম, মাহফুজুর রহমান রাব্বি, ওয়াসি সিদ্দিক, আবু হায়দার রনি, রিপন মণ্ডল, মারুফ মৃধা, রেজাউর রহমান রাজা।

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকি

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকির শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছে ভারত। ফাইনাল চীনকে ১-০ গোলে পরাজিত করে টানা দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপা উল্লাসে মাতে তারা। আসরে পাকিস্তান তৃতীয় ও দক্ষিণ কোরিয়া চতুর্থ স্থান লাভ করেছে। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে ভারত। অন্যদিকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে প্রথমবার শিরোপা লড়াইয়ে মুখোমুখি হয় চীন। শিরোপা জিততে পারলে ফাইনালে ওঠা পূর্ণতা পেত, তবে ভারতের কাছে পরাজিত হয়ে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। ফাইনালের আগে লিগ পর্বের প্রতিটি ম্যাচ সহজভাবে জয় পেলেও শিরোপা জিততে হরমন প্রীতদের ঘাম ঝরাতে হয়েছে। ৫১ মিনিটে যুগরাজ সিংহ গোল করে ভারতকে শিরোপা জয় নিশ্চিত করেন। ২০১১ সালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম আসরেই শিরোপা জিতে বাজিমাত করে। পরের দুই আসরে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হলেও তার পরের দুই আসরে ঠিকই ভারত নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পায়। ভারত-পাকিস্তানের বাইরে একমাত্র দল হিসেবে ২০২১ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব দেখিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া।

সাল	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ	তৃতীয় স্থান	চতুর্থ স্থান
২০১৮	ভারত-পাকিস্তান যৌথ চ্যাম্পিয়ন		মালয়েশিয়া	জাপান
২০২১	দক্ষিণ কোরিয়া	জাপান	ভারত	পাকিস্তান
২০২৩	ভারত	মালয়েশিয়া	জাপান	দক্ষিণ কোরিয়া
২০২৪	ভারত	চীন	পাকিস্তান	দক্ষিণ কোরিয়া

● মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়করা

● মো. জোবায়ের হোসেন ●

রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী জেলা রাজবাড়ী। বৃহত্তর জেলা ফরিদপুরের মহুকুমা হিসেবে থাকার পর ১৯৮৪ সালে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ রাজবাড়ীর। চার দশকে রাজবাড়ীর ক্রীড়াঙ্গনে অবদান অনেক। বিশ্বেও সর্ববৃহৎ ক্রীড়া আসর অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশি বার অংশ নেয়া সাঁতারু ডলি আক্তার রাজবাড়ীর সন্তান। ডলির মতো ক্রীড়াবিদ তৈরিতে নেপথ্যে কাজ করছেন জেলা নিবেদিত প্রাণ অনেক ব্যক্তিবর্গ। রাজবাড়ীর ক্রীড়াঙ্গনে খেলোয়াড় তৈরির কারিগর হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত মঞ্জুর এলাহী রোকন। যিনি রোকন ওস্তাদ নামেই সমাদৃত। আশির দশকে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ভলিবল। ভলিবলে বেশ দাপট ছিল রাজবাড়ীর। রাজবাড়ীর ভলিবল ও রোকন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাজবাড়ীতে এখন ভলিবল কোচিং করান খান মো. সাজ্জাদ তুহিন। তিনিও রোকনের অবদান স্বীকার করলেন অকপটে, 'আসলে রাজবাড়ীর ভলিবলে রোকন ভাইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। দীর্ঘদিন থেকেই তিনি ভলিবল নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।' জেলা পর্যায়ে ক্রীড়া সংস্থার অধীনেই মূলত খেলা আয়োজন ও প্রশিক্ষণ হয়। রোকন জেলা ক্রীড়া সংস্থায় না থাকলেও নিজ উদ্যোগে ভলিবল শেখাতেন। এর বিনিময়ে কোনো অর্থও নিতেন না। জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সাঁতারু নিবেদিতা দাস ভলিবলও খেলেছেন জাতীয় পর্যায়ে। তাঁরও গুরু রোকন ওস্তাদ। নিবেদিতা রোকন সম্পর্কে বলেন, 'প্রতিদিন সকাল বেলায় তিনি স্টেডিয়ামে আসতেন। খেলা শেখানোই তাঁর নেশা। নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যেই তাঁর কাছে শিখতেন।' রোকনের পাশাপাশি ভলিবল শেখানোতে নাম করেছেন তুহিনও। পেশাগত কারণে নিজ জেলা রাজবাড়ীর বাইরে অনেক সময় থাকলেও খেলোয়াড় তৈরিতে চেষ্টা করেছেন সর্বাত্মক। এখন আবার কয়েক বছর ধরে জেলায় ফেরায় পুনরায় শুরু করেছেন খেলোয়াড় তৈরির কাজ। তিন বারের অলিম্পিয়ান সাঁতারু ডলি আক্তারও ভলিবল খেলোয়াড়। ডলির ভলিবল খেলার পেছনে আছেন তুহিনও। রাজবাড়ী জেলার অন্যতম তারকা ক্রীড়াবিদ সাঁতারু লায়লা নূর। জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত এই সাঁতারু তাঁর ক্যারিয়ারের জন্য অবদান দিলেন প্রয়াত সংগঠক এরশাদুন নবীকে, 'আমার সাঁতারের হাতেখড়ি এরশাদুন নবী। তিনি না থাকলে হয়তো আমার সাঁতারুই হয়ে উঠা হতো না। আমার মতো আরও অনেকের সাঁতারুর গুরু এরশাদুন নবী।'

এরশাদুন নবী

রাজবাড়ী

এরশাদুন নবী রাজবাড়ী জেলায় তৃণমূল পর্যায়ে সাঁতারু তৈরিতে কাজ করেছেন। কোচিং দক্ষতায় তিনি নিজেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও জাতীয় সাঁতার দলেও কোচ হিসেবে ছিলেন এরশাদুন। এত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজ জেলা রাজবাড়ীর সাঁতার ও ক্রীড়াঙ্গনে সময় দিয়েছেন যথেষ্ট, 'তিনি শুধু রাজবাড়ী নয় জাতীয় পর্যায়ের সাঁতারেও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। জাতীয় দায়িত্বের পাশাপাশি নিজ জেলার জন্যও যথেষ্ট কাজ করেছেন।' এরশাদুন্নবীর বড় ভাই শহীদুন্নবী আলম। ছোট ভাই সাঁতার আর বড় ভাই ফুটবল, অ্যাথলেটিকস নিয়ে কাজ করেছেন। দুই ভাই-ই বীর মুক্তিযোদ্ধা। বড় শহীদুন্নবী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারও ছিলেন। রাজবাড়ী জেলায় তারকা খেলোয়াড়দের তালিকায় নারী ক্রীড়াবিদ ডলি, লায়লা, লুসি, নিবেদিতা, লাবণীদের নাম আসে। হাল আমলে সাঁতারু সামিউল ইসলাম রাফি তারকা হওয়ার পথে। রাজবাড়ীর ক্রীড়াঙ্গনে পুরুষদের তুলনায় নারীরা তুলনামূলক বেশি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে কৃতি সাঁতারু লায়লা নূর বলেন, 'এটার মূল রাজবাড়ী জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা। ওই সময় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা মেয়েদের ক্রীড়াঙ্গনে আনতে খুব আন্তরিক ছিলেন। বিশেষ করে আরতী দিদি, কৃষ্ণা বসু দু'জনের নাম উল্লেখ করতেই হবে। রাজবাড়ীর নারী ক্রীড়াবিদের উত্থান ও বিকাশের পেছনে তারা অগ্রগণ্য।' আরেক সাবেক জাতীয় সাতারু নিবেদিতা দাসও একমত পোষণ করে বলেন, 'সাঁতার পাশাপাশি অন্য খেলাতেও তাঁদের অনেক অবদান রয়েছে।' রাজবাড়ী জেলা ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ পরিচিতি ভলিবল ও সাঁতারের জন্য। জনপ্রিয় খেলা ফুটবল, ক্রিকেটে অতটা আলোচনায় থাকে না। সেই তুলনায় ভলিবল ও সাঁতারে অবদান অনেক বেশি। এর কারণ সম্পর্কে সাবেক খেলোয়াড় ও কোচ তুহিন বলেন, 'জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ারও আগে থেকে রাজবাড়ীতে ভলিবলের চর্চা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে খেলাটি বিকশিত হয়েছে। নিবেদিতা, লায়লা নূর, ডলি সহ অনেকেই অন্য খেলা খেললেও ভলিবলেও পারদর্শী। ভলিবল যেন রাজবাড়ীর কমন খেলাই।'

রাজবাড়ী আয়তনে তুলনামূলক ছোট জেলাই। অন্য অনেক জেলার মতো পৃষ্ঠপোষকতা, মাঠ সংকট রাজবাড়ীতেও রয়েছে। নানা প্রতিবন্ধকতার জন্যই রাজধানী ঢাকার অতি সন্নিকটে হলেও ক্রীড়াঙ্গনে সামগ্রিক দাপট সেই অর্থে কমই। নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের নিরলস পরিশ্রমে মাঝে মধ্যে জাতীয় তারকার জন্ম হয় ও জেলার ক্রীড়াঙ্গন সচল থাকে।

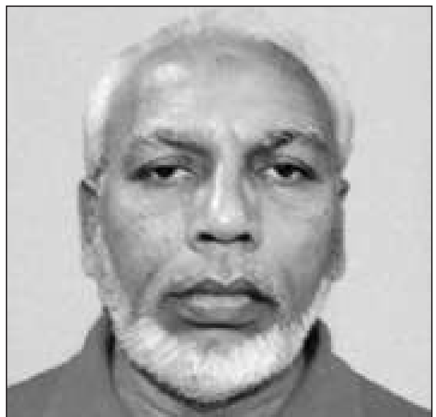

মঞ্জুর এলাহী রোকন

NO.1 QUALITY AC
Used Panasonic Compressor
minister
Air Conditioner
23
minister
FAST COOLING
MORE SAVINGS
WITH DUAL SMART INVERTER TECHNOLOGY
12 YEARS COMPRESSOR GUARANTEE
জাপান ব্র্যান্ড
Panasonic
কম্প্রেসার দ্বারা তৈরী
DUAL SMART INVERTER Technology
Anti Bacterial Filter
100% BTU Capacity
www.ministerbd.com
/Minister.Bangladesh
Hotline: 09606 700700

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদার হার ৬০০ টাকা মাত্র।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৬০০ টাকা মাত্র।

গ্রাহক হলে শুধুমাত্র 'ক্রীড়াজগত' -এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি অর্ডার, বিকাশ অথবা নগদে পরিশোধযোগ্য।

সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৪১০৫০৫৩৭

E-mail : krirajagat@gmail.com

krirajagat@yahoo.com

KRIRAJAGAT (A Bengali Sports Fortnightly) Reg. No. DA-422. TK. 20.00

Editor: Mahmud Hossain Khan Dulal, Published by Secretary, National Sports Council, 62/3 Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh